প্রাচীন মুদ্রা।

প্রথম ভাগ।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত।

কলিকাতা।

১৩২২

মূল্য ২৲ টাকা।

উৎসর্গ।

পরম পূজনীয়

আচার্য্যপাদ

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

মহাশয়ের

শ্রীচরণকমলে

ভক্তিপূর্ব্বক উপহার

দিলাম।

ভূমিকা।

উৎকীর্ণলিপি অথবা লিপিবদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনার ন্যায় প্রাচীন মুদ্রা লুপ্ত-ইতিহাস উদ্ধারের একটি প্রধান উপকরণ। মুদ্রার প্রমাণ প্রত্যক্ষ হইলেও তদ্দারা যে রাজার নামে উহা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল তাঁহার অস্তিত্ব-জ্ঞাপন ব্যতীত অপর কিছু প্রমাণ করিতেছে বলা যায় না। যে সকল দেশে প্রাচীনকালের লিপিবদ্ধ ইতিহাস আছে, সে সকল দেশে লুপ্ত-ইতিহাস পুনর্গঠনের উপাদান স্বরূপ প্রাচীন মুদ্রার মূল্য অধিক নহে। কিন্তু যে সকল দেশে প্রাচীনকালের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয় নাই, যে সকল দেশে জন-প্রবাদ, বিদেশীয় পর্যাটকগণের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, প্রাচীন শিলালিপি বা তাম্রশাসন এবং সাহিত্যের উপরে নির্ভর করিয়া লুপ্ত-ইতিহাস উদ্ধার করিতে হয়, সে সকলদেশে প্রাচীন মুদ্রা ইতিহাস রচনার একটি প্রধান উপকরণ; এই জন্য প্রাচীন মুদ্রা ভারতীয় ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের পক্ষে অত্যাবশ্যক।

ভারতবর্ষে স্বদেশীয় ভাষায় মুদ্রাতত্ত্ব (Numismatics) সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা বা সুচিন্তিত প্রবন্ধ সাধারণতঃ লিখিত হইয়া থাকে না। ভারতবর্ষীয় পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে যাঁহারা মুদ্রাতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সাধারণতঃ ইংরাজী ভাষায় নিজ মত লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন। এই জন্য ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্ব ভারতবর্ষের কোন দেশে প্রচারিত হয় নাই। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস, ভূগোল, প্রত্নলিপিতত্ত্ব প্রভৃতি পুরাবিদ্যার ভিন্ন ভিন্ন শাখা সম্বন্ধে সত্যানুসন্ধিৎসু ছাত্রগণের উপযোগী ইংরাজী ভাষায় বহু সুলিখিত গ্রন্থ আছে, কিন্তু মুদ্রা-

তত্ত্ব সম্বন্ধে এই জাতীয় গ্রন্থ অতীব বিরল। এই অভাব দূর করিবার জন্য কেম্ব্রিজের অধ্যাপক রেপসন্ "ভারতীয় মুদ্রা" নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু অধ্যাপক রেপসনের গ্রন্থ স্মিথের (V. A. Smith) "প্রাচীন ভারতের ইতিহাস" অথবা স্বর্গীয় অধ্যাপক বুলারের (G. Buhler) "ভারতীয় প্রত্নলিপিতত্ত্বের" ন্যায় সরল অথবা বিশদ গ্রন্থ নহে। অধ্যাপক রেপসনের গ্রন্থখানি তত্ত্বানুসন্ধিৎসুকে মুদ্রাতত্ত্বের সীমান্তে পৌঁছাইয়া দেয় মাত্র; ইহা মুদ্রাতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থাবলী বা প্রবন্ধাবলীর তালিকা (Bibliography)। তথাপি ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্ব সম্বন্ধে দ্বিতীয় গ্রন্থ নাই বলিয়া ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধিৎসুগণের নিকটে উহা অমূল্য।

নবীন তথ্যানুসন্ধিৎসু যাহা অবলম্বন করিয়া মুদ্রাতত্ত্বের দুর্গম ক্ষেত্রমধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে, প্রবীণ ঐতিহাসিক পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এইরূপ একখানি গ্রন্থ রচনা করিবার জন্য কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু নানা কারণে মৈত্রেয় মহাশয়ের আদেশ পালন করিতে পারি নাই। এই গ্রন্থে ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভ হইতে উত্তরাপথে ও দক্ষিণাপথে মুসলমান বিজয় কাল পর্য্যন্ত প্রাচীন মুদ্রার বৈজ্ঞানিক রীতিসম্মত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল। দ্বিতীয় ভাগে ভারতবর্ষে মুসলমান অধিকার কালে মুদ্রার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা রহিল। মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বে অপর উপকরণের অভাবে প্রাচীন মুদ্রা লুপ্ত-ইতিহাস উদ্ধারের যেরূপ অত্যাবশ্যক উপকরণ, মুসলমানাধিকারকালে লিপিবদ্ধ ঐতিহাসিক বিবরণ সমূহের অস্তিত্বহেতু প্রাচীন মুদ্রা তাদৃশ আবশ্যকীয় উপকরণ নহে। মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্ববর্ত্তীকালের মুদ্রাতত্ত্ব জটিল এবং ইহা বহু ভাষা এবং বহু দেশের ইতিহাসের উপরে নির্ভরশীল বলিয়া ইহার

বৈজ্ঞানিক আলোচনা দুঃসাধ্য। তথাপি লুপ্ত-ইতিহাস পুনরুদ্ধারের আবশ্যকীয় উপাদান বলিয়া ইহার মূল্য অসামান্য। রেপসনের গ্রন্থ ব্যতীত পৃথিবীর কোন ভাষায় ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্বের যথোপযুক্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ হয় নাই বলিয়া এই গ্রন্থ যথাসাধ্য বৈজ্ঞানিক রীতিসম্মত এবং বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্বের আলোচনা সংবলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। স্বর্গীয় অধ্যাপক বুলারের ভারতীয় প্রত্নলিপিতত্ত্বের অনুকরণে ইহা রচিত হইয়াছে। ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্বের প্রমাণ দুর্ব্বল এবং ইহার বিস্তৃতি অতি সামান্য, তথাপি কেবল মুদ্রাতত্ত্বের আলোচনায় লুপ্ত-ইতিহাসের উদ্ধার সাধন কতদূর সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা পণ্ডিতসমাজ ও সাধারণের গোচর করিবার জন্য ইহা রচিত হইয়াছে। প্রত্নলিপিতত্ত্ব ও উদ্ধৃত ইতিহাস মুদ্রাতত্ত্বের যে সকল অংশ সুদৃঢ় সত্য ভিত্তির উপরে স্থাপন করিয়াছে, সেই সকল অংশেই শিলালিপি, তাম্রশাসন অথবা লিপিবদ্ধ ইতিহাস উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে ভারতীয় ইতিহাসের প্রত্যেক যুগের (period) ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশের মুদ্রার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন যুগের ও স্বতন্ত্র রাজবংশ সমূহের মুদ্রার বহু স্বতন্ত্র তালিকা পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু কোন একখানি গ্রন্থে সমগ্র ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্বের বিস্তৃত বিবরণ একত্র কোন ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। ভরসা করি, পণ্ডিতসমাজ এই নূতন উদ্যমের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিবেন।

অধ্যাপক রেপসনের "ভারতীয় মুদ্রা" (Indian Coins), কানিংহামের "ভারতের প্রাচীন মুদ্রা" (Coins of Ancient India), "ভারতীয় গ্রীক্‌রাজগণের মুদ্রা" (Coins of the Indo-Greek Princes), "শকরাজগণের মুদ্রা" (Coins of the Sakas), "ভারতীয় মধ্যযুগের মুদ্রা" (Coins of Mediaeval India), রেপসনের "অন্ধ্র

ও ক্ষত্রপ বংশের মুদ্রার তালিকা" (British Museum Catalogue of Indian Coins, Andhras W. ksatrapas etc.), আলানের "গুপ্ত-রাজবংশের মুদ্রার তালিকা" (British Museum Catalogue of Indian Coins, Gupta Dynasties), গার্ডনারের "বাহ্লীক ও ভারতবর্ষের গ্রীক্ ও শকরাজগণের মুদ্রার তালিকা" (British Museum Catalogue of Indian Coins, Greek & Scythic kings of Bactria & India), স্মিথের "কলিকাতা চিত্রশালার মুদ্রার তালিকা" (Catalogue of Coins in the Indian Museum, Vol. I), হোয়াইট হেডের "পঞ্জাব চিত্রশালার মুদ্রার তালিকা" (Catalogue of Coins in the Punjab Museum, Lahore, Vol. I) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস শাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম, এ, মহাশয় এই গ্রন্থের প্রথম হইতে অষ্টম পরিচ্ছেদের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় পীড়িত অবস্থাতেও গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া ভাষা ও বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। কলিকাতা চিত্রশালার প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অধ্যক্ষ ডাক্তার ডি, বি, স্পুনার (Dr. D. B. Spooner) কলিকাতা চিত্রশালার মুদ্রা সমূহ এবং সুহৃদ্বর রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর তাঁহাদিগের সংগৃহীত মুদ্রা সমূহের চিত্র প্রকাশ করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। বাঙ্গালার ইতিহাস প্রথম ভাগে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালার যে কয়টি মুদ্রার চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কয়েকটি মুদ্রার চিত্র প্রকাশিত হইল। চিত্র সূচীতে ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রার স্বত্বাধিকারিগণের নাম লিপিবদ্ধ হইল। লেখনী-

ধারণে অক্ষম গ্রন্থকারের রচনা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমার ছাত্র পরম স্নেহাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ, এম, এ, পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ পাঠ করিয়াছেন। সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ আদ্যোপান্ত প্রুফ সংশোধন করিয়াছেন। কলিকাতা চিত্রশালার চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বাগচী মুদ্রাগুলির ছাঁচ (plaster cast) প্রস্তুত করিয়াছেন, তাঁহার সহযোগী শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র মণ্ডল এই সকল ছাঁচের ছায়াচিত্র গ্রহণ করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ চৌধুরী চিত্রে সংখ্যাঙ্কন করিয়াছেন। 'এমারেল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে'র স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত গণদেব গঙ্গোপাধ্যায় ও তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের সাহায্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই গ্রন্থ সুচারুরূপে মুদ্রিত হইয়াছে। চিত্রগুলি 'মহিলা প্রেসে'র স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত ফনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে সম্পন্ন ও 'এমারেল্ড প্রিণ্টিং ওয়াকস্' কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে।

গ্রন্থকারের বন্ধুবর্গের বহু পরিশ্রম সত্ত্বেও গ্রন্থমধ্যে বহু ভ্রম প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। ভরসা করি, পণ্ডিতসমাজ ভারতীয় ভাষায় লিখিত ভারতীয় মুদ্রাবিষয়ক প্রথম গ্রন্থে, গ্রন্থকারের অক্ষমতাজনিত দোষসমূহ মার্জ্জনা করিবেন।

৬৫, সিমলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা,
২৩শে আশ্বিন, ১৩২২। } শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্র সূচী।

চিত্র (ক)—

অনাথপিণ্ডদের জেতবন ক্রয়ের চিত্র

চিত্র, (খ)—

ভারতের সর্ব্বপ্রাচীন মুদ্রা

চিত্র (গ)—

প্রাচীন ভারতে বিদেশীয় মুদ্রা :—

৭। সুভূতি, পঞ্জাবের গ্রীক্‌রাজা, রৌপ্য,—কলিকাতা চিত্রশালা।

৮। দিয়দাত, বাহ্লীকের গ্রীক্‌রাজা, সুবর্ণ, ঐ

৯। দিয়দাত, বাহ্লীকের গ্রীক্‌রাজা, রৌপ্য,

—রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর।

চিত্র (ঘ)—

গ্রীক্‌রাজগণের মুদ্রা :—

১। এবুথদিম, বাহ্লীকের গ্রীক্‌রাজা, রৌপ্য,—কলিকাতা চিত্রশালা।

২। এবুথদিম, বাহ্লীকের গ্রীক্‌রাজা, রৌপ্য, ঐ

৩। এবুথদিম, বাহ্লীকের গ্রীক্‌রাজা, তাম্র, ঐ

৪। দিমিত্রিয়, তাম্র, ঐ

৫। স্ত্রত, বাহ্লীকের গ্রীক্‌রাজা, সিলিউকাব্দ ১৪৬—১৬৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ, রৌপ্য,

—রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর।

৬। ২য় এবুথদিম, বাহ্লীকের গ্রীকরাজা, তাম্র,—কলিকাতা চিত্রশালা।

৭। স্ত্রত ও অগথুক্লেয়া, ভারতের গ্রীক্‌রাজা, রৌপ্য,

—রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর।

চিত্র (ঙ)—

গ্রীক্‌রাজগণের মুদ্রা :—

১। দিমিত্রিয়, রৌপ্য,—কলিকাতা চিত্রশালা।

২। দিমিত্রিয়, রৌপ্য,—রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর।

৩। দিমিত্রিয়, রৌপ্য,—কলিকাতা চিত্রশালা।

৪। দিয়দাত ও অগথুক্লেয়, রৌপ্য,—রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর।

৫। পন্তলেব, ভারতের গ্রীক্‌রাজা, তাম্র,—কলিকাতা চিত্রশালা।

৬। অগথুক্লেয়, ভারতের গ্রীকরাজা, তাম্র,

—রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর।

৭। দিমিত্রিয়, ভারতের গ্রীকরাজা, রৌপ্য,—কলিকাতা চিত্রশালা।

চিত্র (চ)—

গ্রীক্‌রাজগণের মুদ্রা :—

১। মেনন্দ্র, যুবাবয়সের রাজমূর্ত্তিযুক্ত মুদ্রা, রৌপ্য,

—রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর।

২। মেনন্দ্র, মধ্যবয়সের রাজমূর্ত্তিযুক্ত মুদ্রা, রৌপ্য, ঐ

—রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর।

৩। মেনন্দ্র, বৃদ্ধ বয়সের রাজমূর্ত্তিযুক্ত মুদ্রা, রৌপ্য, ঐ
৪। মেনন্দ্র, বৃষের মুখযুক্ত মুদ্রা, তাম্র, ঐ
৫। মেনন্দ্র, চর্ম্মের উপরে রাক্ষসের মুখযুক্ত মুদ্রা, তাম্র, ঐ
৬। আন্তিমখ, রৌপ্য, ঐ
৭। অমিত, রৌপ্য, ঐ
৮। হেরময় ও কালিয়পয়, রাজা ও রাজ্ঞী, রৌপ্য, ঐ
৯। ঝোইল, তাম্র, ঐ

চিত্র (ছ)—

গ্রীক্ ও শকরাজগণের মুদ্রা :—

১। হেলিয়ক্লেয় (?) গ্রীক্ রাজা, রৌপ্য,—রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর।
২। ভনোন ও স্পলহোর, শক জাতীয় রাজা, রৌপ্য,—কলিকাতা চিত্রশালা।
৩। মোঅ, শক জাতীয় রাজা, রৌপ্য,—রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর।
৪। ভনোন ও স্পলগদম, শক জাতীয় রাজা, রৌপ্য,—কলিকাতা চিত্রশালা।
৫। হেরময়, গ্রীক্‌রাজা, রৌপ্য,—রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর।
৬। স্পলহোর ও স্পলগদম, শকজাতীয় রাজা, তাম্র,—কলিকাতা চিত্রশালা।
৭। অয়, শকজাতীয় রাজা, রৌপ্য, ঐ
৮। অয়, শকজাতীয় রাজা, তাম্র,—রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর।

চিত্র (জ)—

শকজাতীয় ও কুষণবংশীয় রাজগণের মুদ্রা :—

১। অয়, শকজাতীয় রাজা, তাম্র,—রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর।
২। অয় ও অস্পবর্ম্মা, শকজাতীয় রাজা, তাম্র,—কলিকাতা চিত্রশালা।
৩। অয়িলিষ, শকজাতীয় রাজা, রৌপ্য,

—রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর।

৪। গুদুফর, পারদজাতীয় রাজা, মিশ্রধাতু,—কলিকাতা চিত্রশালা।
৫। জিহুনিঅ, শকজাতীয় ক্ষত্রপ, রৌপ্য, ঐ
৬। রাজুবুল (?), তাম্র,—রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর।
৭। কুজুলকদফিস, কুষণবংশীয় রাজা, রোমক সম্রাট্ অগষ্টসের অনুকরণ, তাম্র,

—রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর।

৮। হেরময় ও কুজুলকদফিস, তাম্র, ঐ
৯। বিমকদফিস, কুষণবংশীয় রাজা, তাম্র, ঐ
১০। কণিষ্ক, শিবমূর্ত্তিযুক্ত মুদ্রা, কুষণবংশীয় সম্রাট, সুবর্ণ,—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর।

চিত্র (ঝ)—

কুষণবংশীয় রাজগণের মুদ্রা :—

১। কণিষ্ক, চন্দ্রের মূর্ত্তিযুক্ত মুদ্রা, তাম্র,—রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর।
২। হুবিষ্ক, Ardochsho মূর্ত্তিযুক্ত মুদ্রা, স্বর্ণ, ঐ
৩। হুবিষ্ক, সূর্য্যমূর্ত্তিযুক্ত মুদ্রা, স্বর্ণ, ঐ
৪। হুবিষ্ক, অগ্নিমূর্ত্তিযুক্ত মুদ্রা, স্বর্ণ, ঐ
৫। প্রথম বাসুদেব, শিবমূর্ত্তিযুক্ত মুদ্রা, স্বর্ণ, ঐ
৬। ২য় কণিষ্ক ও আ, পরবর্ত্তী কুষণরাজা, শিবমূর্ত্তিযুক্ত মুদ্রা, স্বর্ণ,
—রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর।
৭। ফ্রি, পরবর্ত্তী কুষণবংশীয় রাজা, স্বর্ণ, ঐ
৮। ২য় বাসুদেব, পরবর্ত্তী কুষণবংশীয় রাজা, স্বর্ণ, ঐ
৯। কিদার কুষণরাজবংশের মুদ্রা, স্বর্ণ, ঐ
১০। কিদার কুষণরাজবংশের গডহর [? গর্দ্দভিল্ল] শাখার মুদ্রা, স্বর্ণ,
—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর।

চিত্র (ঞ)—

জানপদ ও গণসমূহের মুদ্রা :—

১। মগোজয়, মালবজাতির রাজা, তাম্র, —কলিকাতা চিত্রশালা।
২। মালবজাতির গণের মুদ্রা, তাম্র, ঐ
৩। অচ্যুত, অহিচ্ছত্রের রাজা (?), তাম্র, ঐ
৪। যৌধেয়জাতির গণের মুদ্রা, তাম্র, ঐ
৫। স্বামী ব্রহ্মণ্য যৌধেয়, যৌধেয়জাতির রাজা, তাম্র, ঐ
৬। অবন্তিনগরের মুদ্রা, তাম্র, ঐ
৭। উত্তমদত্ত, মথুরার রাজা, তাম্র, ঐ
৮। রামদত্ত, মথুরার রাজা, তাম্র, ঐ
৯। হগামাষ, মথুরার ক্ষত্রপ, তাম্র, ঐ
১০। শোডান, মথুরার ক্ষত্রপ, তাম্র, ঐ
১১-১২। প্রাচীন ছাঁচে ঢালাই মুদ্রা, তাম্র, চন্দ্রকেতুর গড়, বেড়াচাঁপা—জিলা ২৪ পরগণা,—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

চিত্র (ট)—

জানপদ ও গণসমূহের মুদ্রা :—

১। উভয়দিকে অঙ্কচিহ্নাঙ্কিত চতুষ্কোণ মুদ্রা, তক্ষশিলা, তাম্র,
—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর।

২—৩। উভয়দিকে অঙ্কচিহ্নাঙ্কিত গোলাকার মুদ্রা, তক্ষশিলা, তাম্র,
—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর।

৪। একদিকে অঙ্কচিহ্নাঙ্কিত গোলাকার মুদ্রা, তক্ষশিলা, তাম্র,
—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর।

৫। "পঞ্চনেকম", তক্ষশিলা, তাম্র,—রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর।

৬। কুণিন্দজাতির গণের মুদ্রা, রৌপ্য,—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর।

৭। বিসাখদেব, অযোধ্যার রাজা, তাম্র,—কলিকাতা চিত্রশালা।

৮। কুমুদসেন, অযোধ্যার রাজা, তাম্র, ঐ

৯। অগ্নিমিত্র, পঞ্চালের রাজা, তাম্র, ঐ

১০। ভূমিমিত্র, পঞ্চালের রাজা, তাম্র, ঐ

১১। ফাল্গুনীমিত্র, পঞ্চালের রাজা, তাম্র, ঐ

১২। রাজন্যজাতির গণের মুদ্রা, তাম্র, ঐ

চিত্র (ঠ)—

গুপ্তবংশীয় সম্রাট্গণের মুদ্রা ঃ—

১। ১ম চন্দ্রগুপ্ত, স্বর্ণ,—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

২। সমুদ্রগুপ্ত, অশ্বমেধের মুদ্রা, স্বর্ণ, —শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর।

৩। ঐ ধ্বজহস্তে রাজমূর্ত্তিযুক্ত মুদ্রা, স্বর্ণ, ঐ

৪। ঐ বীণাহস্তে রাজমূর্ত্তিযুক্ত মুদ্রা, স্বর্ণ,—কলিকাতা চিত্রশালা।

৫। ঐ কচ নামাঙ্কিত মুদ্রা, স্বর্ণ,—কলিকাতা চিত্রশালা।

৬। ২য় চন্দ্রগুপ্ত, ধনুহস্তে রাজমূর্ত্তিযুক্ত মুদ্রা, স্বর্ণ,
—রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর।

৭। ঐ খট্টায় উপবিষ্ট রাজমূর্ত্তিযুক্ত মুদ্রা, স্বর্ণ,—কলিকাতা চিত্রশালা।

৮। ঐ ছত্রধরের সহিত রাজমূর্ত্তিযুক্ত মুদ্রা, স্বর্ণ,
—কলিকাতা চিত্রশালা।

৯। ঐ সিংহহন্তা রাজমূর্ত্তিযুক্ত মুদ্রা, স্বর্ণ,—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর।

১০। ১ম কুমারগুপ্ত, ময়ূরবাহন রাজমূর্ত্তিযুক্ত মুদ্রা, স্বর্ণ,—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

চিত্র (ড)—

গুপ্তবংশীয় সম্রাট্গণের মুদ্রা ঃ—

১। ১ম কুমারগুপ্ত, অশ্বপৃষ্ঠে রাজমূর্ত্তিযুক্ত মুদ্রা, স্বর্ণ,
—রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর।

২। ঐ সিংহহন্তা রাজমূর্ত্তিযুক্ত মুদ্রা, স্বর্ণ,—কলিকাতা চিত্রশালা।

৩। ঐ ধনুহস্তে রাজমূর্ত্তিযুক্ত মুদ্রা, সুবর্ণ,—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর।

৪। ঐ হস্তিপৃষ্ঠে রাজমূর্ত্তিযুক্ত মুদ্রা, সুবর্ণ,—মহানাদ, জিলা হুগলী,
—কলিকাতা চিত্রশালা।

৫। স্কন্দগুপ্ত, রাজা ও রাজলক্ষ্মীযুক্ত মুদ্রা, সুবর্ণ,—জিলা মেদিনীপুর,
—কলিকাতা চিত্রশালা।

৬। ঐ ধনুহস্তে রাজমূর্ত্তিযুক্ত মুদ্রা, সুবর্ণ,
—রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর।

৭। প্রকাশাদিত্য (? পুরুগুপ্ত), অশ্বারোহী রাজমূর্ত্তিযুক্ত মুদ্রা, সুবর্ণ,
—রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর।

৮। নরসিংহগুপ্ত-বালাদিত্য, ধনুহস্তে রাজমূর্ত্তিযুক্ত মুদ্রা, সুবর্ণ,
—রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর।

৯। ২য় কুমারগুপ্ত-ক্রমাদিত্য, ধনুহস্তে রাজমূর্ত্তিযুক্ত মুদ্রা, সুবর্ণ,
—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর।

১০। বিষ্ণুগুপ্ত—চন্দ্রাদিত্য, ধনুহস্তে রাজমূর্ত্তিযুক্ত মুদ্রা, মিশ্র সুবর্ণ,
—কলিকাতা চিত্রশালা।

চিত্র (ঢ)—

গুপ্তসম্রাট্‌গণের মুদ্রার অনুকরণ ঃ—

১। শশাঙ্ক, যশোহর, সুবর্ণ, —কলিকাতা চিত্রশালা।

২। নরেন্দ্রবিনত, (? শশাঙ্ক), সুবর্ণ, ঐ

৩। নরেন্দ্রবিনত, (? শশাঙ্ক), সুবর্ণ, ঐ

৪। মগধের পরবর্ত্তী গুপ্তরাজগণের মুদ্রা, সুবর্ণ, যশোহর, ঐ

৫। মগধের পরবর্ত্তী গুপ্তরাজগণের মুদ্রা, সুবর্ণ, রঙ্গপুর,
—রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর।

৬। বীরসেন (? গৌড়রাজ), রৌপ্য, —কলিকাতা চিত্রশালা।

৭। ঈশানবর্ম্মা মৌখরী, রৌপ্য, ঐ

৮। শর্ব্ববর্ম্মা মৌখরী, রৌপ্য, ঐ

৯। শিলাদিত্য (? হর্ষবর্দ্ধন), রৌপ্য, ভিটৌরা, জিলা ফয়জাবাদ, ঐ

১০—১১। নহপান, রৌপ্য, জোগল খেম্বি, জিলা নাসিক, ঐ

১২। নহপানের মুদ্রার উপরে মুদ্রাঙ্কিত গৌতমীপুত্র শাতকর্ণির মুদ্রা, রৌপ্য, জোগল খেম্বি, জিলা নাসিক,—কলিকাতা চিত্রশালা।

চিত্র (ণ)—

সৌরাষ্ট্রের ও দক্ষিণাপথের মুদ্রা ঃ—

১। মহাক্ষত্রপ রুদ্রসিংহ, রৌপ্য,—রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর।

২। মহাক্ষত্রপ রুদ্রসেন, রৌপ্য, —কলিকাতা চিত্রশালা
৩। মহাক্ষত্রপ বিজয়সেন, রৌপ্য, ঐ
৪। ক্ষত্রপ বীরদাম, রৌপ্য, ঐ
৫। ক্ষত্রপ বিশ্বসেন, রৌপ্য, ঐ
৬। দত্তগণ, রৌপ্য, ঐ
৭। গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি, রৌপ্য, জোগল থেম্বি, জিলা নাসিক, ঐ
৮। বাসিষ্ঠীপুত্র বিড়িবায়কুর, সীসক, ঐ
৯। পুড়ুমাবি, পোটিন, ঐ
১০। শ্রীযজ্ঞ শাতকর্ণি, সীসক,—রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর।
১১। শ্রীযজ্ঞ শাতকর্ণি, সীসক,—কলিকাতা চিত্রশালা।

চিত্র (ত)—

দক্ষিণাপথের ও হূণরাজগণের মুদ্রা :—

১। তিন্তিড়িবীজের ন্যায় মুদ্রা, সুবর্ণ,—রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর।
২। ভিন্ন আকারের তিন্তিড়িবীজের ন্যায় মুদ্রা, সুবর্ণ, ঐ
৩। ত্রিস্বামী পাগোডা, সুবর্ণ, ঐ
৪। বিষ্ণু পাগোডা, সুবর্ণ,—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর।
৫। প্রতাপকৃষ্ণ দেবরায়, বিজয়নগর, সুবর্ণ,
—রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর।
৬। পদ্মটঙ্কা, সুবর্ণ, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর।
৭। পদ্মটঙ্কা, সুবর্ণ, রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর।
৮-৯। পারস্যরাজ ফিরুজের মুদ্রার অনুকরণ,—রৌপ্য, কলিকাতা চিত্রশালা।
১০। তোরমান, তাম্র, ঐ
১১। মিহিরকুল, তাম্র, ঐ
১২। মিহিরকুল, তাম্র, [কুষণ মুদ্রার অনুকরণ] ঐ

চিত্র (থ)—

সাসানীয় মুদ্রার অনুকরণ :—

১। বাহিতিগীন, রৌপ্য, মাণিক্যালা, জিলা রাওলপিণ্ডি, কলিকাতা চিত্রশালা।
২। নাপ্‌কিমালিক, রৌপ্য, ঐ
৩-৫। গঢ়ইয়া টঙ্কা, রৌপ্য, ঐ
৬-৭। শ্রীদাম, রৌপ্য, গোয়ালিয়র রাজ্য, মালব, ঐ

৮। আদিবরাহ দ্রম্ম, রৌপ্য, — কলিকাতা চিত্রশালা।
৯। বিগ্রহদ্রম্ম, রৌপ্য, — ঐ

চিত্র (দ)—

সিংহল ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, মধ্যযুগের মুদ্রা।

১। রাজ্ঞী লীলাবতী, সিংহল, তাম্র,—কলিকাতা চিত্রশালা।
২। পরাক্রমবাহু, সিংহল, তাম্র, ঐ
৩। স্পলপতিদেব, রৌপ্য, ঐ
৪। স্পলপতিদেব, রৌপ্য,—রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর।
৫। সামন্তদেব, রৌপ্য,—কলিকাতা চিত্রশালা।
৬। সামন্তদেব, তাম্র, ঐ
৭। বঙ্কদেব, তাম্র, ঐ
৮। খুড়বয়র্ক, তাম্র, ঐ
৯। মহীপাল, তাম্র, ঐ
১০। মদনপাল, তাম্র, ঐ
১১। অনঙ্গপাল, তাম্র, ঐ
১২। পৃথ্বীরাজ, তাম্র ঐ

চিত্র (ধ)—

কাশ্মীর, কাঙ্গড়া, প্রতীহার, চেদী, চালুক্য, গাহড়বাল, চন্দেল্ল ও জেজাভুক্তি রাজগণের মুদ্রা :—

১। বিনয়াদিত্য, কাশ্মীর, সুবর্ণ,—কলিকাতা চিত্রশালা।
২। যশোবর্ম্মা, কাশ্মীর, মিশ্র সুবর্ণ, ঐ
৩। রাজ্ঞী দিদ্দা, কাশ্মীর, তাম্র, ঐ
৪। ত্রিলোকচন্দ্র, কাঙ্গড়া, তাম্র, ঐ
৫। পীথমচন্দ্র, কাঙ্গড়া, তাম্র, ঐ
৬। মহীপাল, সুবর্ণ,—রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর।
৭। গাঙ্গেয়দেব, সুবর্ণ, ঐ
৮। গাঙ্গেয়দেব, সুবর্ণ,—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর।
৯। কুমারপাল, সুবর্ণ,—কলিকাতা চিত্রশালা।
১০। গোবিন্দচন্দ্র, সুবর্ণ,—রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর।
১১। মদনপাল, সুবর্ণ,—কলিকাতা চিত্রশালা।

১২। জাজল্লদেব, সুবর্ণ, কলিকাতা চিত্রশালা।

চিত্র (ন)—

নেপাল ও আরাকানের মুদ্রা ঃ—

১। মানাঙ্ক বা মানদেব, নেপাল, তাম্র,—কলিকাতা চিত্রশালা।
২। অংশুবর্ম্মা, নেপাল, তাম্র, ঐ
৩। পশুপতি, নেপাল, তাম্র, ঐ
৪। য়ারিক্রিয়, আরাকান, রৌপ্য,—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর।
৫। রম্যাকর, আরাকান, রৌপ্য, ঐ
৬। প্রদ্যুম্নাকর, আরাকান, রৌপ্য, ঐ
৭। ললিতাকর, আরাকান, রৌপ্য, ঐ
৮। অস্তা [কর], আরাকান, রৌপ্য, ঐ

সূচী।

অনাথপিণ্ডদের জেতবনক্রয়।

১। বরহুতের স্তূপবেষ্টনীর চিত্র।

২। বুদ্ধগয়ার বেষ্টনীর চিত্র।

Emerald Ptg. Works Calcutta.

প্রাচীন মুদ্রা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভারতের সর্ব্বপ্রাচীন মুদ্রা।

আদিম মানবকে নিজ পরিবারের সংসার যাত্রার উপযোগী সমস্ত দ্রব্যই স্বহস্তে উৎপাদন অথবা নিজের চেষ্টায় সংগ্রহ করিতে হইত। তখন পরিবারস্থ ব্যক্তিগণকে পরিবারের আবশ্যকীয় আহার্য্য, পরিধেয়, আচ্ছাদন বা আশ্রয় নির্ম্মাণ বা সংগ্রহ করিতে হইত। ক্রমে কতকগুলি পরিবার পরস্পরের সুবিধার জন্য যখন একত্র বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন হইতে মানবসমাজে শ্রমবিভাগ আরম্ভ হইয়াছিল। মানবসমাজের শৈশবে পরিবারসমষ্টির কেহ আহার্য্য উৎপাদন বা সংগ্রহ করিত, কেহ পরিধেয়ের জন্য বস্ত্র বয়ন করিত অথবা চর্ম্ম সংগ্রহ করিত, কেহ গৃহ বা কুটীর নির্ম্মাণের উপকরণ সংগ্রহ করিত, কেহ বা তৈজসাদি গঠন বা নির্ম্মাণ করিত। এই শ্রমবিভাগের যুগ হইতে মানবসমাজে বিনিময় আরব্ধ হইয়াছিল। যে খাদ্য সংগ্রহ করিত তাহার পরিধেয় বস্ত্রের আবশ্যক হইলে সে উৎপন্ন অথবা সংগৃহীত খাদ্যদ্রব্য পরিচ্ছদ নির্ম্মাতাকে প্রদান করিয়া তাহার বিনিময়ে পরিধেয় বস্ত্র অথবা পরিচ্ছদ গ্রহণ করিত। তৈজসনির্ম্মাতা আশ্রয়ের আবশ্যক হইলে সে গৃহ-

নির্ম্মাতাকে স্বনির্ম্মিত তৈজস প্রদান করিয়া আশ্রয় নির্ম্মাণ করাইয়া লইত। বিনিময়ের সুবিধার জন্য ক্রমে মানবসমাজে মুদ্রার প্রচলন হইয়াছিল। তৈজসনির্ম্মাতার যখন খাদ্য দ্রব্যের আবশ্যক নাই তখন কৃষক যদি শস্যের পরিবর্ত্তে তৈজস ক্রয় করিতে আসিত তাহা হইলে তখন সে তৈজসের পরিবর্ত্তে শস্য গ্রহণ করা অসুবিধা মনে করিত। এই অভাব দূর করিবার জন্য জগতের সর্ব্বত্র মানবগণ বিনিময়ের স্থায়ী উপকরণ উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। এই সব উদ্ভাবিত বিনিময়ের উপকরণের নামই মুদ্রা। জগতের সর্ব্বত্র ভিন্ন ভিন্ন ধাতু প্রথমে বিনিময়ের উপকরণস্বরূপ ব্যবহৃত হইত। সুবর্ণ, রজত, তাম্র প্রভৃতি ধাতু অতি প্রাচীনকাল হইতে বিনিময়ের স্থায়ী উপকরণরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। স্থানে স্থানে লৌহ, সীসক, পিত্তল, এমন কি টিন পর্য্যন্ত বিনিময়ের উপকরণস্বরূপ ব্যবহৃত হইতে দেখা গিয়াছে। গ্রীসদেশের স্পার্টানগরের অধিবাসিগণ লৌহ নির্ম্মিত মুদ্রা ব্যবহার করিতেন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত মলয় উপদ্বীপে টিনের মুদ্রা ব্যবহৃত হইত এবং প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে দক্ষিণাপথের অন্ধ্ররাজগণ সীসক হইতে মুদ্রা নির্ম্মাণ করিতেন। বর্ত্তমান সময়েও চীনদেশে পিত্তল নির্ম্মিত মুদ্রা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিনিময়ের উপকরণ স্বরূপ মানবসমাজে যখন সর্ব্বপ্রথমে ধাতুর ব্যবহার আরম্ভ হয়, তখন চূর্ণ (gold dust) অথবা নিয়মবদ্ধ আকার যাহাতে নাই (irregular mass) এইরূপ ধাতুপিণ্ড ব্যবহৃত হইত। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও হিমালয়ের উপত্যকা প্রদেশে ওজনকরা সুবর্ণ রক্তবস্ত্রের থলিয়ায় আবদ্ধ করিয়া মুদ্রার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইত। উক্ত শতাব্দীতে অষ্ট্রেলিয়ায় এবং আমেরিকার ক্লোনডাইক দেশে সুবর্ণ আবিষ্কৃত হইলে সর্ব্বপ্রথমে সুবর্ণকারগণ (যাহারা খনি হইতে সুবর্ণ খনন করিত এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উহা পরিশুদ্ধ করিত) মুদ্রার পরিবর্ত্তে সুবর্ণ-

চূর্ণ ব্যবহার করিত। ক্রমে ওজনের সুবিধা এবং চূর্ণধাতু পরীক্ষার সময় সংক্ষেপ করিবার জন্য ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রার প্রচলন আরম্ভ হয়।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবাসিগণ ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রা বিনিময়ের জন্য ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনগণের সর্ব্বপ্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থসমূহে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে সুবর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রার বহুল প্রচলন ছিল। স্বর্ণমুদ্রার নাম সুবর্ণ বা নিষ্ক, রজত মুদ্রার নাম পুরাণ বা ধরণ এবং তাম্রমুদ্রার নাম কার্ষাপণ ছিল। প্রাচীন ভারতেও প্রথমে চূর্ণধাতু বিনিময়ের উপকরণ-স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছিল। মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র প্রভৃতি ওজন করিবার যে সকল ভিন্ন ভিন্ন রীতির উল্লেখ আছে তাহা দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, বিনিময়ের সুবিধার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর ভিন্ন ভিন্ন রীতি অবলম্বিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে রতি রক্তিকা ধাতু ওজনের রীতিসমূহের মূল ছিল। মানবধর্ম্মশাস্ত্রে সুবর্ণ, রজত ও তাম ওজনের ভিন্ন ভিন্ন রীতি লিপিবদ্ধ আছে :—

সুবর্ণ ওজনের রীতি।

৫ রতি = ১ মাষা।

৮০ রতি = ১৬ মাষা = ১ সুবর্ণ।

৩২০ রতি = ৬৪ মাষা = ৪ সুবর্ণ = ১ পল বা নিষ্ক।

৩২০০ রতি = ৬৪০ মাষা = ৪০ সুবর্ণ = ১০ পল বা নিষ্ক = ১ ধরণ।

রৌপ্য ওজনের রীতি।

২ রতি = ১ মাষক।

৩২ রতি = ১৬ মাষক = ১ ধরণ বা পুরাণ

৩২০ রতি = ১৬০ মাষক = ১০ ধরণ বা পুরাণ = ১ শতমান

তাম্র ওজনের রীতি।

৮০ রতি = ১ কার্ষাপণ[১]।

প্রাচীন সাহিত্যে যে যে স্থানে অর্থ অথবা মুদ্রা উল্লেখের আবশ্যক হইয়াছে সেই সেই স্থানে গ্রন্থকারগণ, পুরাণ অথবা ধরণ, শতমান, পল অথবা নিষ্ক এবং কার্ষাপণের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সাহিত্যে যে সকল স্থানে এই সকল ওজনের নাম ব্যবহৃত হইয়াছে সেই সকল স্থানে গ্রন্থকারগণ এই সকল ওজনের ধাতুর ব্যবহারের কথাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। রতি বা রক্তিকার ওজন স্থির রাখিবার জন্য ইহা বহু ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল :—

৮ ত্রসরেণু = ১ লিখ্যা বা লিক্ষা

২৪ ত্রসরেণু = ৩ লিখ্যা বা লিক্ষা = ১ রাজসর্ষপ

৭২ ত্রসরেণু = ৯ লিখ্যা বা লিক্ষা = ৩ রাজসর্ষপ = ১ গৌরসর্ষপ

৪৩২ ত্রসরেণু = ৫৪ লিখ্যা বা লিক্ষা = ১৮ রাজসর্ষপ =
৬ গৌরসর্ষপ = ১ যব

১২৯৬ ত্রসরেণু = ১৬২ লিখ্যা বা লিক্ষা = ৫৪ রাজসর্ষপ =
১৮ গৌরসর্ষপ = ৩ যব = ১ কৃষ্ণল বা রতি

ভারতবর্ষেও ক্রমে ওজন করা চূর্ণ ধাতুর পরিবর্ত্তে ধাতু-নির্ম্মিত মুদ্রার ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছিল। পুরাণ, কার্ষাপণ, সুবর্ণ বা নিষ্ক ক্রমে ওজনের নাম হইতে মুদ্রার নামে পরিণত হইয়াছিল। ঋকসংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঋষি কক্ষীবন্ সিন্ধুনদতীরবাসী রাজা ভাবযব্যের নিকট হইতে শত নিষ্ক গ্রহণ করিয়াছিলেন[২]। ঋষি গৃৎসমদ রুদ্রের বর্ণনায়

---

(১) মানবধর্ম্মশাস্ত্র, ৮ম অধ্যায়, শ্লোক ১৩২—৩৭।
(২) ঋক্ সংহিতা, ৩।৪৭৪।

নিষ্ক নির্ম্মিত কণ্ঠহারের উল্লেখ করিয়াছেন[১]। শতপথ ব্রাহ্মণে এক শতমান সুবর্ণের উল্লেখ আছে। এই সকল স্থানে নিষ্ক বা শতমান চূর্ণ ধাতুর ওজনও বুঝাইতে পারে, কিন্তু বৌদ্ধ সাহিত্যে ধাতু নির্ব্বিশেষে কার্ষাপণ বা কাহাপণ নামের প্রয়োগ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, তৎকালে উহা ওজনের নাম হইতে মুদ্রার নামে পরিণত হইয়াছিল। মনুধৃত তাম্র ওজনের প্রণালীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ৮০ রতিতে এক কার্ষাপণ হইত; সুতরাং কার্ষাপণ বলিলে ৮০ রতি ওজনের তাম্রচূর্ণ বা তাম্রপিণ্ড বুঝাই উচিত, কিন্তু বৌদ্ধ সাহিত্যে সুবর্ণ বা রজত নির্ম্মিত কার্ষাপণ বা কাহাপণের বহু উল্লেখ আছে[২]। ত্রিপিটকের এক স্থানে একই পদে হিরণ্য এবং সুবর্ণ উভয় পদের ব্যবহার আছে, "পভূতম্ হিরঞ্‌ঞ সুবন্নং" এই পদে হিরণ্য শব্দের দ্বারা অমুদ্রিত সুবর্ণ এবং সুবর্ণ শব্দের দ্বারা সুবর্ণ নামক স্বর্ণ মুদ্রা বুঝাইতেছে। এই সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে যে, অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে সুবর্ণ, রজত, তাম্র প্রভৃতি ওজনের ভিন্ন ভিন্ন নামগুলি মুদ্রার নামে পরিণত হইয়াছিল। অধিকাংশ বিদেশীয় মুদ্রাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ এই মত গ্রহণ অথবা পোষণ করিয়াছেন। বিখ্যাত মুদ্রাতত্ত্ববিদ্ এড্‌ওয়ার্ড টমাসের (Edward Thomas) মতে মানবধর্ম্মশাস্ত্রে উল্লিখিত সুবর্ণ, রজত, তাম্রাদি ধাতুর ওজনের নামগুলি কেবল ওজনের নাম নহে, মানবসমাজে বিনিময়ের উপকরণ স্বরূপ ব্যবহৃত

---

(১) অর্হন্বিভর্ষিসায়কানিধন্বার্হন্নিষ্কং যজতং বিশ্বরূপং।
অর্হন্নিদং দয়সে বিশ্বমভ্বং ন বা ওজীয়ো রুদ্রত্বদস্তি॥
—ঋকসংহিতা, ২য় মণ্ডল, ৩৩ সূক্ত ১০ ঋক্।

(২) "Buddha Ghosha mentions a gold and silver as well as the ordinary (that is, bronze or copper) kahapana."
—On the Ancient Coins and Measures of Ceylon,
by T. W. Rhys David, p. 3.

দ্রব্যের নাম১। কেম্ব্রিজের অধ্যাপক রেপসনের (E. J. Rapson) মতানুসারে ভারতের সর্ব্বপ্রাচীন মুদ্রা বিদেশীয় প্রভাবে উদ্ভূত হয় নাই, ইহা ভারতীয় তুলনা-রীতি হইতে ক্রমশঃ বিবর্ত্তিত হইয়াছিল।২

প্রাচীন সুবর্ণ, নিষ্ক বা পল অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই, কিন্তু হিমাদ্রির চরণপ্রান্ত হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত এবং ব্রহ্মপুত্রতীর হইতে পারস্য দেশের বর্ত্তমান সামান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে লক্ষ লক্ষ চতুষ্কোণ ও গোলাকার প্রাচীন রজত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাই প্রাচীন পুরাণ বা ধরণ। এই জাতীয় মুদ্রা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, রৌপ্যের পাত কাটিয়া একই সময়ে বহু চতুষ্কোণ রজতখণ্ড নির্ম্মিত হইয়াছিল; পরে প্রত্যেক খণ্ডের উভয় পার্শ্বে এক বা ততোধিক অঙ্কচিহ্ন (punch mark) অঙ্কিত হইয়াছে। এই চতুষ্কোণ মুদ্রাই যে প্রাচীন পুরাণ বা ধরণ তাহার অতি প্রাচীন প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। মধ্যভারতে নাগোড় রাজ্যে বরহুৎ গ্রামের স্তূপে৩ এবং বুদ্ধগয়ায় মহাবোধিমন্দিরের বেষ্টনীর৪ এক একটি

---

(১) "In the table quoted from Manu, their classification represents something more than a mere theoretical enunciation of weights and values, and demonstrates a practical acceptance of a pre-existing order of things, precisely as the general tenor of the text exhibits of these weights of metal in full and free employment for the settlement of the ordinary dealings of men, in parallel currency with the copper pieces, whose mention, however, is necessarily more frequent, both as the standard and as the money of detail, amid a poor community.—E. Thomas.

—Numismata Orientalia, Vol. I., p. 36.

(২) "The most ancient coinage of India, which seems to have been developed independently of any foreign influence, follows the native system of weights as given in Manu."—Indian Coins, p. 2.

(৩) Cunningham, Stupa of Bharhut, p. 84. pl. LVII.

(৪) Cunningham's Mahābodhi, p. 13, pl. VIII. 8.

স্তম্ভ গাত্রে পাষাণে খোদিত দুইটি প্রাচীন চিত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই দুইখানিরই আখ্যান বস্তু এক। শ্রাবস্তীবাসী শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদ বৌদ্ধ সঙ্ঘের ব্যবহারের জন্য একটি উদ্যানবাটিকা নির্ম্মাণের চেষ্টা করিতেছিলেন। উদ্যানের জন্য তিনি যে ভূমি মনোনীত করিয়াছিলেন তাহা জেত নামক জনৈক রাজকুমারের সম্পত্তি। অনাথপিণ্ডদ জেতকে ভূমির মূল্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন যে, সুবর্ণ বিস্তৃত করিয়া ভূমি আচ্ছাদন করিলে তিনি উহা বিক্রয় করিতে পারেন। অনাথপিণ্ডদ অষ্টাদশ কোটি সুবর্ণখণ্ড দিয়া উক্ত ভূমি আচ্ছাদন করিয়া উহা ক্রয় করিয়াছিলেন। এই চিত্র দুইটিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কয়েকজন পরিচারক চতুষ্কোণ সুবর্ণমুদ্রা লইয়া ভূমি আচ্ছাদিত করিতেছে। বুদ্ধগয়ার চিত্রে দুইজন পরিচারক চতুষ্কোণ সুবর্ণমুদ্রা লইয়া ভূমি আচ্ছাদন করিতেছে ও তৃতীয় পরিচারক আধারে মুদ্রা লইয়া আসিতেছে। বরহুৎ গ্রামের চিত্রে একজন পরিচারক গোশকট হইতে মুদ্রা উঠাইতেছে, আর একজন তাহা আধারে বহন করিতেছে এবং অপর দুইজন তাহা ভূমিতে বিস্তৃত করিতেছে। উভয় চিত্রেই মুদ্রার আকার চতুষ্কোণ। এই দুইখানি চিত্রে যখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে অনাথপিণ্ডদের আদেশে জেতবনে বিস্তৃত সুবর্ণ চতুষ্কোণ মুদ্রা, তখন ইহা স্থির যে ভারতের সর্ব্বপ্রাচীন মুদ্রা আকারে চতুষ্কোণ[১] ছিল। সমগ্র ভারতে যে সমস্ত অঙ্কচিহ্নযুক্ত সুবর্ণ, রজত, বা তাম্র মুদ্রা, আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই চতুষ্কোণ। সুতরাং প্রাচীন পুরাণ বা ধরণ এবং এই সকল অঙ্কচিহ্নযুক্ত মুদ্রার একত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের বিশেষ কারণ নাই। উত্তরাপথে ও দক্ষিণাপথে এই জাতীয়

---

(১) বুদ্ধগয়ায় বজ্রাসনের নিম্নে এবং সাকিয় স্তূপে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুবর্ণ-মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সহস্র সহস্র রজত ও তাম্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকটে ইহা অঙ্কচিহ্ন যুক্ত (punch-marked) মুদ্রা নামে পরিচিত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করিতেন যে, প্রাচীন ভারতের মুদ্রা, বর্ণমালা, নাট্যকলা, এমন কি প্রস্তরশিল্প পর্যন্ত আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পরে গ্রীক্‌দেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছে। প্রাচীন ভারতের বর্ণমালা যে প্রাচীন গ্রীক বর্ণমালার রূপান্তর মাত্র একথা আর কেহই বলিতে সাহস করেন না। প্রাচীন ভারতের শিল্পের উৎপত্তি সম্বন্ধে এখনও মতদ্বৈধ আছে, কিন্তু তথাপি আলেক-জাণ্ডারের আক্রমণের পূর্ব্বে ভারতবাসিগণ শিলা তক্ষণ করিতে জানিত না একথা বলিতে কেহ ভরসা করেন না। বহুকাল পর্য্যন্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের বিশ্বাস ছিল যে, আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পরে ভারতে মুদ্রার ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ সার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম্ (Sir Alexander Cunningham) চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এই মতের ভিত্তিহীনতার প্রমাণ করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে ফরাসী পণ্ডিত বর্ণুফ এই জাতীয় মুদ্রা যে ভারতেরই মুদ্রা, অনুকরণ নহে, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। রোমক ঐতিহাসিক কুইণ্টস্ কর্টিয়স্ (Quintus Curtius) লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, জগদ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার তক্ষশিলা নগরে উপস্থিত হইলে উক্ত নগরীর দেশীয় রাজা তাঁহাকে ৮০ টালেণ্ট (talent) মূল্যের মুদ্রিত রৌপ্য (Signati Argenti) উপহার দিয়াছিলেন[১]। সুতরাং গ্রীক্ জাতির ভারতবর্ষে আগমনের পূর্ব্ব হইতেই এতদ্দেশে মুদ্রিত রৌপ্য বা রজত মুদ্রার প্রচলন ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে অধ্যাপক ডার্মস্‌টেটর (J. Darms-

(১) Coins of Ancient India, p. V.

teter) আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পরে প্রাচীন ভারতে মুদ্রার প্রচলন আরব্ধ হইয়াছিল,[১] এই কথা লিপিবদ্ধ করিয়া প্রতীচ্য জগতে উপহাসাস্পদ হইয়াছিলেন। সার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম্ (Sir Alexander Cunningham), ভিন্সেণ্ট এ, স্মিথ, (Vincent A. Smith), ই, জে, রেপসন (E. J. Rapson) প্রভৃতি বহুদর্শী মুদ্রা-তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের মতানুসারে আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পরে প্রাচীন ভারতে মুদ্রার প্রচলন হওয়া অসম্ভব, কারণ, তক্ষশিলারাজ আম্ভি (Omphis) আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের সময়েই তাঁহাকে বহু রজত মুদ্রা উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিলেন। এই সকল পণ্ডিতগণের মতানুসারে প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রা এতদ্দেশীয় তৌল-রীতি হইতে উদ্ভূত, কারণ, ভারতীয় মুদ্রার আকার প্রাচীন জগতের সমস্ত সভ্যজাতির মুদ্রার আকার হইতে বিভিন্ন। প্রতীচ্য জগতে সর্ব্বপ্রথমে লিডিয়া দেশে মুদ্রার প্রচলন আরম্ভ হইয়াছিল, এই মুদ্রা ক্ষুদ্র সুবর্ণ পিণ্ড মাত্র অথবা রজত-মিশ্রিত সুবর্ণ পিণ্ড। ক্রমে মানবসমাজে সততার অভাবে রাজগণ মুদ্রা নির্ম্মাণে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং মুদ্রার অকৃত্রিমতা প্রচার করিবার জন্য এই পিণ্ডাকৃতি মুদ্রার উপরে অঙ্কচিহ্ন মুদ্রণের প্রচলন আরব্ধ হইয়াছিল। প্রতীচ্য জগতের সকল দেশের মুদ্রাই এই পিণ্ডাকৃতি মুদ্রার অনুকরণে বা বিবর্ত্তনে উদ্ভূত হইয়াছে। ভারতীয় মুদ্রার উৎপত্তি অন্যরূপ। নাতিস্থূল রূপার পাত খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ রজত মুদ্রা নির্ম্মিত হইত; পরে বিশুদ্ধি জ্ঞাপনের জন্য এই সকল মুদ্রার একপার্শ্বে বা উভয়পার্শ্বে অঙ্কচিহ্ন মুদ্রাঙ্কন আরব্ধ হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রাঙ্কনবিধি প্রাচীন জগতের অন্যান্য সভ্য দেশের

(১) Journal Asiatique, 1892, p. 62.

মুদ্রাঙ্কনরীতি হইতে বিভিন্ন বলিয়াই বিদেশীয় পণ্ডিতগণ ভারতীয় মুদ্রাঙ্কন পদ্ধতিকে এতদ্দেশজাত বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই স্বতন্ত্র মুদ্রাঙ্কন পদ্ধতি উত্তরাপথের পদ্ধতি, কারণ, দক্ষিণাপথের প্রাচীন মুদ্রা, প্রাচীন প্রতীচ্য জগতের মুদ্রার ন্যায় গোলাকৃতি।

সম্প্রতি দেকুরদেমাঁসে নামক জনৈক ফরাসী পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পুরাণাদি মুদ্রা ভারতে মুদ্রাঙ্কিত পারসিক মুদ্রা। রৌপ্য পুরাণ এবং রৌপ্য দারিকে (দারা বা দরায়ুসের মুদ্রা) কোনই প্রভেদ নাই[১]।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এখন বলিয়া থাকেন যে, ভারতীয় বর্ণমালা ও প্রস্তর-শিল্প প্রাচীন ফিনিসিয় ও পারসিক জাতির নিকট হইতে প্রাপ্ত, সুতরাং প্রাচীন মুদ্রা সম্বন্ধেও যে এইরূপ মত প্রচারিত হইবে তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। অধ্যাপক দেকুরদেমাঁসের মত সম্প্রতি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের অন্যতম অধ্যক্ষ ডাক্তার ডি, বি, স্পুনার (Dr. D. B. Spooner) কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে[২]। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার (F. Max-Muller) বলিয়া গিয়াছেন যে, নিষ্ক শব্দ সংস্কৃত ভাষার কোন ধাতু হইতে উৎপন্ন নহে[৩]। অধ্যাপক টমাস অনুমান

---

(১) Nous crayons avoirdemotre que les punch-marked d' argent et de cuivre constituent simplement une variete hindoue du mounayage perse achemenide.

অনুবাদ :—"আমরা বিশ্বাস করি, আমরা দেখাইয়াছি যে অঙ্ক চিহ্নিত রজত এবং তাম্রমুদ্রা পারস্যের আখিমীয় মুদ্রার ভারতবর্ষীয় বিভাগ মাত্র।"

Notes Sur les anciennes monnaises de L' Inde,

—Journal Asiatique, 1912, p. 123.

(২) Journal of the Royal Asiatic Society, 1915, p. 411.

(৩) Nishka is a weight of gold or gold in general, and it has certainly no satisfactory etymology in Sanskrit.

—MaxMuller's History of Ancient Sanskrit Literature.

করিতেন যে, এই শব্দটি প্রাচীন হিব্রু ভাষার একটী ধাতু হইতে উৎপন্ন[১]। প্রাচীনকালে ভিন্ন ভিন্ন জাতির সংস্পর্শে প্রাচীন ভারতের ভাষায় বহু বিদেশীয় শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। কোন একটি মুদ্রার নাম যদি কোন বিদেশীয় ভাষা হইতে গৃহীত হইয়া থাকে তাহা হইলেই কি প্রমাণ হইবে যে, ভারতবাসিগণ প্রাচীনকালে যে বিদেশীয় জাতির ভাষা হইতে মুদ্রার নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই বিদেশীয় জাতির নিকটেই উক্ত মুদ্রার ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছিলেন? প্রাচীন ভারতবাসী ও ইরাণবাসী, ভাষাতত্ত্ববিদ্ ও নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মতানুসারে একই আর্য্যজাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখামাত্র, সুতরাং প্রাচীন ইরাণে ও প্রাচীন ভারতবর্ষে একই ধাতু ওজনের রীতি ও একই মুদ্রাঙ্কন পদ্ধতি প্রচলিত থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এই ওজনের রীতি অথবা মুদ্রাঙ্কন-পদ্ধতি ইরাণবাসী আর্য্যগণের নিজস্ব এবং তাঁহারা ভারত-বাসিগণ কর্ত্তৃক অবলম্বিত হইবার পূর্ব্ব হইতে ইহা ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন এই কথার যতদিন পর্য্যন্ত স্পষ্ট প্রমাণ না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত ধাতু-তৌলের রীতি এবং মুদ্রাঙ্কন-পদ্ধতি সম্বন্ধে ইরাণবাসীর নিকটে প্রাচীন ভারতবাসীর ঋণের কথা উল্লেখ করা সঙ্গত হইবে না।

গৌতম বুদ্ধের জন্মের বহু পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে মুদ্রার প্রচলন ছিল বৌদ্ধ সাহিত্যে তাহার বহু প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। জাতকমালার গল্পগুলি যে বুদ্ধের জন্মের পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই, কারণ ইহার কতকগুলি গল্প আর্য্যজাতির সাধারণ সম্পত্তি। বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে জাতকসমূহ বর্ত্তমান আকারে লিখিত হইয়াছিল, এই গুলিতে

---

(১) Ancient Indian Weights, pp. 16—17.

কার্ষাপণ বা কাহাপণ নামেরই ব্যবহার অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। অধ্যাপক রিজ্ ডেভিড্ (Rhys Davids) একটি প্রবন্ধে পালি সাহিত্যে মুদ্রার উল্লেখের দৃষ্টান্তগুলি একত্র করিয়াছেন[১]। একস্থানে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মথুরাবাসিনী গণিকা বাসবদত্তা পাঁচ শত পুরাণ গ্রহণ করিয়া আত্ম-বিক্রয় করিতেছেন[২]। বৌদ্ধ শাস্ত্রে মানব সমাজের দৈনন্দিন ঘটনাসমূহের বৃত্তান্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তৎকালে সুবর্ণ, পুরাণ, কাকিনী এবং কার্ষাপণ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। ফরাসী পণ্ডিত বর্ণুক্ তাঁহার "বৌদ্ধ ধর্ম্মের ইতিহাসের উপক্রমণিকা" (Introduction a l' Histoire de Bouddhisme) নামক গ্রন্থে প্রাচীন মুদ্রার উল্লেখের বহু উদাহরণ প্রদান করিয়াছেন।

পাণিনির সময়েও যে মুদ্রার প্রচলন ছিল "সিদ্ধান্ত-কৌমুদী"তেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার সূত্রে রূপ্য = রূপাদাহত শব্দের ব্যবহার আছে[৩]। এই সম্বন্ধে অধ্যাপক গোল্ডষ্টুকার বলেন যে পাণিনি তদ্ধিত প্রত্যয় "য" সম্বন্ধে বলিয়াছেন আহত অর্থে রূপ্য শব্দ, রূপ (আকার) হইতে "য" প্রত্যয়যোগে উৎপন্ন হইয়াছে। রূপ্য শব্দে মুদ্রিত আকার বিশিষ্ট মুদ্রা বুঝায়[৪]।

---

(১) On the Ancient Weights and Measures of Ceylon, pp. 1—13.

(২) Cunningham's Coins of Ancient India, p. 20.

(৩) সিদ্ধান্ত কৌমুদী, ৫.২।১১৯।

(৪) That Panini knew coined money is plainly borne out by his Sutra V. 2. 119, *rūpād ahata*......where he says "the word *rupya*, is in the sense of struck, (আহত) derived from *rupa*, 'form, shape,' with the *taddhita* affix *ya*, here implying possession, when *rupya* would literally mean 'struck (money), having a form."

—Numismata Orientalia, Vol. I. p. 39, note 3.

এই সকল প্রমাণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, খৃঃ পূঃ ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে পুরাণাদি মুদ্রার প্রচলন ছিল, সুতরাং খৃষ্টের জন্মের সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই সকল মুদ্রার উৎপত্তি হইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ইহাই মুদ্রাতত্ত্ববিদ্ কানিংহামের মত,[১] কিন্তু রেপসন[২] ও স্মিথ্[৩] অনুমান করেন যে, যে সময়ে জাতকের গল্পগুলি বর্ত্তমান আকারে লিখিত হইয়াছিল, সেই সময়েই পুরাণাদি মুদ্রার প্রচলন আরম্ভ হইয়াছিল। এই সকল মুদ্রা কতদিন পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। অনুমান হয় যে, খৃষ্টাব্দের আরম্ভ সময়ে পুরাণ, সুবর্ণ প্রভৃতি অঙ্কচিহ্নযুক্ত মুদ্রার প্রচলন রহিত হইয়াছিল। বুদ্ধগয়ার মন্দির-বেষ্টনী এবং বরহুৎ গ্রামের স্তূপ-বেষ্টনীতে অনাথপিণ্ডদ কর্ত্তৃক জেতবন ক্রয়ের যে দুইটি খোদিত লিপি (Bas-relief) আছে তাহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, তৎকালে অঙ্কচিহ্নযুক্ত মুদ্রাই ব্যবহৃত হইত। বরহুৎ গ্রামের স্তূপ ও বুদ্ধগয়ার মন্দির-বেষ্টনী খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। দুই বৎসর পূর্ব্বে প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সর্ব্বাধ্যক্ষ সার জন মার্শেল (Sir John Marshall) তক্ষশিলার ধ্বংসাবশেষ খননকালে দ্বিতীয় দিয়দাতের সুবর্ণ মুদ্রার সহিত বহু পুরাণ বা রজত কার্ষাপণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন[৪]। দ্বিতীয় দিয়দাতের আনুমানিক রাজ্যকাল খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীর শেষার্দ্ধ। কানিংহাম্ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, কতকগুলি দীর্ঘকাল ব্যবহৃত পুরাণ দ্বিতীয় আন্তিমাখ (Antimachos II), ফিলসিন (Philoxenos),

---

(১) Coins of Ancient India, p. 43.

(২) Indian Coins, p. 2.

(৩) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Vol. I., p. 135.

(৪) J. H. Marshall—Sketch of Indian Antiquities, Calcutta, 1914, p. 17.

লিসিয় (Lysius), আন্তিআলিকদ্ (Antialkidas), মেনন্দ্র (Menander) প্রভৃতি ভারতীয় যবন রাজগণের মুদ্রার সহিত আবিষ্কৃত হইয়াছিল[১]। এই সকল যবন বা গ্রীকরাজগণ খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। অতএব খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতেও যে ভারতে পুরাণের ব্যবহার ছিল ইহা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে। বুদ্ধগয়ায় মহাবোধিমন্দির মধ্যে বজ্রাসনের নিম্নে কানিংহাম্ হুবিষ্কের স্বর্ণ মুদ্রার সহিত একটি পুরাণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন[২]। সম্ভবতঃ বহুল প্রচার না থাকিলেও হুবিষ্কের সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে পুরাণের সামান্য প্রচলন ছিল। পাদ্রী লোবেনথাল বলেন যে, দক্ষিণাপথে পুরাণ অতি প্রাচীন কাল হইতে খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দী পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়াছিল[৩]। এই সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া অনুমান করিতে পারা যায় যে, পুরাণ স্বর্ণাদি প্রাচীন মুদ্রা খৃঃ পূঃ ১০ম শতাব্দী হইতে খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল।

খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে বাঙ্গালার সেনরাজগণের তাম্রশাসনসমূহে পুরাণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।—

(১) বল্লালসেনের তাম্রশাসন ;—...প্রত্যব্দং কপর্দ্দক-পুরাণ পঞ্চশতোৎপত্তিকঃ[৪]...।

(২) লক্ষ্মণসেনের সুন্দরবনের তাম্রশাসন ;

...অপসন্ত্বা সার্দ্ধকাকিনীদ্বয়াধিক ত্রয়োবিংশত্যম্মানোত্তর খাববকসমেতঃ ভূদ্রোণত্রয়াত্মকঃ সম্বৎসরেণ পঞ্চাশৎপুরাণোৎপত্তিকঃ[৫]...।

---

(১) Cunningham's Coins of Ancient India, p. 54.

(২) Cunningham's Mahabodhi, pl. XXII. 16-17.

(৩) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Vol. I. p. 135.

(৪) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৭শ ভাগ, পৃঃ ২৩৭।

(৫) রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৩য় সংস্করণ, পরিশিষ্ট খ, পৃঃ খ ও গ।

(৩) লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়ার তাম্রশাসন :—…সংবৎসরেণ কপর্দ্দক-পুরাণশতিকোৎপত্তিকং[১] …।

(৪) লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগরের তাম্রশাসন :—

.. শতৈকাত্মকসংবৎসরেণ কপর্দ্দকাষ্টষষ্টি পুরাণাধিক শতমূলাকা[২] …।

(৫) লক্ষ্মণসেনের তর্পনদীঘির তাম্রশাসন ;—…সংবৎসরেণ কপর্দ্দক-পুরাণ সার্দ্ধশতৈকোৎপত্তিকো[৩] …।

(৬) বিশ্বরূপসেনের মদনপাড় তাম্রশাসন ;—…দ্বাত্রিংশৎ পুরাণোত্তর চ শ্রীশতিক…১৩২ [৪]।

রৌপ্যের পাত কাটিয়া তাহার উভয় পার্শ্বে একটি একটি করিয়া অনেকগুলি অঙ্কচিহ্ন মুদ্রিত হইত। কি কারণে তাহা বলিতে পারা যায় না, মুদ্রার একই দিকে অধিকাংশ অঙ্কচিহ্নগুলি মুদ্রিত হইত, অপর দিকে অনেক পুরাণে অঙ্কচিহ্ন থাকিত না, থাকিলেও সেগুলির সংখ্যা অতি অল্প। উভয় দিকে অঙ্কচিহ্নের সংখ্যা সমান এরূপ মুদ্রা অতীব বিরল। এই সকল অঙ্কচিহ্নের উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কানিংহাম্‌প্রমুখ মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে, বণিকগণ একবার পরীক্ষিত মুদ্রা পুনরায় চিনিয়া লইবার জন্য এইরূপ চিহ্নাঙ্কন করিত। পরবর্ত্তী কালে বাঙ্গালায় স্বাধীন মুসলমান নরপতিগণের রজতমুদ্রাসমূহে এইরূপ অঙ্কচিহ্ন (punch mark বা shroff mark) দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের অন্যতম অধ্যক্ষ ডাক্তার স্পুনারের মতানুসারে পুরাণের অঙ্কচিহ্নগুলি ঐ সকল মুদ্রা যে যে নগরে মুদ্রিত হইয়াছিল

(১) ঐতিহাসিক চিত্র, ১ম পর্য্যায়, পৃঃ ২৯০।
(২) রংপুর সাহিত্য-পরিষদ্-পত্রিকা, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ১৩১।
(৩) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৭শ ভাগ, পৃঃ ১৩৯।
(৪) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1896, pl., I., p. 13.

সেই সেই নগরের চিহ্ন বা লাঞ্ছন[১]। ভূ-তত্ত্ববিদ্ থিওবোল্ড এই সকল অঙ্ক চিহ্নের বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন[২]। থিওবোল্ড তিন শতের অধিক ভিন্ন ভিন্ন অঙ্কচিহ্নের মধ্যে ৯৬টি মুদ্রার এক পার্শ্বে ২৮টি অপর পার্শ্বে এবং অপর ১৫টি উভয় পার্শ্বে দেখিতে পাওয়া যায়। থিওবোল্ড অঙ্ক চিহ্নগুলিকে ছয়ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন :—

১ মনুষ্যমূর্ত্তি।

২ অস্ত্রশস্ত্র ও মনুষ্যনির্ম্মিত দ্রব্যাদি।

৩ পশ্বাদি।

৪ বৃক্ষশাখা ও ফলমূলাদি।

৫ শৌর শৈব অথবা প্রাচীন জ্যোতিষ্কমণ্ডলী উপাসনার সাঙ্কেতিক চিহ্নসমূহ।

৬ অজ্ঞাত।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে প্রাচীন স্বর্ণ বা নিষ্ক অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। পুরাণ বা ধরণ এবং কার্ষাপণের আকার বিবিধ, সম বা অসম চতুষ্কোণ অথবা গোলাকার। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে বিদেশীয় জাতির সংস্পর্শে আসিয়া ভারতবাসিগণ গোলাকার মুদ্রা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন[৩]।

---

(১) Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1905-6, p. 155.

(২) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1890, pt. I., p. 151.

(৩) The cutting of circular blanks from a metal sheet being a more troublesome process than snipping strips into short lengths. The circular coins are presumably a later invention than the rectangular ones—V. A. Smith.

—Catalogue of Coins in the Indian Museum, Vol. I., p. 124.

প্রসিদ্ধ মুদ্রাতত্ত্ববিদ্ ভিন্সেণ্ট এ, স্মিথ্ প্রাচীন পুরাণ, কার্ষাপণ আদি মুদ্রা সমূহকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন !—

(১) চতুষ্কোণ দণ্ড, (Solid ingot)। বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত এই জাতীয় তিনটিমাত্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

(২) বক্রদণ্ড, (bent bar)। বোধ হয় রৌপ্যদণ্ড বাঁকাইয়া মুদ্রা প্রস্তুত করিলে কেহ উহা হইতে রৌপ্য খণ্ড কাটিয়া লইতে পারিবে না বলিয়া এই প্রথা অবলম্বিত হইয়াছিল।

(৩) সম বা অসম চতুষ্কোণ। এই জাতীয় মুদ্রাই প্রচুর পরিমাণে আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত স্মিথ্ ইহাকে চারিটি উপবিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন :—

(ক) ইহার একদিকে বহু অঙ্কচিহ্ন আছে, কিন্তু অপর দিকে কোন চিহ্ন নাই।

(খ) ইহাতে একদিকে একটি ও অপর দিকে বহু অঙ্কচিহ্ন আছে।

(গ) ইহাতে একদিকে দুইটী ও অপরদিকে বহু অঙ্কচিহ্ন আছে।

(ঘ) ইহাতে একদিকে তিন বা ততোধিক ও অপরদিকে বহু অঙ্কচিহ্ন আছে।

(৪) গোলাকার মুদ্রা, ইহাতেও তিনটি উপবিভাগ আছে :—

(ক) ইহার একদিকে একটিও অঙ্কচিহ্ন নাই, কিন্তু অপরদিকে বহু অঙ্কচিহ্ন আছে।

(খ) ইহাতে একদিকে একটি ও অপরদিকে বহু অঙ্কচিহ্ন আছে।

(গ) ইহাতে একদিকে দুই বা ততোধিক ও অপরদিকে বহু অঙ্কচিহ্ন আছে।

শ্রীযুক্ত স্মিথ্ কার্ষাপণ বা কাহাপণ নামক প্রাচীন মুদ্রাও দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন :—

(১) সম বা অসম চতুষ্কোণ মুদ্রা।

(২) গোলাকার মুদ্রা।

প্রত্যেক বিভাগে দুইটি করিয়া উপবিভাগ আছে :—

(ক) ইহাতে একদিকে অঙ্কচিহ্ন নাই, কিন্তু অপর দিকে বহু অঙ্কচিহ্ন আছে।

(খ) ইহাতে একদিকে এক বা ততোধিক ও অপর দিকে বহু অঙ্কচিহ্ন আছে।

বিজ্ঞ বহুদর্শী মুদ্রাতত্ত্ববিদ্ সার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম্ নিগমচিহ্ন নামক মুদ্রা আবিষ্কার করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন১। নিগম অর্থে শ্রেষ্ঠী বা সার্থবাহগণের সভা (Trade Guild) বুঝায়। এই জাতীয় মুদ্রা চতুষ্কোণ ও ছাঁচে ঢালা। ইহাতে প্রাচীন ব্রাহ্মী বা খরোষ্ঠী অক্ষরে "নেগমা" এবং "দোজক" লিখিত থাকে। প্রাচীন পুরাণ এবং কাষাপণ প্রাচীন ও আধুনিক জগতের অন্যান্য জাতির মুদ্রার ন্যায় রাজকর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক অঙ্কিত মুদ্রা নহে। শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায় রাজার অনুমতি অনুসারে প্রয়োজনমত এই জাতীয় মুদ্রা প্রস্তুত করাইতেন২।

---

(১) Rapson's Indian Coins, p. 3; Buhler, Indian Studies, iii., p. 49; Cunningham, Coins of Ancient India, p. 59, pl. III., 8—12.

(২) "It is clear that the punch-marked coinage was a private coinage issued by Guilds and silver-smiths with the permission of the Ruling Powers".

—Catalogue of Coins in the Indian Museum, Vol. I., p. 133.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রাচীন ভারতে বিদেশীয় মুদ্রা।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবাসিগণ বাণিজ্যের জন্য বিদেশে গমন করিতেন এবং বিদেশীয় বণিকগণ ভারতবর্ষে আসিতেন। প্রাচীন কালে বিদেশীয় বাণিজ্যের তিনটি পথ ছিল, ইহার মধ্যে একটি স্থলপথ ও অপর দুইটি জলপথ। আর্য্যাবর্ত্তের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত হইতে ভারতীয় বণিকগণ অশ্ব ও উষ্ট্র পৃষ্ঠে পণ্যদ্রব্য লইয়া বাহ্লীক (Balkh), উত্তরকুরু মধ্য এসিয়া, ইরাণ বা ঐরাণ অর্থাৎ বর্ত্তমান পারস্য দেশ এবং বাবিরুষ বা বভেরু অর্থাৎ বাবিলন পর্য্যন্ত গমন করিতেন। স্বার্থবাহগণ স্বদেশজাত পণ্যের পরিবর্ত্তে ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে সেই সকল দেশের সুবর্ণ ও রজত মুদ্রা স্বদেশে আনয়ন করিতেন। জলপথ দুইটির মধ্যে আরব সাগরের পথই প্রধান ছিল। এই পথে ভারতীয় বাণিজ্যপোত সমূহ বাবিরুষ, মিশর ও আফ্রিকার পূর্ব্বপ্রান্তের দেশ সমূহে গমনাগমন করিত এবং ভারতবর্ষে জাত পণ্যের পরিবর্ত্তে বিদেশীয় সুবর্ণ ও রজত মুদ্রা এতদ্দেশে আনয়ন করিত। রোমক সাম্রাজ্যের চরম উন্নতির সময়ে বর্ষে বর্ষে ভারতজাত পণ্যের পরিবর্ত্তে লক্ষ লক্ষ রোমক সুবর্ণমুদ্রা ভারতে প্রেরিত হইত। আরবজাতির মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণের সময় পর্য্যন্ত আরব সাগরে ভারতীয় বণিকগণের অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতেও গুজরাট ও মহারাষ্ট্র দেশের বাণিজ্যপোত সমূহ মিশরে ও আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলে

গমনাগমন করিত। ভারতীয় পণ্যের পরিবর্ত্তে যে সমস্ত বিদেশীয় স্বুবর্ণ-মুদ্রা ভারতবর্ষে আসিত, লিডিয়া দেশের স্বুবর্ণ ও রজতমিশ্রিত শ্বেতধাতুর (White metal) মুদ্রা তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পঞ্জাবে বন্নুজেলায় সিন্ধুনদের পশ্চিম উপকূলে লিডিয়ারাজ ক্রিসাসের (Croesus) একটি স্বুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ২৪-পুর জেলার সন্তঃপুষ্করিণী গ্রামের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর এই মুদ্রাটি ক্রয় করিয়াছেন। লিডিয়ারাজ ক্রিসাসের মুদ্রাসমূহ জগতের সর্ব্বপ্রাচীন মুদ্রাসমূহের মধ্যে অন্যতম[১]। ইহার এক পৃষ্ঠে একটি বৃষ ও একটি সিংহের মুখ আছে ও অপর পৃষ্ঠে একটি ক্ষুদ্র ও আর একটি বৃহৎ অঙ্কচিহ্ন (punch mark) আছে। প্রাচীন প্রাচ্য জগতে দুইপ্রকার স্বুবর্ণমুদ্রা প্রচলিত ছিল, এক প্রকার বাবিরুষের রীতি (Babylonian Standard) অনুসারে নির্ম্মিত ও অপর প্রকার যাবনিক রীতি (Attic Standard) অনুসারে নির্ম্মিত। বাবিরুষীয় রীতির স্বুবর্ণ মুদ্রার ওজন ১৬৮ গ্রেণ, শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী মহাশয়ের মুদ্রাটি ১৬৮·৭৫ গ্রেণ। সুতরাং ইহা বাবিরুষীয় রীতি অনুসারে নির্ম্মিত মুদ্রা। রায়চৌধুরী মহাশয় মুদ্রাটি সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষার জন্য আমার নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই জাতীয় মুদ্রা ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না এবং এইরূপ মুদ্রা ভারত-

---

(১) According to Herodotus the earliest stamped money was made by the Lydians—Coins of Ancient India, p. 3.

The earliest coinage of the ancient world would appear chiefly to have been of silver and electrum; the latter metal being confined to Asia Minor, and the former to Greece and India. Some of the Lydian Staters of pale gold may be as old as Gyges.

—Ibid, p. 19.

বর্ষের কোন চিত্রশালাতেই নাই। অপর মুদ্রার অভাবে আমি অধ্যাপক হিলের (G. F. Hill) "ঐতিহাসিক গ্রীক মুদ্রা সমূহ"[১] এবং অধ্যাপক গার্ডনারের (Percy Gardner) "আলেকজাণ্ডারের পূর্ব্বে এসিয়ার স্বর্ণ-মুদ্রা [২]" নামক গ্রন্থদ্বয়ে প্রদত্ত ক্রিসাসের স্বর্ণমুদ্রার বিবরণ ও চিত্র দেখিয়া স্থির করিয়াছিলাম যে, রায়চৌধুরী মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত মুদ্রাটি অকৃত্রিম। লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজের অধ্যাপক প্রসিদ্ধ মুদ্রাতত্ত্ববিদ্ ব্রাউনের (C. J. Brown) নিকটে এই মুদ্রার চিত্র ও রায়চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধ প্রেরিত হইয়াছিল। অধ্যাপক ব্রাউনও এই মুদ্রা কৃত্রিম বলিয়া সন্দেহ করেন নাই। খৃষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে এসিয়া মহাদেশে লিডিয়া দেশের মিশ্রধাতু ও স্বর্ণ মুদ্রাই বাণিজ্যের জন্য ব্যবহৃত হইত। খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫৪৬ অব্দে লিডিয়ারাজ ক্রিসাস পারসিকরাজ খুরুষ (Cyrus) কর্তৃক পরাজিত হইলে লিডিয়া দেশের স্বাধীনতা লোপ হয় এবং সেই সময় হইতে প্রাচ্যজগতে দারিক (Daric) এবং সিগ্লোস্ (Siglos) নামক স্বর্ণ ও রজতমুদ্রা নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হয়। রায়চৌধুরী মহাশয় অনুমান করেন যে, তৎকর্তৃক সংগৃহীত মুদ্রাটি ৩২৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে জগদ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পূর্ব্বে কোন সময়ে ভারতবর্ষে আনীত হইয়াছিল[৩]।

খৃষ্ট পূর্ব্ব পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তস্থিত প্রদেশগুলি পারসিক সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। তখন খুরুষ (Cyrus), দরিয়াবুষ (Darius) প্রভৃতি হখামানিষীয় (Achae

---

(১) G. F. Hill's Historical Greek Coins, p. 18, pl. I. 7.

(২) Percy Gardner's Gold Coins of Asia before Alexander the Great, p. 10, pl. I. 5.

(৩) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Vol. X., 1914, p. 487.

menian) বংশীয় পারসিক সম্রাট্‌গণের অধিকার পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর হইতে পূর্ব্বে পঞ্চনদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তখন বর্ত্তমান আফগানিস্থান উত্তরাপথের একটি প্রদেশ বলিয়া গণ্য হইত। পারস্যরাজের ভারতীয় অধিকারগুলির শাসনভার তিনজন ক্ষত্রপের (Satrap) উপরে ন্যস্ত ছিল এবং ভারতীয় অধিকার হইতে পারসিক সম্রাট্ বার্ষিক ৩৬০ ট্যালেণ্ট (Talent) ওজনের সুবর্ণমুদ্রা রাজস্ব পাইতেন। এই সময়ে পারসিক সাম্রাজ্যের ভারতীয় প্রজাবর্গ শাসনকর্ত্তৃগণের নিকট দুইটি বিষয় শিক্ষালাভ করিয়াছিল :—

(১) খরোষ্ঠী লিপি, ইহা বর্ত্তমান পারসিক লিপির ন্যায় দক্ষিণ হইতে বাম দিকে লিখিত হইত, এবং (২) প্রাচীন পারসিক মুদ্রার ব্যবহার।

পারসিক অধিকার কালে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তস্থিত প্রদেশ সমূহে যে পারসিক মুদ্রা ব্যবহৃত হইত তাহার প্রমাণের অভাব নাই। ভারতীয় প্রদেশ সমূহে প্রচলিত অনেক পারসিক সুবর্ণ ও রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুবর্ণমুদ্রাগুলি ভারতেই মুদ্রিত হইত[১]। এই গুলির মূল্য দুই ষ্টেটর (Stater)। রৌপ্যমুদ্রাগুলিতে (Sigloi) প্রাচীন ভারতীয় পুরাণ বা ধরণের ন্যায় অঙ্কচিহ্ন (punch mark) দেখিতে পাওয়া যায়। মুদ্রাতত্ত্ববিদ্ কানিংহামের মতানুসারে এই চিহ্নগুলি ভারতীয় নহে, কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ এই জাতীয় দুই একটি মুদ্রায় অঙ্কচিহ্নে ভারতীয় ব্রাহ্মী বা খরোষ্ঠী অক্ষর মুদ্রিত আছে। ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত প্রাচীন পারসিক মুদ্রায় অঙ্কচিহ্ন দেখিয়া অধ্যাপক রেপসন অনুমান করেন যে পারসিক অধিকার কালে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তস্থিত প্রদেশসমূহে পুরাণ ও পারসিক রজতমুদ্রা

---

(১) E. Babelon—Les Perses Achaemenides, pp. XI, XX. 16.

উভয়ই একসময়ে ব্যবহৃত হইত[১]। এই জাতীয় মুদ্রাসমূহে একটি মুদ্রায় ব্রাহ্মী "যো" ও আর একটি মুদ্রায় খরোষ্ঠী "গ" দেখিতে পাওয়া যায়[২]। অধ্যাপক রেপসন সর্ব্বসমেত বারটি খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী অক্ষর এই জাতীয় মুদ্রায় আবিষ্কার করিয়াছেন[৩]। অনুমান হয় যে গোলাকার পুরাণগুলি পারসিক অধিকারকালে বিদেশীয় মুদ্রার অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

রোমক সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়কালে লক্ষ লক্ষ রোমদেশীয় সুবর্ণ, রজত ও তাম্রমুদ্রা ভারতবর্ষে আনীত হইত। এখনও উত্তরাপথের ও দক্ষিণাপথের নানাস্থানে সময়ে সময়ে রোমদেশের বহু সুবর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়া থাকে[৪]। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে উড়িষ্যায় রোমক সম্রাট্ হাড্রিয়ানের একটি সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। রোমক সাম্রাজ্যের অধঃপতনের কালে আরব সমুদ্রপথে ভারতীয় বণিকগণের বাণিজ্য হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় জলপথটি বঙ্গোপসাগরের পথ, এই পথে বাঙ্গালী, উড়িয়া এবং দ্রাবিড়ী বণিকগণ বাণিজ্যব্যপদেশে ব্রহ্ম, মলয় উপত্যকা, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া ঐ সকল দেশে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই পথে বিদেশীয় মুদ্রা ভারতবর্ষে আসিত না বটে, কিন্তু প্রাচ্যজগতে অতি বিস্তীর্ণ ভারতীয় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল।

অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রাচীন পারসিক মুদ্রার সহিত গ্রীসদেশের আথেন্সনগরের পেচকমূর্ত্তিযুক্ত মুদ্রা সমূহ প্রাচ্যজগতে বাণিজ্যে ব্যবহৃত

---

(১) Indian Coins, p. 3.

(২) Ibid. pl. I, 3—4.

(৩) Journal of the Royal Asiatic Society, 1895, p. 875.

(৪) শ্রীযুক্ত সিউয়েল ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত রোমক মুদ্রার তালিকা সঙ্কলন করিয়াছেন। Journal of the Royal Asiatic Society, 1904, pp. 591—673.

হইয়া আসিতেছিল। ক্রমে আথেন্সের অবস্থার অবনতির সহিত প্রাচ্য-জগতে এই জাতীয় মুদ্রার অভাব হইতে থাকে, এবং অনুমান ৩২২ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে আথেন্সনগরের মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। এই সময় হইতে প্রাচ্যজগতে এই জাতীয় মুদ্রা নির্ম্মাণ আরব্ধ হইয়াছিল। ভারতে নির্ম্মিত এই জাতীয় মুদ্রার কতকগুলি আথেন্সের মুদ্রার অনুকরণ মাত্র। মানবের স্বভাব সহজে পরিবর্ত্তিত হয় না, এই কারণে আথেন্সের পেচকাঙ্কিত মুদ্রার অভাব হইলে প্রাচ্য বণিকসমাজ নূতন প্রকারের মুদ্রা ব্যবহার না করিয়া চিরাভ্যস্ত পেচকমূর্ত্তিযুক্ত মুদ্রার অনুকরণ আরম্ভ করিয়াছিলেন[১]। ভারতবর্ষে এই মুদ্রার যে অনুকরণ হইয়াছিল তাহার কতকগুলিতে পেচকের পরিবর্ত্তে শ্যেনের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়[২]। খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর সপ্তম দশকে জগদ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন তখন স্বভূতি নামক জনৈক রাজা পঞ্চনদে রাজত্ব করিতেন[৩]। স্বভূতি আথেনীয় মুদ্রার অনুকরণে যে রজতমুদ্রা মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন তাহার একদিকে শিরস্ত্রাণ-পরিহিত রাজার মস্তক ও অপর দিকে কুক্কুট মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। এইসকল মুদ্রায় গ্রীকভাষায় স্বভূতির (Sophytes) নাম লিখিত আছে[৪]। আলেকজাণ্ডারের নামাঙ্কিত কতকগুলি চতুষ্কোণ তাম্র মুদ্রা ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই

---

(১) B. V. Head, Catalogue of Greek Coins in the British Museum, Attica, pp. XXXI—XXXII, Athens, Nos, 267-276a —Nos, 267—276 a, pl. VII, 3—10.

(২) Rapson's Indian Coins, p. 3, pl. I. 7.

(৩) V. A. Smith, Early History of India, 3rd Edition, pp. 80—90.

(৪) V. A. Smith, Catalogue of Coins in the Indian Museum. Vol. I. p. 7, pl. I. 1—3.

জাতীয় মুদ্রা অতীব দুর্লভ[১]। আলেকজাণ্ডারের অন্যতম সেনাপতি সিলিউক (Seleucus) ৩০৬ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে মৌর্য্য সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের অধিকার আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইয়াছিলেন এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তস্থিত তিনটি প্রদেশের অধিকার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সময় হইতে সিরিয়ার সিলিউকবংশীয় রাজগণের সহিত মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত, বিম্বিসার ও অশোক প্রভৃতি সম্রাট্গণের বিবাদ হয় হয় নাই বলিয়া অনুমান হয়। মেগাস্থিনিস্ (Megasthenes), দায়িমাখোস্ (Daimachos) প্রভৃতি গ্রীকরাজদূতগণের পাটলিপুত্রনগরে অবস্থান এবং অশোকের কতকগুলি শিলালিপিতে আন্তিয়োক (Antiochos), তুরময় (Ptolemy), মক (Magas of Cyrene), আলিকসুদর (Alexander of Epirus) প্রভৃতি গ্রীকরাজগণের নাম উল্লেখ হইতে পূর্ব্বোক্ত কথা অনুমান হয়। প্রথম সিলিউক (Seleukos Nikator), প্রথম অন্তিয়োক (Antiochos Theos), দ্বিতীয় আন্তিয়োক (Antiochos II), তৃতীয় আন্তিয়োক (Antiochos Magnus), ও দ্বিতীয় সিলিউক (Seleukos Kallinikos) এই রাজচতুষ্টয়ের বহু রজতমুদ্রা ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সিরিয়ার সিলিউকবংশীয় রাজগণের বিশাল সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপরে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে পারস্যদেশে পারদ রাজ্য ও বাহ্লীকে প্রথম দিয়দাতের গ্রীকরাজ্য সর্ব্বপ্রধান। পারস্যের পারদরাজ্য খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্য্যন্ত স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ

(১) Rapson's Indian Coins, p. 4.

হইয়াছিল। এক সময়ে পারদবংশীয় রাজগণ উত্তরাপথে স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের ভারতীয় মুদ্রা যথাস্থানে বিবৃত হইবে। প্রতিবর্ষে পঞ্জাবে, আফগানিস্থানে ও সিন্ধুদেশে পারদ রাজগণের বহু সুবর্ণ ও রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়া থাকে।

এককালে মধ্য এসিয়ায় যে ভারতবাসিগণের বিস্তৃত উপনিবেশ ছিল এবং ভারতীয় সভ্যতার একটি স্বতন্ত্র কেন্দ্র ছিল তাহা ষ্টাইন্ (Sir Marc Aurel Stein), গ্রনবেডেল (Grunwedel) প্রমুখ পণ্ডিতগণের চেষ্টায় প্রমাণ হইয়াছে। মধ্য এসিয়ার মরুভূমিতে বালুকারাশিতে প্রোথিত শত শত গ্রাম ও নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইতেছে। এই সকল ধ্বংসাবশেষ মধ্যেই ভারতবর্ষ ও চীনদেশের সীমান্তস্থিত প্রদেশ সমূহের প্রাচীন মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। মধ্য এসিয়ার কাশগর প্রদেশে আবিষ্কৃত কতকগুলি মুদ্রায় খরোষ্ঠী অক্ষরে ভারতীয় প্রাকৃত ভাষায় এবং চীনদেশীয় অক্ষরে চীনভাষায় খোদিতলিপি আছে। চীনদেশীয় অক্ষরে মুদ্রার মূল্য বা পরিমাণের কথা এবং খরোষ্ঠী অক্ষরে রাজার নাম লিখিত আছে। এই জাতীয় মুদ্রা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হইলেও, অনেক আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, একটিতেও রাজার নাম সম্পূর্ণরূপে পাঠ করিতে পারা যায় নাই[১]।

খৃষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে সিলিউক বংশীয় রাজগণের অধীন বাহ্লীক (Bactria) দেশের শাসনকর্ত্তা দিয়দাত (Diodotos) বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় দিয়দাত সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। দিয়দাতের নামাঙ্কিত

---

(১) Rapson's Indian Coins, p. 10; Terrien de LaCouperie, Comptes rendus de L' Academie des Inscriptions, 1890, p. 338; Gardner, Numismatic Chronicle, 1879, p. 274.

কতকগুলি স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু এইগুলি প্রথম দিয়দাতের মুদ্রা কি দ্বিতীয় দিয়দাতের মুদ্রা তাহা নির্ণয় করিবার কোন উপায় অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রথম দিয়দাত মৌর্য্যসম্রাট্ অশোকের রাজ্যকালের মধ্যভাগে বাহ্লীকে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তৎপুত্র দ্বিতীয় দিয়দাত অশোকের রাজ্যকালের শেষভাগে অথবা তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে বাহ্লীকের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। অশোকের মৃত্যুর পরেই ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তস্থিত প্রদেশগুলি মৌর্য্যবংশীয় নরপালগণের অধিকারচ্যুত হইয়াছিল। অনুমান হয়, দ্বিতীয় দিয়দাত কপিশা, উদ্যান ও গান্ধার জয় করিয়া পঞ্চনদের পশ্চিমাংশ হস্তগত করিয়াছিলেন, কারণ, সিন্ধু নদের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত তক্ষশিলা নগরীর ধ্বংসাবশেষ মধ্যে প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সর্ব্বাধ্যক্ষ (Director-General) সার জন মার্শেল (Sir John Marshall) দিয়দাতের কতকগুলি স্বর্ণ মুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছেন। দিয়দাতের নামাঙ্কিত এক প্রকারের স্বর্ণ মুদ্রা, দুই প্রকারের রজত মুদ্রা ও এক প্রকারের তাম্র মুদ্রা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মুদ্রাতত্ত্ববিদ্গণকর্ত্তৃক আকারানুসারে রজত মুদ্রা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ। বৃহদাকার রজত মুদ্রায় দুইটি উপবিভাগ আছে। প্রথম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে রাজার মুখ ও অপরদিকে বজ্রহস্তে জুপিটারের (Jupiter) মূর্ত্তি, একটি ঈগলপক্ষী ও পুষ্পমালা দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় প্রকারে মাল্যের পরিবর্ত্তে চন্দ্রকলা ও ক্ষুদ্রতর ঈগলপক্ষীর মূর্ত্তি আছে[১]। ক্ষুদ্র রজত মুদ্রাগুলি দুষ্প্রাপ্য নহে, কিন্তু দিয়দাতের তাম্রমুদ্রাগুলি অতীব দুষ্প্রাপ্য। তাম্র মুদ্রাগুলির একদিকে জুপিটারের মস্তক ও অপরদিকে দেবী

---

(১) Catalogue of Coins in the British Museum, Greek and Scythic Kings of Bactria and India, p. 3., pl. I. 5—7.

আর্ত্তমিসের মূর্ত্তি এবং একটি কুক্কুর আছে; দেবীর হস্তে উল্কা ও পৃষ্ঠে তূণ[১]। মুদ্রাগুলিতে গ্রীক ভাষায় ও অক্ষরে দিয়দাতের নাম আছে। এই মুদ্রাগুলি প্রথম দিয়দাতের কি দ্বিতীয় দিয়দাতের সে বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। শ্রীযুক্ত ভিন্সেণ্ট এ. স্মিথ (Vincent A. Smith) বলেন যে, মুদ্রাগুলি দ্বিতীয় দিয়দাতের[২], কিন্তু মৃত অধ্যাপক গার্ডনারের মতানুসারে এইগুলি প্রথম দিয়দাতের মুদ্রা[৩]। সিলিউকবংশীয় সম্রাট্ তৃতীয় আন্তিয়োক (Antiochos III. Magnus) যখন পৈত্রারাজ্য উদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বাহ্লীক ও পারদ রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন ইউথিদিম (Euthydemos) নামক জনৈক রাজা বাহ্লীকে তাঁহার গতিরোধ করিয়াছিলেন। ইউথিদিম দ্বিতীয় দিয়দাতকে পরাজিত করিয়া বাহ্লীক অধিকার করিয়াছিলেন। আন্তিয়োক তাঁহাকে পরাজিত করিলে তিনি দূতমুখে জেতাকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, যাহারা তাঁহার পিতৃগণের রাজ্যকালে বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিল তিনি তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া বাহ্লীক রাজ্য অধিকার করিয়াছেন; বাহ্লীকের উত্তর সীমান্তে শকজাতি সদাসর্ব্বদা যবনরাজ্য আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, তিনি যদি আত্মরক্ষার জন্য এই সকল বর্ব্বরজাতির নিকট সাহায্য ভিক্ষা করেন তাহা হইলে তাহারা সানন্দে সাহায্য করিবে, কিন্তু গ্রীকরাজ্যে শকজাতি একবার প্রবেশাধিকার পাইলে কখনও স্বদেশে ফিরিতে চাহিবেনা এবং তাহা হইলে এসিয়া খণ্ডে গ্রীক সাম্রাজ্যের বিষম বিপদ উপস্থিত হইবে। আন্তিয়োক ইউথিদিমকে স্বাধীন রাজা স্বীকার করিয়া তাঁহার পুত্রের

---

(১) B. M. C., pl. I., 9.
(২) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Vol. I. p. 7.
(৩) British Museum Catalogue of Indian Coins.
—Greek and Scythic Kings of Bactria and India, p. 3.

সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক পলিবিয়স (Polybios) এই সকল ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইউথিদিমের সুবর্ণ, রজত ও তাম্রমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইঁহার সুবর্ণমুদ্রা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য; ইউথিদিমের একটিমাত্র সুবর্ণ মুদ্রা লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। ইহার একদিকে রাজার মূর্ত্তি ও অপরদিকে দণ্ডহস্তে জুপিটারের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়[১]। ইউথিদিমের রজত মুদ্রা দ্বিবিধ; প্রথম প্রকারে একদিকে রাজার প্রৌঢ় বয়সের মূর্ত্তি ও অপরদিকে শিলাখণ্ডে আসীন দণ্ড হস্তে হার্কিউলিসের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে দুইটি উপবিভাগ আছে। প্রথম উপবিভাগে হার্কিউলিসের হস্তের দণ্ড শিলার উপরে ন্যস্ত আছে, কিন্তু দ্বিতীয় উপবিভাগে দণ্ড তাঁহার জানুর উপরে রক্ষিত আছে। উভয়বিধ মুদ্রাই আকারে অতি ক্ষুদ্র; এই জাতীয় বৃহদাকার মুদ্রা দেখিতে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়বিধ মুদ্রায় রাজার বৃদ্ধ বয়সের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এই জাতীয় মুদ্রা অতীব দুষ্প্রাপ্য, লণ্ডনের ব্রিটিস মিউজিয়মে উহার দুইটি মাত্র নিদর্শন রক্ষিত আছে[২]। ইউথিদিমের তাম্রমুদ্রা দ্বিবিধ। প্রথম প্রকারে একদিকে হার্কিউলিসের মূর্ত্তি ও অপরদিকে নৃত্যপরায়ণ অশ্ব দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় প্রকারে একদিকে গ্রীকদেবতা আপোলোর (Apollo) মস্তক ও অপরদিকে ত্রিপদ বেদী দেখা যায়। ইউথিদিমের নামাঙ্কিত কতকগুলি অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য রজত মুদ্রায় রাজার তরুণ বয়সের মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। অধ্যাপক গাডনারের মতে এইগুলি দ্বিতীয় ইউথিদিমের মুদ্রা। প্রথম ইউথিদিমের সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ ছিল তাহা জানিতে পারা যায় নাই। অধ্যাপক গার্ডনার অনুমান করেন যে, ইনি দিমিত্রিয়ের পুত্র ও প্রথম

---

(১) B. M. C. p. 4; pl. I.—10.

(২) Ibid, p. 5, Nos. 13—14.

ইউথিদিমের পৌত্র ১। অধ্যাপক গার্ডনারের গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পরে দ্বিতীয় ইউথিদিমের আর তিন প্রকার মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে এক প্রকার নিকেল নিৰ্ম্মিত। পাশ্চাত্য রসায়নবিত্থাবিদ্‌গণ খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে নিকেল আবিষ্কার করিয়াছিলেন, ২ কিন্তু ভারতীয় গ্রীকরাজগণের নিকেল নির্ম্মিত কতিপয় মুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়ায় ৩ প্রমাণ হইতেছে যে উহা পুনরাবিষ্কার মাত্র, কারণ প্রাচ্যজগতে অতি প্রাচীনকাল হইতে নিকেল নামক ধাতুর ব্যবহার ছিল। তাহা না হইলে দ্বিতীয় ইউথিদিম ও দিমিত্রিয় কথনই প্রায় বিশুদ্ধ নিকেল হইতে মুদ্রা নিৰ্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইতেন না। দ্বিতীয় ইউথিদিমের নিকেল নির্ম্মিত মুদ্রার একদিকে আপোলোর মুখ ও অপর দিকে ত্রিপদ বেদী দেখিতে পাওয়া যায় ৪। দ্বিতীয় ইউথিদিমের নব আবিষ্কৃত তাম্র মুদ্রার দুইটি বিভাগ আছে। প্রথম বিভাগের তাম্র মুদ্রা সর্ব্বাংশে নিকেল নিৰ্ম্মিত মুদ্রার অনুরূপ ৫। দ্বিতীয় বিভাগের তাম্র মুদ্রার একদিকে হাকিউলিসের মূৰ্ত্তি ও অপরদিকে একটি অশ্বের মূৰ্ত্তি আছে ৬।

প্রথম ও দ্বিতীয় ইউথিদিমের মুদ্রাসমূহ ভারতীয় গ্রীকরাজগণের গ্রীস দেশীয় তৌলের রীতি অনুসারে নিৰ্ম্মিত মুদ্রা। ইউথিদিমের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রীকরাজগণ কেহই ভারতীয় ধাতু-তৌলের নিয়মানুসারে মুদ্রাঙ্কন করেন নাই। প্রথম ইউথিদিমের পুত্র দিমিত্রিয় সর্ব্ব প্রথমে তাঁহার মুদ্রায়

---

(১) B.M.C. p. 18; pl. III, 3—6.

(২) Numismatic Chronicle—1868 p. 307.

(৩) Ibid p. 308.

(৪) Catalogue of Coins in the Punjab Museum, Lahore. by R. B. Whitehead, Vol. 1, p. 14.

(৫) Ibid. p. 15, Nos. 32—33.

(৬) Ibid. No. 34.

ভারতীয় ভাষায় নিজ নাম অঙ্কিত করাইয়াছিলেন এবং গ্রীক তৌলের রীতির পরিবর্ত্তে পারসিক রীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। দিমিত্রিয়ের পরবর্ত্তী পন্তলেব (Pantaleon) ও অগথুক্লেয় (Agathocles) নামক রাজদ্বয় সর্ব্বপ্রথমে ভারতীয় তৌলের প্রথানুসারে মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে অঙ্কচিহ্ন যুক্ত মুদ্রা দ্বিবিধ, চতুষ্কোণ ও গোলাকার। মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, অন্যান্য বিদেশীয় জাতির সংস্পর্শে আসিয়া ভারতবাসিগণ গোলাকার পুরাণ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য জগতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মুদ্রা গোলাকার, এইজন্য অনুমান হয় যে, বাবিরুষীয়, ফিনিসিয় প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যজাতির সংস্পর্শে আসিয়া ভারতবাসিগণ বাণিজ্যের সুবিধার জন্য গোলাকার পুরাণ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই সময় পর্য্যন্ত প্রাচীন ভারতের মুদ্রার আকার পরিবর্ত্তিত হইলেও সম্ভবতঃ অন্য কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। মুদ্রায় রাজার নাম কি অপর কোন লিপি থাকিত না। গ্রীকজাতির সংস্পর্শে আসিয়া ভারতবাসিগণ মুদ্রার অন্য পরিবর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে সর্ব্বপ্রথমে ভারতীয় মুদ্রায়, ভারতীয় ভাষায় রাজার উপাধি ও নামাঙ্কন-প্রণালী প্রচলিত হইয়াছিল। ভারতের গ্রীক-রাজগণ যেমন এতদ্দেশীয় ধাতুতৌলের রীতি অবলম্বন করিয়া মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ করিয়াছিলেন, প্রাচীন ভারতীয় রাজগণ বা জাতিগণ সেইরূপ গোলাকার মুদ্রায় নিজ নিজ নামাঙ্কন আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী অধ্যায়দ্বয়ে খৃষ্টপূর্ব্ব শেষ দুই শতাব্দী ও খৃষ্টাব্দের প্রথম দুই শতাব্দীতে প্রাচীন ভারতে প্রচলিত দেশীয় ও বিদেশীয় মুদ্রাঙ্কন-রীতির অনুকরণে মুদ্রিত দেশীয় ও বিদেশীয় রাজগণের মুদ্রার বিবরণ প্রদত্ত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিদেশীয় মুদ্রার অনুকরণ।

(ক) গ্রীকরাজগণের মুদ্রা।

ভারতীয় মুদ্রা-তত্ত্বের সহিত প্রাচীন ভারতের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের প্রথমাবস্থায় একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে যখন সর্ব্ব প্রথমে ভারতবর্ষে ভারতীয় গ্রীকরাজগণের মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়, তখন পাশ্চাত্য পণ্ডিত সমাজে দেশব্যাপী আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। এই সকল মুদ্রায় গ্রীক ভাষায় লিখিত রাজার নামের পার্শ্বে ভারতীয় প্রাকৃত ভাষায় খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী অক্ষরে রাজার নাম লিখিত আছে। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে রাজস্থান প্রণেতা কর্ণেল টড্ রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির কার্য্য-বিবরণীতে আপলদত ও মেনন্দ্রের মুদ্রার চিত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে পাশ্চাত্য জগতের সমস্ত দেশে ভারতীয় গ্রীকরাজগণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরব্ধ হইয়াছিল। ফরাসী দেশে রোচেত (Raoul Rochette), জর্ম্মানীতে লাসেন (Lassen), ইংলণ্ডে উইলসন্ (H. H. Wilson) ও ভারতবর্ষে প্রিন্সেপ (James Prinsep), গ্রীকরাজগণের মুদ্রাতত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। এই অনুসন্ধানের ফলে ভারতবর্ষে প্রিন্সেপ এবং জর্ম্মানীতে লাসেন একই সময়ে প্রাচীন ভারতীয় ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী বর্ণমালার পাঠোদ্ধার সাধন করিয়া-

ছিলেন। ইহাই অধুনা-প্রসিদ্ধ ভারতীয় প্রত্নলিপি-তত্ত্বের (Palaeography) আরম্ভ [১]।

যে সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে ভারতীয় গ্রীক্‌রাজগণের মুদ্রা-তত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ভারতীয় প্রত্ন-তত্ত্ব বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ (Director General) সার আলেক্‌জাণ্ডার কানিংহামের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় গ্রীক্‌রাজগণের মুদ্রা সম্বন্ধে কানিংহামের প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সময় হইতে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত (১৮৯২ খৃঃ) কানিংহাম্ ভারতীয় মুদ্রা-তত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন। প্রাচ্যে 'আলেক্‌জাণ্ডারের উত্তরাধিকারিগণের মুদ্রা' নাম দিয়া কানিংহাম্ ১৮৬৮—১৮৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাই গ্রীক্, শক এবং পারদরাজগণের মুদ্রা-তত্ত্ব সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক আলোচনা[২]। এই সকল প্রবন্ধ কালধর্ম্মে অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তথাপি ভারতীয় গ্রীক্‌রাজগণের মুদ্রাতত্ত্বালোচনার ইতিহাস কেবল এই সকল প্রবন্ধেই পাওয়া যায়[৩]। কানিংহাম্ প্রায় ৬০ বৎসর ভারতে বাস

---

(১) Palaeographyর পরিবর্ত্তে পূর্ব্বে অক্ষর-তত্ত্ব নাম ব্যবহার করিতাম, কিন্তু এই নামটি Palaeographyর সম্পূর্ণ অর্থব্যঞ্জক নহে বলিয়া শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়কে ইহার নূতন নামকরণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনিই 'প্রত্ন-লিপি-তত্ত্ব' নাম দিয়াছেন।

(২) Numismatic Chronicle ; Coins of Alexander's Successors in the East, 1868–70, 1872—73 ; Coins of the Indo-Scythians, 1888—90, 1892 ; Coins of the later Indo-Scythians, 1893-94.

(৩) এতদ্ব্যতীত উইলসনের Ariana Antiqua, রোচেতের Journal des Savants নামক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী এবং গার্ডনার রচিত ব্রিটিশ মিউজিয়মের মুদ্রার তালিকায় এই জাতীয় মুদ্রাতত্ত্বালোচনার ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে।

করিয়াছিলেন এবং এই সময়ের মধ্যে তিনি সহস্র সহস্র প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কানিংহাম্ কর্ত্তৃক সংগৃহীত ভারতীয় গ্রীক্‌রাজগণের মুদ্রাগুলি এখন লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। এই জাতীয় মুদ্রার এমন সুন্দর সংগ্রহ পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। কানিংহামের পরে জর্ম্মান পণ্ডিত ভন্ সালে (Von Sallet) বাহ্লীক ও ভারতের গ্রীক্‌রাজগণের মুদ্রা সম্বন্ধে জর্ম্মান ভাষায় একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন[১]। বর্ত্তমান কালে কেম্ব্রিজের অধ্যাপক রেপসন (E. J. Rapson), ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট্ স্মিথ, এবং ভারতীয় মুদ্রা-তত্ত্ব-সমিতির (Numismatic Society of India) সম্পাদক হোয়াইটহেড্ (R. B. Whitehead) এই জাতীয় মুদ্রা-তত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণার জন্য বিখ্যাত। রেপসন 'ভারতীয় মুদ্রা' নামক গ্রন্থে এবং রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় অনেক প্রবন্ধে ভারতীয় গ্রীক্‌রাজগণের মুদ্রা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন[২]। ভিন্সেণ্ট্ স্মিথ্ কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধে[৩] এবং কলিকাতার সরকারী চিত্রশালার তালিকায় এই জাতীয় মুদ্রা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হোয়াইটহেড্ কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির

---

(১) Nachfolger Alexander der Grossen in Baktrien und Indien, Zeitschrift fur Numismatik, 1879—83.

(২) Notes on Indian Coins and Seals, Journal of the Royal Asiatic Society, 1900—05; Coins of the Greco-Indian Sovereigns, Agathocleia and Strato I, Soter and Strato II, Philopator.

(৩) Numismatic Notes and Novelties, Journal of the Asiatic Society of Bengal—old series, Part. I, 1890.

পত্রিকার নব-পর্য্যায়ে এবং নব-প্রকাশিত লাহোর চিত্রশালার তালিকায়[১] এই বিষয়ে অসাধারণ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

কানিংহাম্ ও ভন্ সালে ভারতীয় গ্রীক্‌রাজগণকে আলেক্‌জাণ্ডারের উত্তরাধিকারী নামে অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইঁহাদিগের সহিত আলেক্‌জাণ্ডারের সম্বন্ধ অতি সামান্য। আলেক্‌জাণ্ডার ভারতবর্ষের কোন অংশ স্থায়িভাবে অধিকার করিতে পারেন নাই। তাঁহার সেনাপতি সিলিউক পাশ্চাত্য এসিয়াখণ্ডে যে বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, বাহ্লীক তাহারই অন্তর্ভুক্ত ছিল, এবং বাহ্লীক-বাসী যবন বা গ্রীক্‌গণ ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়াছিলেন। মুদ্রা-তত্ত্ববিদ্ হোয়াইট্‌হেড অনুমান করেন যে, ইউথিদিম বাহ্লীক হইতে আফ্‌গানিস্তান এবং উত্থান ও গান্ধার জয় করিয়াছিলেন[২]; কিন্তু, সম্ভবতঃ দিয়দাতের সময়েই ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল গ্রীক্‌রাজগণের হস্তগত হইয়াছিল, কারণ সিন্ধুনদের পূর্ব্বপারে তক্ষশিলা নগরীর ধ্বংসাবশেষ মধ্যে দিয়দাতের অনেকগুলি স্বর্ণ মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে[৩]। ইউথিদিমের পুত্র দিমিত্রিয়ের সময় হইতে গ্রীক্‌রাজ-গণের মুদ্রায় ভারতীয় ভাষায় ও অক্ষরে রাজার নাম এবং উপাধি দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই সময় হইতেই প্রাচীন ভারতীয় প্রথানুসারে ৮০ রতি ওজনের (১৪০ গ্রেণ) চতুষ্কোণ তাম্র মুদ্রার প্রচলন আরম্ভ হইয়াছিল[৪]।

(১) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal —New Series, Vols. I—XI, Numismatic Supplement.

(২) Catalogue of Coins in the Panjab Museum, Lahore, Vol. I, p. 4.

(৩) A Sketch of Indian Archaeology, by Sir John Marshall, C.I.E., p. 17.

(৪) Catalogue of Coins in the Punjab Museum, Lahore, Vol. I., p 14.

এই সকল কারণে ইউথিদিমের পুত্র দিমিত্রিয় হইতে হেরময় (Hermaios) পর্য্যন্ত গ্রীক্‌রাজগণকে ভারতবর্ষের গ্রীক্ জাতীয় রাজা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। অদ্যাবধি নিম্নলিখিত গ্রীক্‌রাজগণের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে —

	(ভারতীয় লিখন প্রণালী)	গ্রীক্ নাম
১	অর্খেবিয়	Archebios
২	অগথুক্রেয়	Agathokles
৩	অগথুক্রেয়া	Agathokleia
৪	অমিত	Amyntas
৫	আংতিঅলিকিদ	Antialkidas
৬	আর্ত্তিমিদোর	Artemidoros
৭	আন্তিমখ	Antimachos
৮	আপলদত	Apollodotos
৯	আপুলফিন	Apollophanes
১০	এপন্দ্র	Epander
১১	এবুক্রতিদ	Eukratides
১২	ষোইল	Zoilos
১৩	তেলিফ	Telephos
১৪	থেউফিল	Theophilos
১৫	দিঅনিসিয়	Dionysios
১৬	দিয়মেদ	Diomedes
১৭	নিকিয়	Nikias
১৮	পন্তলেব	Pantaleon
১৯	পলসিন	Polyxenos

২০	পেউকলঅ	Peukelaos
২১	[প্লত]	Plato
২২	ফিলসিন	Philoxenos
২৩	মেনন্দ্র	Menander
২৪	লিসিঅ	Lysius
২৫	স্ত্রত	Strato
২৬	হিপুস্ত্রত	Hippostratos
২৭	হেরময়	Hermaios
২৮	হেলিয়ক্রেয়	Heliokles

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, দিমিত্রিয় প্রথম ইউথিদিমের পুত্র এবং সিলিউক বংশীয় সিরিয়ারাজ তৃতীয় আন্তিয়োকের জামাতা। ইনি সর্ব্বপ্রথমে প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রার অনুকরণে চতুষ্কোণ তাম্র মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন এবং গ্রীক্ খরোষ্ঠী অক্ষরে নিজের নাম ও উপাধি মুদ্রাঙ্কিত করাইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবো ও জাষ্টিন তাঁহাকে ভারতবর্ষের রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই সময়ে শকগণ বার বার বাহ্লীক আক্রমণ করিয়া গ্রীক্‌রাজগণকে আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত করিয়াছিলেন। প্রথম ইউথিদিম তৎকালীন চীন সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত বাহ্লীকরাজ্যের অধিকার ভোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর অল্পকাল পরেই বক্ষুনদীর উত্তর-তীরস্থ ভূভাগ শকজাতি কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। দিমিত্রিয়ের সহিত এবুক্রতিদ (Eukratides) নামক জনৈক গ্রীক্‌রাজার দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ হইয়াছিল এবং দিমিত্রিয় অবশেষে রাজ্যচ্যুত ও তাড়িত হইয়াছিলেন। প্রতীচ্য ঐতিহাসিক জাষ্টিন এই যুদ্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। দিমিত্রিয়ের রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার রৌপ্য মুদ্রা দ্বিবিধ, প্রথম প্রকারের রৌপ্য মুদ্রায়

একদিকে রাজার মুখ ও অপরদিকে হার্কিউলিসের যৌবনকালের মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। দ্বিতীয় প্রকারের রজত মুদ্রায় হার্কিউলিসের মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে গ্রীক্‌দেবতা পালাসের (Pallas) মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় মুদ্রা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য এবং একটি মাত্র কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। দিমিত্রিয়ের ছয় প্রকার তাম্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম প্রকারের তাম্র মুদ্রায় একদিকে শিরস্ত্রাণ-পরিহিত রাজার মূর্ত্তি অপর দিকে পক্ষযুক্ত বজ্র খোদিত আছে[১]। এই জাতীয় মুদ্রা চতুষ্কোণ এবং ইহাতেই সর্ব্বপ্রথমে খরোষ্ঠী অক্ষরে রাজার নাম ও উপাধি লিখিত হইয়াছিল। লাহোরের চিত্রশালায় এই জাতীয় একটি মাত্র মুদ্রা আছে, তাহাতে খরোষ্ঠী অক্ষরে ও প্রাকৃত ভাষায় "মহারজস অপরজিতস দিমে [ত্রিয়স] বা দেমেত্রিয়ুস" লিখিত আছে। দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় একদিকে সিংহচর্ম্ম-পরিহিত হার্কিউলিসের মুখ ও অপর দিকে গ্রীক্ দেবতা আর্ত্তেমিসের (Artemis) মূর্ত্তি আছে[২]। শ্রীযুক্ত স্মিথ্ বলেন যে, এই জাতীয় মুদ্রা নিকেল ধাতুতেও নির্ম্মিত হইত[৩]। তৃতীয় প্রকারের মুদ্রায় একদিকে রাক্ষস-মুখযুক্ত ঢাল বা চর্ম্ম ও অপর দিকে একটি ত্রিশূল খোদিত আছে[৪]। চতুর্থ প্রকারের মুদ্রায় একদিকে হস্তিমুণ্ড ও অপর দিকে গ্রীক্ দেবতা মার্কারির (Mercury) হস্তস্থিত দণ্ডবিশেষ (Caduceus) অঙ্কিত আছে[৫]। পঞ্চম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে

---

(১) Punjab Museum Catalogue, Lahore, p. 14, No. 26.

(২) Ibid, p. 13, Nos. 22—25; British Museum Catalogue, p. 7, Nos. 13—14; Indian Museum Catalogue, Vol. I, p. 9, No. 6.

(৩) Ibid, Note 1.

(৪) Ibid, Vol. I, p. 9, No. 7; B. M. C. p. 7, No. 14.

(৫) Panjab Museum Catalogue, Vol. I, p. 13, No. 21; B. M. C. p. 7, No. 16.

রাজার মুখ ও অপর দিকে শূল ও চর্ম্মহস্তে পালাসের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়[১]। ষষ্ঠ প্রকারের মুদ্রাতেও একদিকে রাজার মুখ ও অপরদিকে উপবিষ্ট পালাসের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়[২]। এবুক্রদিত দিমিত্রিয়কে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন[৩]। কানিংহাম্ অনুমান করেন যে, এবুক্রতিদ খৃষ্ট পূর্ব্ব ১৯০ অব্দে রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন, কারণ পারদ-(Parthia) রাজ মিথ্রদাত[৪] (Mithradates) বাবিরুষরাজ টিমার্কাস্ (Timarchus)[৫] তাঁহার মুদ্রার অনুকরণ করিয়াছিলেন। এবুক্রতিদ প্রথমে দিমিত্রিয়কে পরাজিত করিয়া বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে ক্রমে ক্রমে অনেক প্রদেশ তাঁহার অধিকারচ্যুত হইয়াছিল। পারদ-রাজ দ্বিতীয় মিথ্রদাত দুইটি প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন[৬] এবং প্লেটো নামক (Plato) জনৈক বিদ্রোহী শাসনকর্ত্তা স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া নিজনামে মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ করিয়াছিলেন[৭]। এই মুদ্রাগুলি কোন অব্দের ১৪৭ বর্ষে অঙ্কিত হইয়াছিল। মুদ্রা-তত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, ৩১২ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ হইতে সিরিয়ারাজ সিলিউক কর্ত্তৃক প্রচলিত অব্দ এই মুদ্রায় ব্যবহৃত হইয়াছে। এই অনুমান সত্য হইলে এই মুদ্রাগুলি ১৬৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে অঙ্কিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এবুক্রতিদের পিতার নাম হেলিয়-

---

(১) Ibid, p. 163, pl. XXX, 1.

(২) Ibid, pl. XXX, 2.

(৩) British Museum Catalogue of Indian Coins, Greek and Scythic Kings of Bactria and India, p. xxv.

(৪) Percy Gardner, Parthian Coinage, p. 32, pl. II, 4.

(৫) British Museum Catalogue of Indian Coins, Greek and Scythian Kings of Bactria and India, p. xxvi.

(৬) Ibid, p. xxvi ; Strabo, XI, 11.

(৭) Ibid, p. xxvi.

ক্লিয় (Heliokles) এবং তাঁহার মাতার নাম লাওডিকি (Laodike)। একটি অপূর্ব্ব মুদ্রায় এই নামগুলি জানিতে পারা গিয়াছে[১]। এবুক্রতিদের রজত ও তাম্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার রজতমুদ্রা ত্রিবিধ। প্রথম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে রাজার মুখ ও অপর দিকে গ্রীক্‌দেবতা আপোলোর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়[২]। এই জাতীয় মুদ্রায় খরোষ্ঠী খোদিত-লিপি নাই। দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় আপোলোর মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে দুইটি পিণ্ড (pilei of the diosvuai) আছে, এবং প্রত্যেক পিণ্ডের পার্শ্বে এক একটি তাল বৃক্ষের শাখা আছে[৩]। ইহাতেও খরোষ্ঠী খোদিত-লিপি নাই। তৃতীয় বিভাগের একদিকে রাজার মূর্ত্তি ও অপর দিকে দুইটি অশ্বারোহী অঙ্কিত আছে। ইহা দ্বিবিধ। প্রথম বিভাগে গ্রীক্‌ অক্ষরে Baibus Eukratidon' লিখিত আছে[৪]। কিন্তু দ্বিতীয় বিভাগে 'Megalou' শব্দটি পূর্ব্বোক্ত শব্দ-দ্বয়ের মধ্যে লিখিত আছে[৫]। এই জাতীয় একটি সুবর্ণের বৃহদাকার মুদ্রা (twenty stater piece) এককালে মধ্য এসিয়ার বোখারা নগরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল[৬]। উহা এক্ষণে পারিসে ফরাসী জাতির জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে[৭]। এবুক্রতিদের কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য মুদ্রায় গ্রীক্‌ ও খরোষ্ঠী উভয় বর্ণমালায় রাজার নাম ও উপাধি লিখিত আছে।

---

(১) Catalogue of Coins in the Punjab Museum, Lahore, p. 6; . BM. C., p. xxi.

(২) P. M. C. p. 19, No. 60; I. M. C., Vol. I, p. 11.

(৩) Ibid; P. M. C., Vol. I, p. 21, Nos. 71—76.

(৪) Ibid, p. 20, Nos. 61—63.

(৫) Ibid, p. 20, Nos. 64—70; I. M. C., Vol. I, p. 11.

(৬) Revue Numismatique, 1867, p. 382, pl. XII.

(৭) Catalogue of Coins in the Punjab Museum, Vol. I, p. 5.

এই কয় জাতীয় রজত মুদ্রা ভিন্ন এবুক্রতিদের কতকগুলি ঈষৎ বিভিন্ন আকারের রজত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, এইগুলি অতীব দুষ্প্রাপ্য। কানিংহাম্ এইগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মুদ্রা-তত্ত্ববিদ্ হোয়াইট হেড্ এইগুলির সংক্ষিপ্ত তালিকা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন[১]। সচরাচর এবুক্রতিদের পাঁচ প্রকার তাম্র মুদ্রা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে রাজার মুখ ও অপর দিকে দুইটি অশ্বারোহী মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার দুইটি উপবিভাগ আছে; প্রথম উপবিভাগের মুদ্রা গোলাকার এবং ইহাতে কেবল গ্রীক্ অক্ষরে রাজার নাম ও উপাধি লিখিত আছে[২]। দ্বিতীয় উপবিভাগের মুদ্রা চতুষ্কোণ এবং ইহাতে গ্রীক্ ও খরোষ্ঠী উভয় বর্ণমালাই ব্যবহৃত হইয়াছে[৩]। দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় একদিকে শিরস্ত্রাণ-পরিহিত রাজার মুখ ও অপর দিকে গ্রীক্ বিজয়া দেবীর (Nike) মূর্ত্তি আছে[৪]। তৃতীয় প্রকারের মুদ্রায় একদিকে শিরস্ত্রাণ-পরিহিত রাজার মুখ ও অপর দিকে সিংহাসনে উপবিষ্ট জুপিটারের মূর্ত্তি আছে[৫]। এই জাতীয় মুদ্রায় খরোষ্ঠী অক্ষরে লিখিত আছে 'কবিশিয়ে নগর দেবতা'[৬]। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, জুপিটার কপিশার নগর দেবতারূপে পূজিত হইতেন। চতুর্থ প্রকারের মুদ্রায় একদিকে রাজার মুখ ও অপর দিকে

(১) Catalogue of coins in the Punjab Museum, Lahore, p. 27.

(২) Ibid, p. 22, Nos. 81--86; I. M. C., Vol. I, p. 12, Nos. 14—16.

(৩) Ibid, pp. 22—25, Nos. 87—129; I. M. C., Vol. I, pp. 12—13, Nos. 17—28.

(৪) Ibid, p. 13, No. 30; P. M. C., Vol. I, p. 26, No. 130.

(৫) Ibid, p. 26. No. 131.

(৬) J. Marquart, Eranshahr, pp. 280—81; Journal of the Royal Asiatic Society, 1905, pp. 783—86.

তালবৃক্ষের দুইটি শাখা অঙ্কিত আছে ১। এই তিন প্রকারের মুদ্রা চতুষ্কোণ এবং ইহাতে গ্রীক ও খরোষ্ঠী উভয় বর্ণমালাই ব্যবহৃত হইয়াছে। কানিংহাম কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত পঞ্চম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে রাজার মুখ ও অপরদিকে আপোলোর মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে২।

পন্তলেব, অগথুক্লেয় এবং আন্তিমখ নামক রাজত্রয়ের মুদ্রা মুদ্রা-তত্ত্ববিদ্‌গণের মতানুসারে এবুক্রতিদের মুদ্রা অপেক্ষা প্রাচীন ৩। পন্তলেব ও অগথুক্লেয় তক্ষশিলার প্রাচীন কার্ষাপণের অনুকরণে গুরু-ভার চতুষ্কোণ তাম্র মুদ্রা মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন ৪। ইঁহাদিগের এই জাতীয় মুদ্রায় গ্রীক্ ও ব্রাহ্মী অক্ষরে রাজার নাম ও উপাধি খোদিত আছে ৫। পন্তলেবের নিকেল ও তাম্র নির্ম্মিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। নিকেল নির্ম্মিত মুদ্রায় এক দিকে দিয়নিসিয়সের (Dionysos) মুখ ও অপর দিকে একটি ব্যাঘ্রের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় ৬। পন্তলেবের তাম্র মুদ্রা দ্বিবিধ। প্রথম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে মুকুট-পরিহিত রাজার মুখ ও অপর দিকে সিংহাসনে উপবিষ্ট জুপিটারের মূর্ত্তি আছে ৭। নিকেল ও প্রথম প্রকারের তাম্র মুদ্রায় কেবল গ্রীক্ ভাষার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় প্রকারের তাম্র মুদ্রা চতুষ্কোণ, ইহাতে এক-দিকে নৃত্যপরায়ণা রমণী মূর্ত্তি ও অপর দিকে সিংহ বা ব্যাঘ্রের মূর্ত্তি আছে।

---

(১) P. M. C., Vol. I, p. 26, No. 132.
(২) Ibid, p. 27, No. vii.
(৩) Rapson's Indian Coins, p. 6.
(৪) I. M. C., Vol. I. p. 3—4; Cunningham, Archaeological Survey Reports, Vol. XIV, p. 18, pl. X.
(৫) Rapson's Indian Coins, p. 6.
(৬) P. M. C., Vol. I. p. 16.
(৭) Ibid,

এই জাতীয় মুদ্রায় গ্রীক ও ব্রাহ্মী উভয় বর্ণমালাতেই রাজার নাম ও উপাধি লিখিত আছে [১]।

অগথুক্লেয়ের রৌপ্য, নিকেল ও তাম্র নির্ম্মিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। রৌপ্য মুদ্রা চতুর্ব্বিধ, চারি প্রকারেই কেবল গ্রীক্ ভাষার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে আলেকজাণ্ডারের মূর্ত্তি ও নাম এবং অপর দিকে সিংহাসনে উপবিষ্ট জুপিটারের মূর্ত্তি ও অগথুক্লেয়ের নাম আছে [২]। দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় একদিকে দিয়দাতের মুখ ও নাম, এবং অপর দিকে বজ্রনিক্ষেপোদ্যত জুপিটারের মূর্ত্তি এবং অগথুক্লেয়ের নাম আছে [৩]। তৃতীয় প্রকারের মুদ্রায় একদিকে ইউথিদিমের মুখ ও নাম এবং অপর দিকে প্রস্তর খণ্ডে উপবিষ্ট নগ্ন হার্‌কিউলিসের মূর্ত্তি ও অগথুক্লেয়ের নাম আছে [৪]। চতুর্থ প্রকারের মুদ্রায় একদিকে রাজার মুখ এবং অপর দিকে জুপিটার ও মস্তকত্রয়-যুক্ত হেকেটের (Hecate) মূর্ত্তি আছে [৫]। অগথুক্লেয়ের এক প্রকারের নিকেল মুদ্রা মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা সর্ব্বাংশে পন্তলেবের নিকেলের মুদ্রার অনুরূপ [৬]। অগথুক্লেয়ের চারি প্রকারের তাম্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম প্রকারের মুদ্রা গোলাকার এবং ইহার একদিকে দিয়নিসিয়সের (Dionysos) মুখ ও অপর দিকে ব্যাঘ্রের মূর্ত্তি আছে [৭]। এই জাতীয় মুদ্রায় কেবল গ্রীক ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে।

---

(১) P. M. C. Vol. I, Nos. 37—40.
(২) B. M. C., p. 10, No. 1 ; P. M. C., Vol. I, p. 16, No. 41.
(৩) B. M. C. p. 10, No. 2.
(৪) Ibid, No. 3.
(৫) Ibid, Nos. 4—5 ; P. M. C., Vol. I, p. 17, No. 42.
(৬) Ibid, Nos. 43—44.
(৭) B. M. C. p. 11, No. 8.

দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় একদিকে নৃত্যপরায়ণা রমণী মূর্ত্তি ও অপর দিকে ব্যাঘ্রের মূর্ত্তি আছে এবং ইহাতে গ্রীক্ ও ব্রাহ্মী উভয় বর্ণমালাতেই রাজার নাম ও উপাধি লিখিত আছে [১]। তৃতীয় প্রকারের মুদ্রায় এক দিকে সুমেরু পর্ব্বত ও অপর দিকে একটি বৌদ্ধ (?) চিহ্ন আছে [২]। এই জাতীয় মুদ্রায় কেবল একদিকে খরোষ্ঠী অক্ষরে 'হিতজসমে' লিখিত আছে। জগদ্বিখ্যাত প্রত্ন-তত্ত্ববিদ্ ডাঃ বুলারের মতানুসারে ইহার অর্থ 'হিতযশের আধার'; গ্রীক্ ভাষায় ইহাই 'Agathocles' শব্দের অর্থ [৩]। চতুর্থ প্রকারের মুদ্রায় একদিকে সুমেরু পর্ব্বত এবং খরোষ্ঠী অক্ষরে 'অকথুক্রেয়' ও অপর দিকে বোধিবৃক্ষ (?) আছে। শেষোক্ত তিন প্রকারের মুদ্রাই চতুষ্কোণ [৪]।

আন্তিমখের তিন প্রকারের রজত মুদ্রা ও এক প্রকারের তাম্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। আন্তিমখ নামধারী দুইজন রাজার মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া মুদ্রা-তত্ত্ববিদ্গণ ইঁহাকে প্রথম আন্তিমখ নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইঁহার মুদ্রাসমূহে কেবল গ্রীক্ ভাষার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম প্রকারের রজত মুদ্রায় একদিকে দিয়দাতের মুখ ও নাম এবং অপর দিকে বজ্রক্ষেপণোদ্যত জুপিটারের মূর্ত্তি ও আন্তিমখের নাম আছে [৫]। দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় একদিকে ইউথিদিমের মুখ ও নাম এবং অপর দিকে আন্তিমখের

(১) Ibid, p. 11, Nos. 9—14; P. M. C., Vol. I, p. 17. Nos. 45—50; I. M. C., Vol. I, p. 10, Nos. 1—3.

(২) P. M. C., Vol. I, p. 18, No. 51.

(৩) Vienna Oriental Journal, Vol. VIII, 1894, p. 206.

(৪) P. M. C., Vol. I, p. 18, Nos. 52—53; B. M. C., p. 12 No. 15.

(৫) Ibid, p. 19.

নাম আছে ১। তৃতীয় প্রকারের মুদ্রায় একদিকে রাজার মুখ ও অপর দিকে গ্রীস দেশের বরুণ দেবতার (Poseidon) মূর্ত্তি আছে ২। আন্তিমখের তাম্র মুদ্রা গোলাকার এবং ইহার একদিকে হস্তী ও অপর দিকে বিজয়াদেবীর মূর্ত্তি আছে ৩।

প্রত্ন তত্ত্ববিদ্‌গণের মতানুসারে হেলিয়ক্রেয় বাহ্লীকের শেষ গ্রীক্ রাজা এবং ইহার সময়েই বাহ্লীকে গ্রীক্‌রাজ্য লোপ হইয়াছিল ৪। এই সময় পর্য্যন্ত গ্রীক্‌রাজগণের সমস্ত রজত মুদ্রা গ্রীস্‌দেশীয় তৌলের রীতি (Attic Standard) অনুসারে নির্ম্মিত ৫। কিন্তু হেলিয়ক্রেয় স্বয়ং এবং তাঁহার পরবর্ত্তী রাজগণ গ্রীস্ দেশীয় রীতির পরিবর্ত্তে পারস্য দেশের তৌলের রীতি অবলম্বন করিয়া মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন। মুদ্রা-তত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন যে, হেলিয়ক্রেয় এবুক্রেতিদের পুত্র এবং তিনি পিতার মৃত্যুর পরে বাহ্লীকের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন ৬। হেলিয়ক্রেয় যে বাহ্লীক পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, মুদ্রা-তত্ত্ববিদ্‌গণ তাহার প্রমাণ তাঁহার মুদ্রাতেই দেখিতে পান। হেলিয়ক্রেয়ের কতকগুলি মুদ্রা গ্রীসদেশীয় তৌলের রীতি অবলম্বনে মুদ্রিত এবং কতকগুলি পারস্য দেশের তৌলের রীতি অনুসারে মুদ্রিত ৭। গ্রীসদেশীয় তৌলের রীতি অবলম্বনে হেলিয়ক্রেয় যে সমস্ত মুদ্রা মুদ্রিত করাইয়াছিলেন, তাহাতে কেবল গ্রীক্ ভাষারই ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহার একদিকে

(১) B. M. C., pl. XXX, 6.

(২) P. M. C., Vol. I, pp. 18—19, Nos. 54—58; B. M. C., p. 12. Nos. 1—6.

(৩) Ibid, p. 19, No. 59.

(৪) I. M. C., Vol. I, p. 4; Indian Coins, p. 6.

(৫) B. M. C., pp. lxvii—viii.

(৬) B. M. C. p. xxix; Numismatic Chronicle, 1869, p. 240.

(৭) Rapson's Indian Coins p. 6.

রাজার মুখ ও অপর দিকে জুপিটারের মূর্ত্তি আছে ১। পরবর্ত্তী কালে যে বর্ব্বর জাতি গ্রীক্ রাজগণকে বাহ্লীকের অধিকারচ্যুত করিয়াছিল, তাহারা তাম্রে এই জাতীয় মুদ্রার অনুকরণ করিয়াছিল ২। ভারতীয় তৌলের রীত্যনুসারে যে সমস্ত মুদ্রা মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহাতে এক প্রকারের রজত ও দুই প্রকারের তাম্র মুদ্রা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল মুদ্রায় গ্রীক্ ও খরোষ্ঠী উভয় বর্ণমালাই ব্যবহৃত হইয়াছে। রজত মুদ্রায় একদিকে রাজার মুখ ও অপর দিকে দণ্ডায়মান জুপিটারের মূর্ত্তি আছে ৩। প্রথম প্রকারের তাম্র মুদ্রায় একদিকে রাজার মুখ ও অপর দিকে হস্তি-মূর্ত্তি আছে ৪। দ্বিতীয় প্রকারের তাম্র মুদ্রায় একদিকে হস্তী ও অপর দিকে বৃষের মূর্ত্তি আছে ৫। উভয়বিধ মুদ্রাই চতুষ্কোণ।

হেলিয়ক্রেয়ের রাজ্যকালের শেষ ভাগে মধ্য এসিয়ানিবাসী বর্ব্বর শক জাতি বাহ্লীক অধিকার করিয়াছিল। এই সময় হইতে পাশ্চাত্য গ্রীক্গণের সহিত প্রাচ্য গ্রীক্গণের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল এবং ইহার পরে প্রতীচ্য গ্রীক্গণের ইতিহাসে প্রাচ্যখণ্ডের গ্রীক্রাজ্য সমূহের বিবরণ অতীব বিরল। হেলিয়ক্রেয়ের পরবর্ত্তী গ্রীক্রাজগণের মধ্যে আন্তি-আলিকিদ, আপলদত, মেনন্দ্র ও হেরময়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মালবদেশে বেশনগরে একটি শিলাস্তম্ভ আবিষ্কৃত

(১) P. M. C. Vol. I, p. 27. Nos. 133—35; I. M. C. Vol. 1, p. 13, Nos. 1—2.

(২) P. M. C. Vol, I. p. 28, Nos. 136—44.

(৩) Ibid, p. 29. Nos. 145—47; I. M. C. Vol. I, p. 13, Nos. 3—4.

(৪) P. M. C. Vol. I, p. 29, No. 148; I. M. C. Vol. I, p. 14, No. 6.

(৫) P. M. C, Vol. I. p. 29. No. 149; কলিকাতার চিত্রশালায় হেলিয়-ক্রেয়ের আর এক জাতীয় তাম্র মুদ্রা আছে, ইহা গোলাকার এবং ইহার একদিকে রাজার মস্তক ও অপরদিকে অশ্বের মূর্ত্তি আছে।

হইয়াছিল। এই শিলাস্তম্ভে খৃষ্ট পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর একটি খোদিত-লিপি আছে; তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ইহা বাসুদেবের একটি গরুড়-ধ্বজ এবং তক্ষশিলাবাসী ভগবদ্ভক্ত দিয়ের (Dion) পুত্র হেলিওদোর (Hellodoros) নামক যবন দূত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হেলিওদোর মহারাজ আন্তিআলিকিদের নিকট হইতে রাজা কাশীপুত্র ভাগভদ্রের নিকটে তাঁহার চতুর্দ্দশ রাজ্যাঙ্কে আগমন করিয়াছিলেন[১]। এই আন্তালিকিত ও মুদ্রাসমূহের আন্তি আলিকিদ একই ব্যক্তি। আন্তি আলিকিদের (Antialkidas) তিন প্রকার রজত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে উষ্ণীষ-পরিহিত রাজার মুখ ও অপর দিকে সিংহাসনে উপবিষ্ট জুপিটারের মূর্ত্তি, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে বিজয়া দেবীর মূর্ত্তি ও একটি হস্তীর মূর্ত্তি আছে[২]। এই জাতীয় মুদ্রার দুইটি উপবিভাগ আছে, প্রথম উপবিভাগে মুকুট-পরিহিত রাজার মূর্ত্তি[৩] ও দ্বিতীয় উপবিভাগে উষ্ণীষ-পরিহিত রাজার মূর্ত্তি আছে[৪]। দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় একদিকে শিরস্ত্রাণ-পরিহিত রাজার মুখ ও অপর দিকে জুপিটার, বিজয়া ও হস্তীর মূর্ত্তি আছে[৫]। আন্তিআলিকিদের দুই প্রকারের তাম্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে জুপিটারের মূর্ত্তি ও অপর দিকে দুইটি পিণ্ড ও দুইটি তালবৃক্ষের

(১) Journal of the Royal Asiatic Society, 1909, p. 1055—56; Epigraphia Indica Vol. X, App. p. 63. No. 669.

(২) P. M. C. Vol. I, pp. 32—34; I. M. C. Vol. I, p. 15—16.

(৩) P. M. C, Vol. I, p. 33—34, Nos. 184—89. I. M. C. Vol. I, p. 15, Nos. 1—3.

(৪) P. M. C. Vol. I, pp. 32—33, Nos. 167—83; I. M. C. Vol. I. pp, 15—16, Nos. 4—16.

(৫) P. M. C. Vol. I, p. 34, Nos. 190—92.

শাখা আছে[১]। ইহাতেও দুইটি উপবিভাগ আছে। প্রথম উপ-বিভাগের মুদ্রা গোলাকার[২] এবং দ্বিতীয় উপবিভাগের মুদ্রা চতুষ্কোণ[৩]। দ্বিতীয় প্রকারের তাম্র মুদ্রায় একদিকে মুকুট-পরিহিত রাজার মস্তক ও অপর দিকে হস্তিমূর্ত্তি আছে[৪]। মুদ্রা-তত্ত্ববিদ্‌গণের মতানুসারে লিসিয়ের সহিত আন্তি আলিকিদের সম্বন্ধ ছিল, কারণ একটি তাম্র মুদ্রার একদিকে গ্রীক্ অক্ষরে লিসিয়ের নাম ও অপর দিকে খরোষ্ঠী অক্ষরে আন্তি আলিকিদের নাম আছে[৫]

আপলদতের বহুবিধ মুদ্রা পঞ্জাবে ও আফ্‌গানিস্তানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু আপলদতের সম্বন্ধে কোন কথাই অদ্যাপি জানিতে পারা যায় নাই। কানিংহাম অনুমান করিয়াছেন যে, আপলদত এবুক্রতিদের পুত্র[৬]। শ্রীযুক্ত ভিন্সেণ্ট্ স্মিথ্ এই অনুমান সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন[৭]। কেহ কেহ দুই জন আপলদতের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া থাকেন। কিন্তু ভিন্সেণ্ট্ স্মিথ্[৮] ও হোয়াইট্‌হেড[৯] এই মত গ্রহণ করেন নাই। আপলদতের দুই প্রকার রজত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে হস্তী ও অপর দিকে বৃষের মূর্ত্তি আছে[১০]। ইহাতে দুইটি উপবিভাগ আছে, প্রথম উপবিভাগের

---

(১) P. M. C. Vol. I, pp. 34—35.

(২) Ibid, Nos. 193—96; I. M. C. Vol. I, p. 16, No. 17.

(৩) P. M. C. Vol. I, p. 35, Nos. 197—211; I. M. C. Vol. I, p. 16, Nos. 18—23.

(৪) P. M. C. Vol. I, p. 36. No. 212;

(৫) Numismatic Chronicle, 1869, p. 300. pl. IX, 4.

(৬) Ibid, Vol, X. p. 66.

(৭) I. M. C. Vol. I, p. 18.

(৮) Ibid, pp. 18—21.

(৯) P. M. C. Vol. I, p. 7.

(১০) Ibid, pp. 40—41; I. M. C. Vol. I, pp. 18—19.

মুদ্রা গোলাকার [১] ও দ্বিতীয় উপবিভাগের মুদ্রা চতুষ্কোণ [২]। দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায়, একদিকে মুকুট-পরিহিত রাজার মুখ ও অপর দিকে গ্রীক্ দেবতা পালাসের মূর্ত্তি আছে [৩]। ইহাতেও দুইটি উপবিভাগ আছে। প্রথম উপবিভাগে Soter 'ত্রাতা' উপাধি [৪] ও দ্বিতীয় উপবিভাগে Philopator উপাধি দেখিতে পাওয়া যায় [৫]। আপলদতের দুই প্রকার তাম্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম প্রকারে একদিকে গ্রীক্‌দেবতা আপোলো ও অপর দিকে একটি ত্রিপদ বেদী আছে, [৬] ইহাতে দুইটি বিভাগ আছে। প্রথম বিভাগের মুদ্রা চতুষ্কোণ[৭] ও দ্বিতীয় বিভাগের মুদ্রা গোলাকার[৮]। দ্বিতীয় বিভাগে খোদিত-লিপির অবস্থান অনুসারে মুদ্রা-তত্ত্ববিদ্ হোয়াইট্‌হেড তিনটি উপবিভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন[৯]। এই জাতীয় মুদ্রার কতকগুলি স্থূল গুরুভার[১০]। প্রথম বিভাগের মুদ্রায়ও তিনি খোদিত-লিপির অবস্থান অনুসারে দুইটি উপবিভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন[১১]। দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় একদিকে বৃষের মূর্ত্তি

---

(১) Ibid, p. 18, Nos. 10—11; P. M. C., Vol. I, p. 40, Nos. 231—32.

(২) Ibid, pp. 40—41, Nos. 233—53; I. M. C., Vol. I, p. 19, Nos. 12—32.

(৩) Ibid, p. 18, No, 1—2; P. M. C., Vol. I, pp. 41—43.

(৪) Ibid, pp. 41—42, Nos. 254—63.

(৫) Ibid, pp. 42—43, Nos. 264—92.

(৬) I. M. C., Vol. I, p. 20; P. M. C., Vol. I, pp. 43—45.

(৭) Ibid, Nos. 293—317; I. M. C., Vol. I, p. 20, No. 37.

(৮) Ibid, Nos. 33—36; P. M. C., Vol. I, pp. 46—47. Nos. 322—38.

(৯) Ibid, pp. 46—47.

(১০) Ibid, p. 47, No. 333.

(১১) Ibid, pp. 47—49.

ও অপরদিকে ত্রিপদ বেদী আছে[১]। আপলদতের কোন কোন মুদ্রায় কেবল খরোষ্ঠী অক্ষরেরই ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়[২]। কানিংহাম্ বহু অনুসন্ধান করিয়া দুইখানি গ্রন্থে আপলদতের নামের উল্লেখ পাইয়াছিলেন। ঐতিহাসিক ত্রোগস্ (Trogus Pompeius) ভারতের গ্রীক্‌রাজগণের মধ্যে মেনন্দ্র ও আপলদত নামক বিখ্যাত রাজদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন[৩]। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর একজন গ্রীক্ নাবিক উল্লেখ করিয়াছেন যে, তৎকালে ভরুকচ্ছে (ভৃগুকচ্ছ বা বরোচ) আপলদত ও মেনন্দ্রের মুদ্রা প্রচলিত ছিল[৪]।

মেনন্দ্রের বহুবিধ মুদ্রা আফ্‌গানিস্তানে ও ভারতবর্ষের নানাস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। মেসন কাবুলের উত্তরদিকে বেগ্রাম নামক স্থানে ১৫৩টি মেনন্দ্রের মুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছিলেন,[৫] এবং কানিংহাম্ মেনন্দ্রের সহস্রাধিক মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছিলেন[৬]। ভারতবর্ষে মথুরায়, রামপুরে, আগ্রার নিকটবর্ত্তী ভূতেশ্বরে এবং সিমলা জেলায় অবস্থিত সাবাথুতে মেনন্দ্রের অনেক মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ষ্ট্রাবো (Strabo) আপলোদোরস্ (Apollodoros) রচিত পারদ দেশের ইতিহাস অবলম্বনে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, বাহ্লীকের গ্রীক্‌রাজগণের মধ্যে কেহ কেহ আলেক্‌জাণ্ডার অপেক্ষা অধিক রাজ্য জয় করিয়াছিলেন এবং মেনন্দ্র হাইপানিয়া নদী পার হইয়া পূর্ব্বদিকে ইসামস্ তীর

(১) Ibid, p. 45, Nos. 318—21 ; I. M. C., Vol. I, p. 21, No. 53.

(২) P. M. C., Vol. I, p. 49.

(৩) Numismatic Chronicle, 1870, p. 79.

(৪) Periplus of the Erythraean Sea Edited by Dr. Schoff.

(৫) Numismatic Chronicle, 1870, p. 220, Wilson's Ariana Antiqua, p. II.

(৬) Numismatic Chronicle, Vol. X, p. 220.

পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন[১]। ইসামস্ নদী কোথায় তাহা অদ্যাবধি স্থির হয় নাই। কানিংহাম্ অনুমান করেন যে, ইসামস্ শোণের অপভ্রংশ[২]। ডাঃ কার্ণ গার্গী সংহিতায় যবন জাতি কর্ত্তৃক শাকেত, মথুরা, পঞ্চাল এবং পুষ্পপুর বা পাটলিপুত্র আক্রমণের উল্লেখ আবিষ্কার করিয়াছিলেন[৩]। অধ্যাপক গোল্ডষ্টুকার (Goldstucker) পতঞ্জলিকৃত মহাভাষ্যে যবন কর্ত্তৃক অযোধ্যা ও মাধ্যমিক বা মধ্যদেশ আক্রমণের উল্লেখ আবিষ্কার করিয়াছিলেন[৪]। মহাকবি কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সুঙ্গবংশীয় পুষ্যমিত্রের পৌত্র বসুমিত্র অশ্বমেধের অশ্বের সহিত ভ্রমণকালে সিন্ধুতীরে যবন জাতীয় অশ্বারোহী সেনা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন[৫]। তিব্বদেশীয় ঐতিহাসিক তারানাথ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, পুষ্য-মিত্রের রাজত্বকালে ভারতবর্ষ সর্ব্বপ্রথমে বিদেশীয় জাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল[৬]। 'মিলিন্দ পঞ্হো' নামক পালি গ্রন্থে মিলিন্দ নামক শাগল বা শাকল দেশের রাজার সহিত বৌদ্ধাচার্য্য নাগসেনের কথোপ-

---

(১) Ibid, p. 223.

(২) Ibid, p. 224.

(৩) ততঃ সাকেতমাক্রম্য পঞ্চালান্ মথুরাং তথা।
যবনা দুষ্টবিক্রান্তাঃ প্রাপ্স্যন্তি কুসুমধ্বজং ॥
ততঃ পুষ্পপুরে প্রাপ্তে কর্দমে (?) প্রথিতে হিতে (?)।
আকুলা বিষয়াঃ সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥

—Kern's বৃহৎসংহিতা, p. 37.

ইহাই সম্ভবতঃ মেনন্দ্রের আক্রমণ। কিন্তু, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জায়সবাল অনুমান করেন যে, ইহা দিমিত্রিয়ের আক্রমণের কথা।

(৪) Goldstucker's পাণিনি, p. 230.

(৫) মালবিকাগ্নিমিত্র (Bombay Sanskrit Series) পৃঃ ১৫৩।

(৬) Numismatic Chronicle, Vol. X, p. 227.

কথন লিপিবদ্ধ আছে[১]। কাশ্মীর দেশীয় কবি ক্ষেমেন্দ্রের 'বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতায়' 'মিলিন্দ' স্থানে 'মিলিন্দ্র' দেখিতে পাওয়া যায়[২]। ঐতিহাসিক প্লুটার্ক লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, মেনন্দ্রের মৃত্যু হইলে তাঁহার ভস্মাবশেষ ভিন্ন ভিন্ন নগর সমূহের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছিল[৩]। মেনন্দ্র ও আপলদত্তের মুদ্রা খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী পর্য্যন্ত বরোচে প্রচলিত ছিল। এই জাতীয় মুদ্রার প্রচলন এত অধিক হইয়াছিল যে, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত গুজরাটের প্রাচীন রাজগণ, ইহার অনুকরণ করিতেন। মেনন্দ্রের পাঁচ প্রকার রজত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে মুকুট-পরিহিত রাজার মস্তক ও অপর দিকে গ্রীক্ দেবতা পালাসের মূর্ত্তি আছে[৪]। ইহাতে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ এই দুইটি বিভাগ আছে। দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় একদিকে শিরস্ত্রাণ-পরিহিত রাজার মস্তক ও অপর দিকে পালাসের মূর্ত্তি আছে[৫]। ইহাতেও ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দুইটি বিভাগ আছে। তৃতীয় প্রকারের মুদ্রায় একদিকে মুকুট-পরিহিত শূলহস্ত রাজার দেহার্দ্ধ ও অপর দিকে পালাসের মূর্ত্তি আছে[৬]। ইহাতে তিনটি বিভাগ আছে। ক্ষুদ্র, বৃহৎ এবং মুকুট-পরিহিত রাজার মস্তকের পরিবর্ত্তে শিরস্ত্রাণ-পরিহিত রাজার

---

(১) মিলিন্দ পঞ্হো (পরিষৎ গ্রন্থাবলী ২২) পৃঃ ৪-৪০।

(২) Journal of the Buddhist Text Society, 1904, Vol. VII, pt. iii, pp. 1—6.

(৩) Numismatic Chronicle, Vol. X, p. 229,

(৪) P. M. C., Vol. I, p. 54, Nos. 373—78; I. M. C., Vol. I, pp. 23—24, Nos. 25—45.

(৫) Ibid pp. 22—23, Nos. 1—23; P. M. C., Vol. I, p. 54, Nos. 379—81.

(৬) Ibid, p. 55, No. 382; I.M.C., Vol.I. pp. 24—26. Nos. 46—76.

মস্তকযুক্ত [১]। চতুর্থ প্রকারের মুদ্রায় একদিকে পালাসের মূর্ত্তি ও অপর দিকে পেচকের মূর্ত্তি আছে [২]। পঞ্চম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে মুকুট-পরিহিত রাজার মস্তক ও অপর দিকে পক্ষযুক্ত দেবমূর্ত্তি আছে [৩]। এই পাঁচ প্রকারের মুদ্রা ব্যতীত মেনন্দ্রের আরও দুই প্রকারের রজত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু এই জাতীয় মুদ্রা অতীব দুষ্প্রাপ্য। প্রথম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে শিরস্ত্রাণ-পরিহিত রাজার মস্তক ও অপর দিকে অশ্বারোহী মূর্ত্তি [৪] এবং দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় অশ্বারোহীর পরিবর্ত্তে কেবল একটি অশ্বের মূর্ত্তি আছে [৫]। সাধারণতঃ মেনন্দ্রের সাত প্রকার তাম্র মুদ্রা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে গ্রীক্ দেবতা পালাস ও অপর দিকে বিজয়াদেবীর মূর্ত্তি আছে [৬]। দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় একদিকে শিরস্ত্রাণ-পরিহিত রাজার মস্তক ও অপর দিকে চর্ম্মের উপরে রাক্ষসের মুখ আছে [৭]। তৃতীয় প্রকারের মুদ্রায় একদিকে বৃষের মুখ ও অপর দিকে ত্রিপদ বেদী আছে [৮]। চতুর্থ প্রকারের মুদ্রায় একদিকে মুকুট-পরিহিত রাজার মুখ ও অপর দিকে পালাসের মূর্ত্তি আছে [৯]। পঞ্চম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে শিরস্ত্রাণ-পরিহিত রাজার মস্তক ও অপর দিকে পালাসের

---

(১) Ibid, p. 58, No. 479 ;

(২) Ibid, p. 26, No. 77—78 ; P. M. C, Vol. I, p. 59, No. 480.

(৩) Ibid, No. 481.

(৪) Ibid, p. 63.

(৫) Ibid,

(৬) Ibid, pp. 59—60, Nos. 482—94 ; I. M. C., Vol. I, p. 26, Nos. 78—82.

(৭) Ibid, Nos. 83—84. ; P. M. C., Vol. I, p. 60, Nos. 495—99.

(৮) Ibid, p. 61, Nos. 500—02 ; I.M.C., Vol. I, p. 27, Nos. 94—95A,

(৯) P. M. C., Vol. I, p. 61. Nos, 503—05.

মূর্ত্তি আছে [১]। ষষ্ঠ প্রকারের মুদ্রায় একদিকে একটি হস্তীর মস্তক ও অপর দিকে একটি গদা আছে [২]। সপ্তম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে যোদ্ধৃবেশে সজ্জিত রাজার মূর্ত্তি ও অপর দিকে একটি ব্যাঘ্রের মূর্ত্তি আছে [৩]। এতদ্ব্যতীত মেনন্দ্রের কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য তাম্র মুদ্রা আছে। মুদ্রা-তত্ত্ববিদ্ হোয়াইট্‌হেড তাহার তালিকা প্রদান করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ছয় প্রকারের মুদ্রা ভিন্ন জাতীয় মুদ্রা বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। প্রথম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে চক্র ও অপরদিকে তাল বৃক্ষের শাখা আছে [৪]। দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় একদিকে মুকুট-পরিহিত রাজার মস্তক ও অপর দিকে হারকিউলিসের সিংহচর্ম্ম আছে [৫]। তৃতীয় প্রকারের মুদ্রায় একদিকে হস্তী ও অপর দিকে অঙ্কুশ আছে [৬]। চতুর্থ প্রকারের মুদ্রায় একদিকে বরাহের মস্তক ও অপর দিকে তাল বৃক্ষের শাখা আছে [৭]। পঞ্চম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে বাহ্লীক দেশীয় উষ্ট্রের মূর্ত্তি ও অপর দিকে বৃষের মস্তক আছে [৮]। ষষ্ঠ প্রকারের মুদ্রায় একদিকে রাজার মস্তক ও অপর দিকে শশকের মূর্ত্তি আছে [৯]।

মেনন্দ্রের পরবর্ত্তী গ্রীক্ রাজগণের মধ্যে জোইল, দ্বিতীয় আন্তিমখ,

---

(১) P. M. C., Vol. I, p. 61 No. 506,

(২) I. M. C., Vol. I, p. 27, Nos. 85–93; P. M. C. Vol. I, p. 62, Nos. 507–14.

(৩) Ibid, No. 515.

(৪) B. M. C., pl. XII. 7.

(৫) P. M. C., Vol. I, p. 63, No. X.

(৬) B. M. C., pl. XXXI. 11.

(৭) Ibid, XXXI. 12.

(৮) Ibid, XXXI. 10; I. M. C., Vol. I, p. 27, No. 96.

(৯) B. M. C., XXXI. 9.

অমিত ও হেরময়ের মুদ্রা উল্লেখযোগ্য। ঝোইলের দুই প্রকার রজত ও তিন প্রকারের তাম্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার রজত মুদ্রাগুলি গোলাকার। প্রথম প্রকারের রজত মুদ্রায় একদিকে রাজার মস্তক ও অপর দিকে হারকিউলিসের মূর্ত্তি[১] এবং দ্বিতীয় প্রকারের রজত মুদ্রায় হারকিউলিসের মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে পালাসের মূর্ত্তি আছে[২]। প্রথম প্রকারের তাম্র মুদ্রায় একদিকে আপোলোর মূর্ত্তি ও অপর দিকে ত্রিপদ বেদী আছে[৩]। দ্বিতীয় প্রকারের তাম্র মুদ্রায় একদিকে হস্তীর মূর্ত্তি ও অপর দিকে ত্রিপদ বেদী আছে[৪]। তৃতীয় প্রকারের তাম্র মুদ্রায় একদিকে সিংহচর্ম্মনির্ম্মিত শিরস্ত্রাণযুক্ত হারকিউলিসের মস্তক ও অপর দিকে কোষবদ্ধ ধনু এবং গদা আছে[৫]। আন্তিমখের এক প্রকার রজত মুদ্রা ও এক প্রকার তাম্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। রজত মুদ্রায় একদিকে বিজয়া দেবী ও অপর দিকে অশ্বারোহীর মূর্ত্তি আছে[৬]। তাম্র মুদ্রায় একদিকে রাক্ষসের মুখ (Gorgon's head) ও অপর দিকে মাল্য আছে[৭]। অমিতের দুই প্রকার রজত মুদ্রা ও এক প্রকার তাম্র মুদ্রা আছে। প্রথম প্রকারের রজত মুদ্রায় একদিকে রাজার মূর্ত্তি ও অপর দিকে জুপিটারের মূর্ত্তি আছে[৮]। দ্বিতীয় প্রকারের রজত

---

(১) P. M. C., Vol. I, p, 65, Nos. 522—25; I. M. C., Vol. I, p. 28, Nos. 3—4.

(২) Ibid, Nos. 1—2; P. M. C., Vol. I, pp. 65—67, Nos. 526—40.

(৩) Ibid, p. 67, No. 541—45; I. M. C., Vol. I, p. 29, No. 5.

(৪) P. M. C., Vol. I, pp. 67—68, Nos. 546—49,

(৫) Ibid, p. 68. No. ii.

(৬) Ibid, p. 70, Nos. 557—72; I. M. C., Vol. I, p. 29, Nos. 1—14.

(৭) P. M. C., Vol. I, pp. 70—71, Nos. 573—74.

(৮) Ibid, p. 78, Nos. 635—36; I. M. C., Vol. I, p. 31, No. 1.

মুদ্রায় একদিকে রাজদণ্ড হস্তে রাজার মূর্ত্তি ও অপর দিকে পালাসের মূর্ত্তি আছে ১। তাম্র মুদ্রায় একদিকে রাজার মূর্ত্তি ও অপর দিকে পালাসের মূর্ত্তি আছে; ইহা চতুষ্কোণ ২। হেরময় সম্ভবতঃ ভারতের শেষ গ্রীক্ রাজা, কারণ তাঁহার কতকগুলি তাম্র মুদ্রায় একদিকে গ্রীক্ ভাষায় হেরময়ের নাম ও অপর দিকে খরোষ্ঠী অক্ষরে প্রাকৃত ভাষায় কুষণবংশীয় রাজা কুযুলকদফিসের নাম আছে। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, শকজাতি কর্ত্তৃক আফ্গানিস্তান ও পঞ্জাব অধিকৃত হইবার পরেও গ্রীক্ রাজগণের সেই সকল দেশে অধিকার ছিল। কারণ, কুষণবংশীয় শকজাতির আক্রমণের পূর্ব্বে বহুকাল যাবৎ অন্যান্য শকজাতীয় রাজগণ উত্তরাপথ অধিকার করিয়াছিলেন। হেরময়ের তিন প্রকার রজত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে রাজা ও তাঁহার পত্নী কালিয়পয়ের (Kalliope) মূর্ত্তি আছে ও অপর দিকে অশ্বপৃষ্ঠে রাজার মূর্ত্তি আছে ৩। দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় একদিকে শিরস্ত্রাণ-পরিহিত রাজার মস্তক ও অপর দিকে সিংহাসনে উপবিষ্ট জুপিটারের মূর্ত্তি আছে ৪। তৃতীয় প্রকারের মুদ্রায় প্রথম দিকে শিরস্ত্রাণ-পরিহিত রাজার মস্তকের পরিবর্ত্তে মুকুট-পরিহিত রাজার মস্তক আছে ৫। হেরময়ের চারি প্রকারের তাম্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে মুকুট-পরিহিত রাজার মস্তক ও অপর দিকে সিংহাসনো-

---

(১) P. M. C., Vol. I, p. 78, No. 637.

(২) Ibid, p. 79, Nos. 638—39; I. M. C., Vol. I, p. 31, Nos. 2—3.

(৩) Ibid, p. 31, Nos. 1—2; P. M. C., Vol. I, p. 86, Nos. 693—98.

(৪) I. M. C., Vol. I, p. 32, Nos. 2—9.

(৫) Ibid, No. I; P. M. C., Vol. I, pp. 82—83, Nos. 648—62.

পবিষ্ট জুপিটারের মূর্ত্তি আছে ১। দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় একদিকে রাজার মস্তক ও অপর দিকে বিজয়াদেবীর মূর্ত্তি আছে ২। তৃতীয় প্রকারের মুদ্রায় একদিকে রাজার মস্তক ও অপর দিকে একটি অশ্বের মূর্ত্তি আছে ৩। চতুর্থ প্রকারের মুদ্রায় একদিকে রাজার মস্তক ও গ্রীক্ ভাষায় রাজার নাম এবং উপাধি, এবং অপর দিকে মুকুট-পরিহিত জুপিটারের মূর্ত্তি ও খরোষ্ঠী অক্ষরে প্রাকৃত ভাষায় "কুজুলকসসকুষণ যবুগসধ্রমঠিদস" লিখিত আছে ৪।

---

(১) Ibid, pp. 83—84, Nos. 663—78; I. M. C., Vol. I, pp. 32—33, Nos. 10—21A.

(২) Ibid, p. 33, No. 22; P. M. C., Vol, I, p. 85, Nos. 682—92,

(৩) Ibid, p. 84, Nos. 679—81; I. M. C., Vol. I, p. 33, Nos, 23—26.

(৪) Ibid, pp. 33-34, Nos. 1—15; P. M. C., Vol. I, pp. 178—79, Nos. 1—7.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিদেশীয় মুদ্রার অনুকরণ।

(খ) শক রাজগণের মুদ্রা।

খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বে শতাব্দীদ্বয়-পরিমিত সময়ে উত্তরাপথ কেবল গ্রীক্ জাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় নাই, বহুবার বহু ভিন্ন ভিন্ন বর্ব্বর জাতি আর্য্যাবর্ত্তে প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিল। প্রাচীন মুদ্রা হইতে এই সকল জাতীয় রাজগণের অস্তিত্ব বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। উত্তরাপথে বর্ব্বর রাজগণের সহস্র সহস্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এই সকল মুদ্রা হইতে মুদ্রা-তত্ত্ববিদ্‌গণ অন্ততঃ তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বর্ব্বর রাজবংশের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সকল বর্ব্বর জাতি তুষার, গর্দ্দভিল্ল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম সত্ত্বেও উত্তরাপথে শক নামে পরিচিত হইয়াছিল। মোগল সাম্রাজ্যের শেষদশায় পাঠান ব্যতীত এসিয়াখণ্ডের অন্যান্য দেশবাসী মুসলমানগণ যেমন মোগল নামে অভিহিত হইতেন, মুসলমানবিজয়ের পূর্ব্বে ভারতবাসিগণ সমস্ত বিদেশীয় জাতিকে শক নামে অভিহিত করিতেন। ভবিষ্যপুরাণ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুরাণসমূহে দেখিতে পাওয়া যায় যে, জম্বুদ্বীপ অর্থাৎ ভারতবর্ষের পরেই শকদ্বীপ [১]।

(১) Indian Antiquary, 1908, p. 42; ভবিষ্য পুরাণ, ১৪৯ অধ্যায়।

শকদ্বীপের বিবরণ দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, এক সময়ে প্রাচীন ইরাণ বা পারস্য দেশ পর্য্যন্ত প্রদেশ শকদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইত। পূর্ব্বে মুদ্রা-তত্ত্ববিদ্গণ শক জাতীয় রাজগণকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতেন, (১) প্রাচীন শক এবং (২) কুষণ; কিন্তু এখন ইহাদিগকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে; (১) শক, (২) পারদ এবং (৩) কুষণ। যে জাতি ভারতের ইতিহাসে প্রাচীন শক জাতি নামে পরিচিত তাহারা পূর্ব্বে চীন রাজ্যের সীমান্তে বাস করিত এবং ইউচি জাতি কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া বক্ষু নদীর উত্তর-তীরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল [১]। এক সময়ে ইহাদিগের সহিত পারস্যের হখামানীষীয় বংশের এবং গ্রীক্ রাজগণের বিবাদ হইয়াছিল [২]। শক জাতির বাসস্থান বলিয়া বক্ষু নদীর উত্তর-তীর ভারতবাসিগণের নিকটে শকদ্বীপ এবং গ্রীক্গণের নিকটে সোর্কডিয়ানা (Soghdiana) নামে পরিচিত হইয়াছিল।

মুদ্রা-তত্ত্ববিদ্গণ অনুমান করেন যে, খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগে বাহ্লীক বা ব্যাক্ট্রিয়া শক জাতি কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। চীন দেশীয় ইতিহাসকারগণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, ১৬৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের পরে ইউচি জাতি শকগণকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে বাহ্লীক অধিকার করিতে বাধ্য করিয়াছিল [৩]। শকরাজগণ প্রথমে পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রীক্রাজগণের মুদ্রার অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন [৪] এবং পরে স্বনামে স্বতন্ত্র মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ করিয়া-

(১) Indian Antiquary, 1908, p. 32.
(২) Indian Coins, p. 7.
(৩) Indian Antiquary, 1908, p. 32.
(৪) Coins of Ancient India, p. 35.

ছিলেন। শকবংশীয় রাজগণের যে সকল মুদ্রা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে মোঅর মুদ্রা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন [১]। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে প্রাচীন তক্ষশিলার ধ্বংসাবশেষ মধ্যে আবিষ্কৃত এক-খানি তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ লিপিতে মোগ নামক জনৈক রাজার ৭৮ অব্দের উল্লেখ দেখা গিয়াছিল [২]। কোন কোন প্রত্ন-তত্ত্ববিদ্ অনুমান করেন যে, উক্ত তাম্রশাসন মোগের রাজত্বকালে কোন অজ্ঞাত অব্দের ৭৮ বর্ষে উৎকীর্ণ হইয়াছিল [৩]। অপর পক্ষের মতানুসারে ইহা মোগের অব্দের ৭৮ বর্ষে উৎকীর্ণ হইয়াছিল [৪]। তাম্রলিপির মোগ এবং মুদ্রা সমূহের মোঅ একই ব্যক্তি, কিন্তু ডাক্তার ফ্লিট্ প্রমুখ কয়েক জন প্রত্ন-তত্ত্ববিদের মতানুসারে মোগ এবং মোঅ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি [৫]। তক্ষশিলার তাম্রলিপি এবং মুদ্রা ব্যতীত মোঅ বা মোগের অস্তিত্বজ্ঞাপক অপর কোন প্রমাণই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। মোঅ বা মোগের দুই প্রকারের রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে রাজদণ্ড হস্তে জুপিটারের মূর্ত্তি ও অপরদিকে বিজয়া দেবীর মূর্ত্তি আছে [৬]। দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় একদিকে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেবমূর্ত্তি ও অপর দিকে বিজয়াদেবীকে হস্তে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান জুপিটারের মূর্ত্তি আছে [৭]। মোগের চতুর্দ্দশ প্রকারের তাম্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে হস্তিমস্তক ও

---

(১) Indians Coins, p. 7.

(২) Epigraphia Indica, Vol. IV, p. 54.

(৩) Journal of the Royal Asiatic Society, 1914, p. 995.

(৪) Ibid, p. 986.

(৫) Ibid, 1907, pp. 1013—40.

(৬) P. M. C., Vol. I, p. 98, Nos. 1—3 ; I. M. C., Vol. I, p. 39, Ns. 6—6A.

(৭) P. M. C., Vol. I, p. 98, No. 4.

অপর দিকে গ্রীক্‌দেবতা মার্কারির হস্তস্থিত দণ্ড (Caduceus) আছে [১]। দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রার একদিকে গ্রীক্ দেবতা আর্ত্তমিস্ এবং অপর দিকে বৃষের মূর্ত্তি আছে[২]। তৃতীয় প্রকারের মুদ্রায় একদিকে চন্দ্রদেবতা ও অপর দিকে বিজয়া দেবীর মূর্ত্তি আছে [৩]। চতুর্থ প্রকারের মুদ্রায় একদিকে সিংহাসনে উপবিষ্ট জুপিটারের মূর্ত্তি ও অপর দিকে নগর দেবতার মূর্ত্তি আছে [৪]। পঞ্চম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে জুপিটার এবং আর একটি পুংজাতীয় দেবতার মূর্ত্তি আছে ও অপরদিকে পূর্ব্ববৎ আর একটি দেবতার মূর্ত্তি আছে[৫]। ষষ্ঠ প্রকারের মুদ্রায় একদিকে আপোলো ও অপরদিকে ত্রিপদ বেদী আছে [৬]। সপ্তম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে বরুণ (Poseidon) ও অপরদিকে একটি রমণী মূর্ত্তি আছে। এই জাতীয় মুদ্রার দুইটি উপবিভাগ আছে। প্রথম বিভাগে বরুণের হস্তে ত্রিশূল [৭], ও দ্বিতীয় বিভাগে তৎপরিবর্ত্তে বজ্র [৮] দেখিতে পাওয়া যায়। অষ্টম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে গদাধারী দেবমূর্ত্তি ও অপর দিকে দেবীমূর্ত্তি আছে [৯]। নবম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে অশ্বপৃষ্ঠে রাজমূর্ত্তি ও অপর দিকে

---

(১) P. M. C., Vol. I, p. 98, Nos. 5—9; I. M. C., Vol. I, p. 38, Nos. 1—5.

(২) Ibid, p. 39. Nos. 7—10; P. M. C., Vol. I, p. 99, Nos. 10—12.

(৩) Ibid, Nos. 13—14.

(৪) Ibid, No. 15.

(৫) Ibid, p. 100, No. 16.

(৬) Ibid, Nos. 17—19.

(৭) Ibid, Nos. 20—22.

(৮) Ibid, p. 101, No. 23.

(৯) Ibid, Nos. 25—26.

বিজয়া দেবীর মূর্ত্তি আছে [১]। দশম প্রকারের মুদ্রায় বিজয়া দেবীর পরিবর্ত্তে একটি অজ্ঞাতনামা দেবীর মূর্ত্তি আছে [২]। একাদশ প্রকারের মুদ্রায় একদিকে একটি হস্তীর মূর্ত্তি ও অপর দিকে উচ্চাসনে উপবিষ্ট রাজার মূর্ত্তি আছে [৩]। উভয় মূর্ত্তিই চতুষ্কোণ ক্ষেত্র মধ্যে অঙ্কিত হইয়াছে। দ্বাদশ প্রকারের মুদ্রায় একদিকে হস্তীর মূর্ত্তি ও অপর দিকে বৃষের মূর্ত্তি আছে। ইহাতে দুইটি উপবিভাগ আছে, প্রথম বিভাগে হস্তীটি দৌড়াইয়া যাইতেছে [৪] কিন্তু দ্বিতীয় বিভাগে উহা ধীরে চলিতেছে [৫]। ত্রয়োদশ প্রকারের মুদ্রায় একদিকে অশ্বের মূর্ত্তি ও অপর দিকে ধনু আছে [৬]। চতুর্দ্দশ প্রকারের মুদ্রায় একদিকে হার্‌কিউলিসের ও অপর দিকে সিংহের মূর্ত্তি আছে [৭]।

রেপসন, ভিন্সেণ্ট স্মিথ্ প্রভৃতি মুদ্রা-তত্ত্ববিদ্গণের মতানুসারে ভনোন (Vonones) মোঅ বা মোগের বংশজাত অথবা একবংশসম্ভূত [৮]। ইঁহাদের মতানুসারে অয় ভনোনের পরবর্ত্তী [৯], কিন্তু শ্রীযুক্ত হোয়াইট্‌ হেডের মতানুসারে ভনোন অয়ের পরবর্ত্তী[১০]। তিনি বলিয়াছেন, "মুদ্রা-তত্ত্ববিদ্গণ সাধারণতঃ অনুমান করিয়া থাকেন যে, অয়, মোঅ বা

(১) Ibid, p, 102, No. 27.
(২) Ibid, No. 28.
(৩) Ibid, Nos. 29--31; I. M. C., Vol. I, p. 40, Nos. 12—13.
(৪) P. M. C., Vol. I, p. 102, Nos. 32—33.
(৫) Ibid, p. 103, No. 34.
(৬) Ibid, No. 35.
(৭) I. M. C., Vol. I, p. 39, No. 11.
(৮) Indian Coins, p. 8.
(৯) I. M. C., Vol. I, pp. 40—43.
(১০) P. M. C., Vol. I, pp. 103—04.

মোগের পরবর্ত্তী [১]। মোগের পরে ভনোন কান্দাহার ও সিজিস্তানে রাজা হইয়াছিলেন এবং অয় পঞ্জাবের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই মত সাধারণে প্রচলিত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। গার্ডনার [২] ও ভন্ সালে এই মতের প্রবর্ত্তক; কিন্তু পরবর্ত্তী কালে ইহা প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই। মোঅ বা মোগ, ভনোন অথবা অয়ের রাজ্য কালের কোনও খোদিত-লিপিই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই,[৩] সুতরাং অপর প্রমাণের অভাবে স্মিথ্ ও রেপসনের মতই গ্রহণ করা উচিত বলিয়া বোধ হয়। ভনোনের কোন স্বতন্ত্র মুদ্রা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। যে সমস্ত মুদ্রায় তাঁহার নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার কতক-গুলিতে একদিকে তাঁহার নাম ও অপরদিকে তাঁহার ভ্রাতা স্পলহোরের নাম আছে [৪]। একদিকে গ্রীক্ অক্ষরে ভনোনের নাম ও অপর দিকে খরোষ্ঠী অক্ষরে স্পলহোরের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি মুদ্রায় একদিকে ভনোনের নাম ও অপর দিকে স্পলহোরের পুত্র স্পল-গদমের নাম পাওয়া যায় [৫]। ভনোন ও স্পলহোরের নামযুক্ত মুদ্রা দ্বিবিধ। প্রথম প্রকারের মুদ্রা রজত-নির্ম্মিত ও গোলাকার [৬]। ইহাতে একদিকে অশ্বপৃষ্ঠে রাজার মূর্ত্তি ও অপর দিকে বজ্র হস্তে জুপিটারের

---

(১) Ibid, p. 92.

(২) B. M. C., p. xli.

(৩) কোন কোন পণ্ডিতের মতে তক্ষশিলায় আবিষ্কৃত তাম্রপট্ট মোগের রাজ্যকালে উৎকীর্ণ।

(৪) I. M. C., Vol. I, pp. 40—41. Nos. 1—8; P. M. C., Vol. I, pp. 141—142, Nos. 372—381.

(৫) Ibid, p. 142, Nos. 382—85; I. M. C., Vol. I, p. 42, Nos. 1—3.

(৬) Ibid, p. 40, Nos. 1—3; P. M. C., Vol. I, p. 141, Nos. 372—74.

মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রা তাম্র-নির্ম্মিত ও চতুষ্কোণ। ইহাতে একদিকে হার্‌কিউলিস ও অপর দিকে পালাসের মূর্ত্তি আছে[১]। ভনোন ও স্পলগদমের নামযুক্ত দুই প্রকার মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলি সর্ব্বপ্রকারে ভনোন ও স্পলহোরের নামযুক্ত রজত ও তাম্র মুদ্রার অনুরূপ[২]। কতকগুলি তাম্র মুদ্রায় একদিকে গ্রীক্ অক্ষরে স্পলহোরের নাম ও অপর দিকে খরোষ্ঠী অক্ষরে তৎপুত্র স্পলগদমের নাম দেখিতে পাওয়া যায়[৩]। এই জাতীয় মুদ্রা দ্বিবিধ, গোলাকার ও চতুষ্কোণ। এই জাতীয় কতকগুলি মুদ্রায় স্পালিরিষ নামক জনৈক রাজার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি মুদ্রায় একদিকে গ্রীক্ অক্ষরে স্পালিরিষের নাম ও উপাধি এবং অপরদিকে "মহরজ ভ্রত ধ্রমিয়স স্পলিরিশস" লিখিত আছে[৪]। ইহা সর্ব্বপ্রকারে ভনোন ও স্পলহোরের নামযুক্ত রজত মুদ্রার অনুরূপ। কতকগুলি মুদ্রায় গ্রীক্ ও খরোষ্ঠী উভয় বর্ণমালাতেই স্পালিরিষের নাম ও উপাধি লিখিত আছে,[৫] কিন্তু ইহাতে স্পলিরিষের সম্পর্ক-জ্ঞাপক কোন কথা নাই। এই জাতীয় মুদ্রা তাম্র-নির্ম্মিত এবং চতুষ্কোণ। ইহার একদিকে পরশু হস্তে রাজার মূর্ত্তি ও অপর দিকে সিংহাসনোপরি জুপিটারের মূর্ত্তি আছে। কতকগুলি রজত ও তাম্র মুদ্রায় একদিকে

(১) Ibid, pp. 141—42, Nos. 375—81; I. M. C., Vol. I, p. 41 Nos. 4—8.

(২) Ibid, p. 42, Nos. 1—3; P. M. C., Vol. I, p. 142, Nos. 382—85.

(৩) Ibid, p. 143, Nos. 386—93; I. M. C., Vol. I, p. 41. Nos. 1—3

(৪) P. M. C., Vol. I, p. 143. No. 394.

(৫) Ibid, p. 144, Nos. 397—98.; I. M. C., Vol. I, p. 42, Nos. 1—3.

স্পালিরিষ ও অপর দিকে অয়ের নাম দেখিতে পাওয়া যায় ১। এই জাতীয় রজত মুদ্রাগুলি সর্ব্বপ্রকারে ভনোন ও স্পলহোরের নামযুক্ত রৌপ্য মুদ্রার অনুরূপ। তাম্র মুদ্রাগুলি গোলাকার। ইহাতে একদিকে অশ্বপৃষ্ঠে রাজার মূর্ত্তি এবং গ্রীক্ অক্ষরে স্পালিরিষের নাম ও উপাধি এবং অপর দিকে খরোষ্ঠী অক্ষরে অয়ের নাম ও উপাধি দেখিতে পাওয়া যায় ২। এই জাতীয় দ্বিবিধ মুদ্রায় খরোষ্ঠী অক্ষরে 'মহরজস', 'মহতকস', 'অয়স' লিখিত থাকে। এক জাতীয় মুদ্রায় একদিকে মোঅ ও অপর দিকে অয়ের নাম আছে ৩। ইহা হইতে মুদ্রা-তত্ত্ববিদ্ হোয়াইট্‌হেড অনুমান করেন যে, ভনোনের সহিত অয়ের কোনই সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু অয়ের সহিত একই মুদ্রায় স্পালিরিষের নাম দেখিতে পাওয়া যায়—ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। স্পালিরিষের মুদ্রা দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার সহিত ভনোনের নিকট সম্পর্ক ছিল। এই অবস্থায় ভনোনের সহিত অয়ের সম্পর্ক অথবা পরবর্ত্তিতা অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

অয়ের কোন খোদিত-লিপি কিম্বা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থে তাঁহার নামোল্লেখ পাওয়া যায় নাই। অয়ের বহুবিধ মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভিন্সেণ্ট্ স্মিথ্ অয় নামধারী দুইজন রাজার অস্তিত্ব স্বীকার করেন ৪, কিন্তু শ্রীযুক্ত হোয়াইট্‌হেড এই নামে একাধিক রাজার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন ৫। সার জন মার্শেল কর্ত্তৃক তক্ষশিলার ধ্বংসাবশেষ মধ্যে আবিষ্কৃত একখানি রজত পত্রে

(১) P. M. C., Vol. I, p. 144.
(২) Ibid, No. 396.
(৩) Ibid, p. 93.
(৪) I. M. C., Vol. I, pp. 43, 52.
(৫) P. M. C., Vol. I, p. 93.

উৎকীর্ণ খরোষ্ঠী লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, অয় একটি অব্দ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং খুষণ (কুষণ) বংশীয় কোন রাজার রাজত্ব-কালে এই অব্দের ১৩৫ বর্ষে তক্ষশিলাবাসী জনৈক ব্যক্তি একটি স্তূপে ভগবান্ বুদ্ধের শরীরাংশ রক্ষা করিয়াছিল [১]। অয়ের ত্রয়োদশ প্রকার রজত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে অশ্ব-পৃষ্ঠে শূলহস্তে রাজার মূর্ত্তি ও অপর দিকে রাজদণ্ড হস্তে জুপিটারের মূর্ত্তি আছে [২]। দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় রাজদণ্ডের পরিবর্ত্তে জুপিটারের হস্তে বজ্র আছে [৩]। তৃতীয় প্রকারের মুদ্রায় বজ্রক্ষেপণোদ্যত জুপি-টারের মূর্ত্তি আছে [৪]। চতুর্থ প্রকারের মুদ্রায় একদিকে কশাহস্তে অশ্বপৃষ্ঠে রাজমূর্ত্তি ও অপর দিকে বিজয়াদেবীকে হস্তে ধারণ করিয়া জুপিটারের মূর্ত্তি আছে [৫]। পঞ্চম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে অশ্বপৃষ্ঠে শূলহস্তে রাজার মূর্ত্তি ও অপর দিকে বজ্রহস্তে পালাসের মূর্ত্তি আছে [৬]। ষষ্ঠ প্রকারের মুদ্রায় একদিকে কশাহস্তে অশ্বপৃষ্ঠে রাজার মূর্ত্তি ও অপর দিকে পালাসের মূর্ত্তি, পালাস বামদিকে চর্ম্মহস্তে দণ্ডায়মান [৭]। সপ্তম প্রকারের মুদ্রায় পালাস উভয় হস্ত বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান [৮]। অষ্টম

(১) Journal of the Royal Asiatic Society, 1914, p. 975—76. অনেকে অয়ের অব্দের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান।

(২) P. M. C., Vol. I, p. 104, No. 36.

(৩) Ibid, Vol. I, pp. 104—05, Nos. 41—53.

(৪) Ibid, Vol. I, p. 104, Nos. 37—40; I. M. C., Vol. I, p. 43, Nos. 3—6.

(৫) P. M. C., pp. 106—12, Nos. 54—126.

(৬) Ibid, pp. 112—14, Nos. 127—144; I. M. C., Vol. I, p. 44, Nos. 12—16.

(৭) P. M. C., Vol. I, p. 114, Nos. 145—48.

(৮) Ibid, pp. 114—15, Nos. 149—65.

প্রকারের মুদ্রায় পালাস দক্ষিণ দিকে দণ্ডায়মান ১। নবম প্রকারের মুদ্রায় পালাস উভয় হস্তে মুকুট গ্রহণ করিয়া নিজ মস্তকে স্থাপন করিতেছেন ২। দশম প্রকারের মুদ্রায় পালাসের পরিবর্ত্তে বরুণের (Poseidon) মূর্ত্তি আছে ৩। একাদশ প্রকারের মুদ্রায় একদিকে অশ্বপৃষ্ঠে শূলহস্তে রাজার মূর্ত্তি ও অপর দিকে তালবৃক্ষের শাখা হস্তে দেবীমূর্ত্তি আছে ৪। দ্বাদশ প্রকারের মুদ্রায় দেবীমূর্ত্তির হস্তে তালবৃক্ষের শাখার পরিবর্ত্তে ত্রিশূল আছে ৫। ত্রয়োদশ প্রকারের মুদ্রায় একদিকে জুপিটার ও অপর দিকে বিজয়াদেবীর মূর্ত্তি আছে ৬। অয়ের চতুর্ব্বিংশ প্রকার তাম্র মুদ্রা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে উচ্চাসনে উপবিষ্ট রাজার মূর্ত্তি ও অপর দিকে গ্রীক্ দেবতা হারমিসের (Hermes) মূর্ত্তি আছে ৭। দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় একদিকে সিংহাসনোপবিষ্ট ডিমিটারের (Demeter) মূর্ত্তি ও অপর দিকে হারমিসের মূর্ত্তি আছে ৮। তৃতীয় প্রকারের মুদ্রায় একদিকে হারমিস ও অপর দিকে

(১) Ibid p. 116, No. 166; I. M. C., Vol. I, p. 44, Nos. 17—72.

(২) Ibid, Nos. 9—11; P. M. C., Vol. I, pp. 116—17, Nos. 167—76.

(৩) Ibid, p. 117, Nos. 177—78; I. M. C., Vol. I, p. 43, No. 7.

(৪) P. M. C., Vol. I, pp. 117—18, Nos. 179—84.

(৫) I. M. C., Vol. I, p. 43, No. 8. এই মুদ্রা দ্বাদশ প্রকারের মুদ্রা হইলেও হইতে পারে।

(৬) P. M. C., Vol. I, p. 118, Nos. 185—87; I. M. C., Vol. I, p. 43, Nos. 1—2.

(৭) Ibid, p. 47, Nos. 60—74; P. M. C., Vol. I, pp. 118—20, Nos. 188—208.

(৮) Ibid, p. 120, Nos. 209—17; I. M. C., Vol. I, pp. 46—47, Nos. 49—59.

ডিমিটারের মূর্ত্তি আছে [১]। চতুর্থ প্রকারের মুদ্রায় একদিকে একটি সিংহ ও অপর দিকে ডিমিটারের মূর্ত্তি আছে [২]। পঞ্চম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে অশ্বপৃষ্ঠে রাজার মূর্ত্তি ও অপর দিকে ডিমিটারের মূর্ত্তি আছে [৩]। এই পাঁচ প্রকারের মুদ্রা গোলাকার। ষষ্ঠ প্রকারের মুদ্রায় একদিকে বরুণ ও অপর দিকে একটি রমণী মূর্ত্তি আছে [৪]। সপ্তম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে গদাধারী দেবমূর্ত্তি ও অপর দিকে দেবীমূর্ত্তি আছে [৫]। অষ্টম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে অশ্বপৃষ্ঠে রাজমূর্ত্তি ও অপর দিকে পালাসের মূর্ত্তি আছে [৬]। নবম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে হারকিউলিস ও অপর দিকে একটি অশ্বের মূর্ত্তি আছে [৭]। দশম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে অশ্বপৃষ্ঠে রাজমূর্ত্তি ও অপর দিকে শিলাখণ্ডে উপবিষ্ট হারকিউলিসের মূর্ত্তি আছে [৮]। একাদশ প্রকারের মুদ্রায় একদিকে অশ্বপৃষ্ঠে রাজমূর্ত্তি ও অপর দিকে দণ্ডায়মান হারকিউলিসের মূর্ত্তি আছে [৯]। ষষ্ঠ হইতে একাদশ পর্য্যন্ত এই কয় প্রকারের মুদ্রা চতুষ্কোণ। দ্বাদশ প্রকারের মুদ্রায় একদিকে বৃষ ও অপর দিকে সিংহের মূর্ত্তি আছে [১০]। ত্রয়োদশ প্রকারের মুদ্রায়

(১) P. M. C., Vol. I, p. 121, Nos. 218—19.

(২) Ibid, pp. 121—22, Nos. 220—30.

(৩) Ibid, p. 122, Nos. 231—40.

(৪) Ibid, pp. 122—23, Nos. 241—49; I. M. C., Vol. I, p. 48, Nos. 76—77A.

(৫) P. M. C., Vol. I, p. 123, No. 250.

(৬) Ibid, p. 124, Nos. 251—53.

(৭) Ibid, No. 254.

(৮) Ibid, No. 255; I. M. C., Vol. I, p. 49, Nos. 85—86.

(৯) P. M. C., Vol. I, p. 125, No. 256.

(১০) Ibid, pp. 125—27, Nos. 257—82; I. M. C., Vol. I, pp. 45—46, Nos. 34—48A.

একদিকে হস্তী ও অপর দিকে বৃষের মূর্ত্তি আছে [১]। চতুর্দ্দশ প্রকারের মুদ্রা পূর্ব্ববৎ কিন্তু ইহা চতুষ্কোণ [২]। পঞ্চদশ প্রকারের মুদ্রায় একদিকে অশ্বপৃষ্ঠে রাজার মূর্ত্তি ও অপর দিকে একটি বৃষের মূর্ত্তি আছে [৩]। ইহা চতুষ্কোণ। ষোড়শ প্রকারের মুদ্রা পূর্ব্ববৎ কিন্তু ইহা গোলাকার [৪]। সপ্তদশ প্রকারের মুদ্রায় একদিকে উষ্ট্রপৃষ্ঠে রাজার মূর্ত্তি ও অপর দিকে একটি চমরীর মূর্ত্তি আছে [৫]। ইহা চতুষ্কোণ। অষ্টাদশ প্রকারের মুদ্রায় একদিকে লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি ও অপর দিকে বৃষের মূর্ত্তি আছে—ইহা গোলাকার [৬]। উনবিংশ প্রকারের মুদ্রায় একদিকে গ্রীক্‌দেবতা হেফাইস্‌টোস্ (Hephaistos) ও অপর দিকে একটি সিংহের মূর্ত্তি আছে [৭]। ইহা চতুষ্কোণ। বিংশ প্রকারের মুদ্রায় একদিকে অশ্বপৃষ্ঠে রাজার মূর্ত্তি ও অপর দিকে একটি সিংহের মূর্ত্তি আছে [৮]। একবিংশ প্রকারের মুদ্রায় একদিকে উচ্চাসনোপবিষ্ট রাজার মূর্ত্তি ও অপর দিকে পালাসের মূর্ত্তি আছে [৯]। দ্বাবিংশ প্রকারের মুদ্রায় একদিকে হস্তী ও অপর দিকে সিংহের মূর্ত্তি আছে [১০]। ত্রয়োবিংশ

(১) Ibid, p. 45, Nos. 23—33; P. M. C., Vol. I, p. 127, Nos. 283—89.

(২) Ibid, p. 128, No. 289 A.

(৩) Ibid, pp. 128—29, Nos. 290—303; I. M. C., Vol. I, p. 48, Nos. 79—84.

(৪) P. M. C., Vol. I, p. 129, No. 304.

(৫) Ibid, Nos. 305—07; I. M. C., Vol. I, p. 48, No. 78.

(৬) P. M. C., Vol. I, p. 129, No. 308.

(৭) Ibid, p. 130, No. 309.

(৮) I. M. C., Vol. I, p. 49, No. 87.

(৯) Ibid, p. 48, No. 75.

(১০) P. M. C., Vol. I, p. 131.

প্রকারের মুদ্রায় একদিকে রাজার মূর্ত্তি ও অপর দিকে বিজয়াদেবীকে হস্তে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান জুপিটারের মূর্ত্তি আছে [১]। এই ত্রয়োবিংশ প্রকারের মুদ্রায় একদিকে গ্রীক্ অক্ষরে ও অপরদিকে খরোষ্ঠী অক্ষরে অয়ের নাম ও উপাধি আছে। চতুর্ব্বিংশ প্রকারের মুদ্রা গোলাকার। ইহাতে একদিকে অশ্বপৃষ্ঠে রাজার মূর্ত্তি ও গ্রীক্ অক্ষরে অয়ের নাম ও উপাধি এবং দ্বিতীয় দিকে পালাসের মূর্ত্তি এবং খরোষ্ঠী অক্ষরে "ইন্দ্র-বর্ম্ম পুত্রস অস্পবর্ম্মস স্ত্রতেগস জয়তস" লিখিত আছে। এতদ্ব্যতীত অয়ের আরও দুই এক প্রকার দুষ্প্রাপ্য তাম্র মুদ্রা আছে [২]। মুদ্রা-তত্ত্ববিদ্ হোয়াইট্‌হেড তাহার তালিকা প্রদান করিয়াছেন [৩]। কতক-গুলি রজত ও তাম্র মুদ্রায় একদিকে গ্রীক্ অক্ষরে অয়ের নাম ও উপাধি এবং অপর দিকে খরোষ্ঠী অক্ষরে 'অয়িলিষে'র নাম ও উপাধি আছে [৪]। এই জাতীয় মুদ্রা অতীব দুষ্প্রাপ্য। ইহাতে তিন প্রকারের রৌপ্য ও এক প্রকারের তাম্র মুদ্রা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম প্রকারের রৌপ্য মুদ্রায় একদিকে অশ্বপৃষ্ঠে শূলহস্তে রাজার মূর্ত্তি ও অপর দিকে তালবৃক্ষের শাখা হস্তে দেবীমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় [৫]। দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় অপর দিকে তালবৃক্ষের শাখা হস্তে দেবীমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে বজ্রহস্তে পালাসের মূর্ত্তি আছে [৬]। তৃতীয় প্রকারের মুদ্রায় একদিকে কশা

---

(১) Journal of the Asiatic Society of Bengal. N.S., Vol.VI. p. 562.

(২) I. M. C., Vol. I, pp. 52—54, Nos. 1—27; P. M. C., Vol. I, pp. 130—31, Nos. 310—18.

(৩) Ibid, p. 131.

(৪) Ibid, p. 132.

(৫) Ibid, No. 319.

(৬) Numismatic Chronicle, 1890, p. 150, pl. X, 2. (Coins of the Sakas, pl. VII, 2.)

হস্তে অশ্বপৃষ্ঠে রাজমূর্ত্তি ও অপর দিকে বিজয়াদেবীকে হস্তে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান জুপিটারের মূর্ত্তি আছে [১]। তাম্র মুদ্রায় একদিকে হার্‌কিউলিসের মূর্ত্তি ও অপর দিকে একটি অশ্বের মূর্ত্তি আছে [২]।

অদ্যাবধি অয়িলিষের দশ প্রকার রজত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, সমস্ত মুদ্রাই গোলাকার। প্রথম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে অশ্বপৃষ্ঠে রাজমূর্ত্তি ও অপর দিকে দণ্ডায়মান জুপিটারের মূর্ত্তি আছে [৩]। দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় একদিকে বিজয়াদেবীকে হস্তে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান জুপিটারের মূর্ত্তি ও অপর দিকে শূল ও তালবৃক্ষের শাখা হস্তে অশ্বারোহিদ্বয় (Dioskouroi) [৪] তৃতীয় প্রকারের মুদ্রায় একদিকে বিজয়াদেবীকে হস্তে লইয়া সিংহাসনোপবিষ্ট জুপিটারের মূর্ত্তি ও অপর দিকে পূর্ব্ববৎ অশ্বারোহিদ্বয়ের মূর্ত্তি আছে [৫]। চতুর্থ প্রকারের মুদ্রায় একদিকে অশ্বপৃষ্ঠে রাজার মূর্ত্তি ও অপর দিকে শূলহস্তে সৈনিকদ্বয়ের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় [৬]। পঞ্চম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে অশ্বপৃষ্ঠে রাজার মূর্ত্তি ও অপর দিকে পালাসের মূর্ত্তি আছে [৭]। ষষ্ঠ প্রকারের মুদ্রায় পালাসের মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় [৮]। সপ্তম প্রকারের মুদ্রায় লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে অজ্ঞাতনামা দেবতা ও দেবীর মূর্ত্তি দেখিতে

---

(১) B. M. C., p. 92, No. 1, pl. XX, 3.

(২) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Numismatic Supplement, XIV. N. S., Vol.VI. p. 562.

(৩) P. M. C., Vol. I, p. 133, Nos. 320—22.

(৪) Ibid, Nos. 323—24.

(৫) Ibid, p. 134, Nos. 325—26.

(৬) Ibid, Nos. 327—28.

(৭) Ibid, p. 135, No. 331 ; I. M. C., Vol. I, p. 49, Nos. 1—2.

(৮) P. M. C., Vol. I, p. 135, Nos. 332—33.

পাওয়া যায়[১]। অষ্টম প্রকারের মুদ্রায় দেব ও দেবীর মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে নগর দেবতার মূর্ত্তি আছে[২]। নবম প্রকারের মুদ্রায় নগর দেবতার মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে তালবৃক্ষের শাখা হস্তে দেবী মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়[৩]। দশম প্রকারের মুদ্রায় দেব ও দেবীর পরিবর্ত্তে শূলহস্তে দণ্ডায়মান সৈনিকের মূর্ত্তি আছে[৪]। অয়িলিষের সর্ব্বসমেত দ্বাদশ প্রকারের তাম্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে; তন্মধ্যে সাত প্রকার সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে অশ্বপৃষ্ঠে রাজার মূর্ত্তি ও অপর দিকে শিলাখণ্ডে উপবিষ্ট নগ্ন হার্‌কিউলিসের মূর্ত্তি আছে[৫]। দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় একদিকে দণ্ডায়মান হার্‌কিউলিসের মূর্ত্তি ও অপর দিকে একটি অশ্বের মূর্ত্তি আছে[৬]। তৃতীয় প্রকারের মুদ্রায় অপর দিকে অশ্বের পরিবর্ত্তে বৃষের মূর্ত্তি আছে[৭]। চতুর্থ প্রকারের মুদ্রায় বৃষের পরিবর্ত্তে হস্তীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়[৮]। পঞ্চম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে হস্তীর মূর্ত্তি ও অপর দিকে বৃষের মূর্ত্তি আছে[৯]। ষষ্ঠ প্রকারের মুদ্রায় একদিকে দণ্ডায়মান রাজার মূর্ত্তি ও অপর দিকে দেবীমূর্ত্তি আছে[১০]। সপ্তম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে

---

(১) Ibid, p. 334—35.

(২) Ibid, p. 136, No. 336.

(৩) Ibid, pp. 136—38, Nos. 337—52; I. M. C., Vol. I, pp. 49—50, Nos. 3—6.

(৪) P. M. C. Vol. I, p. 134, Nos. 329—30.

(৫) Ibid, p. 138, Nos. 353—56.

(৬) Ibid, No. 357.

(৭) Ibid, p. 139, Nos. 358—60; I. M. C., Vol. I, p. 50, Nos. 7—8.

(৮) P. M. C., Vol. I, p. 139, Nos. 361—62.

(৯) Ibid, No. 363—64.

(১০) Ibid, p. 140, Nos. 365—68.

দণ্ডায়মান গ্রীক্‌দেবতা হেফাইস্‌টোসের (Hephaistos) মূর্ত্তি ও অপর দিকে একটি সিংহের মূর্ত্তি আছে [১]। অয়িলিষের দুষ্প্রাপ্য পাঁচ প্রকারের মুদ্রার তালিকা শ্রীযুক্ত হোয়াইট্‌হেড কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে [২]।

মোঅ, ভনোন, অয়, অয়িলিষ প্রভৃতি শকরাজগণের মুদ্রার পরে মুদ্রা-তত্ত্ববিদ্‌গণ মুদ্রার আকারের উপরে নির্ভর করিয়া গুদুফর প্রমুখ পারদবংশীয় রাজগণের মুদ্রার কালনির্দ্দেশ করিয়া থাকেন [৩]। অয়ের এক প্রকার তাম্র মুদ্রায় অয়ের সহিত স্ত্রতেগ (সেনাপতি, Strategos) ইন্দ্রবর্ম্মার পুত্র অস্পবর্ম্মার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। গুদুফরের কতকগুলি মিশ্রধাতু-নির্ম্মিত মুদ্রায় একদিকে গুদুফরের নাম ও অপর দিকে ইন্দ্রবর্ম্মার পুত্র অস্পবর্ম্মার নাম আছে [৪]। মুদ্রা-তত্ত্ববিদ্‌ হোয়াইট্‌হেড মুদ্রার আকার দেখিয়া এইগুলি গুদুফরের মুদ্রা বলিয়া স্থির করিয়াছেন [৫]। কারণ ইহার প্রথম দিকে যে গ্রীক্‌ অক্ষরগুলি আছে, তাহা এত অশুদ্ধ যে তাহার পাঠোদ্ধার অসম্ভব। শ্রীযুক্ত হোয়াইট্‌হেডের এই অনুমান সত্য হইলে অয় বা অয়িলিষের অব্যবহিত পরে গুদুফরের কাল নির্দ্দেশ করিতে হয়। পূর্ব্বে 'শকাধিকার কাল ও কণিষ্ক' নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, গুদুফরের 'তখ্‌ত-ই-বাহাই' শিলালিপির অক্ষর কণিষ্ক ও হুবিষ্কের রাজ্যকালের খরোষ্ঠী অক্ষর অপেক্ষা

(১) Ibid, Nos. 369—71.
(২) Ibid, p. 141.
(৩) Indian Coins, p. 15.
(৪) P. M. C., Vol. I, p. 150.
(৫) Ibid, Foot Note, 1.

প্রাচীন নহে [১]। কিন্তু খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের উপরে বিশ্বাস করিয়া প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ এই মত গ্রহণ করিতে পারেন নাই [২]। খৃষ্টের শিষ্য টমাস্ গুডুফরের রাজ্যকালে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন—এই প্রবাদের উপরে নির্ভর করিয়া তাঁহারা খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে গুডুফরের কাল নির্দ্দেশ করিতে চাহেন [৩]; কিন্তু প্রত্ন-লিপি-তত্ত্বের ফলানুসারে ইহা অসম্ভব। মুদ্রা ব্যতীত "হৈমপ্রবাদ" (Legenda aurea—Golden Legend) নামক খৃষ্টশিষ্য টমাসের ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধীয় গ্রন্থে [৪] এবং 'তখ্‌ত-ই-বাহাই' নামক স্থানে আবিষ্কৃত কোন অব্দের ১০৩ বর্ষে এবং গুডুফরের ২৬শ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপিতে [৫] গুডুফরের নাম পাওয়া গিয়াছে। গুডুফরের কোন রজত মুদ্রা অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে মিশ্র ধাতু ও তাম্রনির্ম্মিত তাঁহার বহু মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার মিশ্র ধাতু নির্ম্মিত মুদ্রা সপ্ত প্রকার। প্রথম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে অশ্বপৃষ্ঠে রাজমূর্ত্তি ও অপর দিকে দণ্ডায়মান জুপিটারের মূর্ত্তি আছে [৬]। দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় জুপিটারের মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে পালাসের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় [৭]। এই দুই প্রকারের মুদ্রায় গ্রীক্ ও খরোষ্ঠী উভয় জাতীয় অক্ষরে গুডুফরের নাম ও উপাধি লিখিত আছে। তৃতীয় প্রকারের মুদ্রায় একদিকে

(১) Indian Antiquary, 1908, pp. 47—48 ; সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৪শ ভাগ, অতিরিক্ত সংখ্যা, পৃঃ ৩৫।

(২) Journal of the Royal Asiatic Society, 1907, p. 1039.

(৩) Bishop Medlycott's India and the Apostle Thomas. pp. 1-17.

(৪) V. S. Smith's Early History of India. pp. 231—32.

(৫) Journal Asiatique, 8 me Série, tom. 15, 1890, pt. 1, p. 119, et la planche.

(৬) P. M. C., Vol. I, p. 146, Nos. 1—7.

(৭) Ibid, p. 150, No. 38 ; I. M. C., Vol. I, p. 54, No. 1.

অশ্বপৃষ্ঠে রাজার মূর্ত্তি ও অপর দিকে দণ্ডায়মান জুপিটারের মূর্ত্তি আছে; কিন্তু খরোষ্ঠী অক্ষরে "জয়তস ত্রতরস ইন্দ্রবর্ম্মপুত্রস স্ত্রতেগস অস্পবর্ম্মস" লিখিত আছে [১]। চতুর্থ ও পঞ্চম প্রকারের মুদ্রায় অপর দিকে খরোষ্ঠী অক্ষরে গুডুফরের নাম ও উপাধির পরে "সস" নামক জনৈক রাজার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই "সস" সেনাপতি অস্পবর্ম্মার ভ্রাতুষ্পুত্র। কারণ তক্ষশিলার ধ্বংসাবশেষ মধ্যে আবিষ্কৃত একটি রজত মুদ্রায় "মহরজস অস্পভত পুত্রস ত্রতরস সসস" লিখিত আছে [২]। চতুর্থ প্রকারের মুদ্রা সর্ব্বপ্রকারে প্রথম প্রকারের মুদ্রার অনুরূপ, কেবল ইহার যেদিকে খরোষ্ঠী লিপি আছে সেইদিকে গুডুফরের নামের পরে সসের নাম আছে [৩]। পঞ্চম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে অশ্বপৃষ্ঠে রাজমূর্ত্তি ও অপর দিকে বিজয়াদেবীকে হস্তে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান জুপিটারের মূর্ত্তি আছে [৪]। ষষ্ঠ প্রকারের মুদ্রায় একদিকে অশ্বপৃষ্ঠে রাজমূর্ত্তি ও অপর দিকে ত্রিশূল হস্তে মহাদেবের মূর্ত্তি আছে [৫]। সপ্তম প্রকারের মুদ্রা ষষ্ঠ প্রকারের অনুরূপ, কেবল ইহাতে শিবের দক্ষিণ হস্তের পরিবর্ত্তে বাম হস্তে ত্রিশূল আছে [৬]। সাধারণতঃ গুডুফরের তিন প্রকার তাম্র মুদ্রা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে রাজার মস্তক ও অপর দিকে পালাসের মূর্ত্তি আছে [৭]।

---

(১) P. M. C., Vol. I, 150, Nos. 35—37.

(২) Journal of the Royal Asiatic Society, 1914, p. 980.

(৩) P. M. C., Vol. I, pp. 147—48, Nos. 8—19; I. M. C., Vol. I, pp. 54—55, No. 2—6.

(৪) Ibid, p. 55, Nos. 7—11; P. M. C., Vol. 1, pp. 148—49, Nos. 20—34.

(৫) Ibid, p. 151, Nos. 40—44;

(৬) Ibid, p. 152, Nos. 45—46.

(৭) Ibid, p. 151, Nos. 39—41.

দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় একদিকে রাজার মস্তক ও অপর দিকে বিজয়া দেবীর মূর্ত্তি আছে [১], এই দুই প্রকারের মুদ্রা গোলাকার। তৃতীয় প্রকারের মুদ্রা চতুষ্কোণ এবং ইহার একদিকে অশ্বপৃষ্ঠে রাজার মূর্ত্তি ও ও অপর দিকে গুদুফরের চিহ্ন বা লাঞ্ছন আছে [২]। এতদ্ব্যতীত গুদুফরের আরও কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য তাম্র মুদ্রা আছে, মুদ্রা-তত্ত্ববিদ্ হোয়াইট্‌হেড সেইগুলির তালিকা সঙ্কলন করিয়াছেন [৩]।

গুদুফরের পরে অবদগশ (Abdagases) নামক জনৈক রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইনি গুদুফরের ভ্রাতুষ্পুত্র, কিন্তু ইনি গুদুফরের কতকাল পরে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি জানিতে পারা যায় নাই। কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থে বা শিলালিপিতে অদ্যাবধি অবদগশের নাম আবিষ্কৃত হয় নাই। ইঁহার দুই প্রকারের মিশ্র ধাতুর ও এক প্রকারের তাম্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে অশ্বপৃষ্ঠে রাজমূর্ত্তি ও অপর দিকে জুপিটারের মূর্ত্তি আছে [৪]। দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় একদিকে অশ্বপৃষ্ঠে রাজমূর্ত্তি ও অপর দিকে বিজয়াদেবীকে হস্তে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান জুপিটারের মূর্ত্তি আছে [৫]। এই দুই প্রকারের মুদ্রায় একদিকে গ্রীক্ অক্ষরে অবদগশের নাম ও উপাধি এবং অপরদিকে খরোষ্ঠী অক্ষরে "মহরজস রজতিরজস গদফর ভ্রতপুত্রস

---

(১) I. M. C., Vol. I, p. 56, Nos. 12—18; P. M. C., Vol. I, p. 152, Nos. 47—59.

(২) Ibid, p. 153.

(৩) Ibid.

(৪) I. M. C., Vol. I, p. 57, No. 2; P. M. C., Vol. I, pp. 153—54, Nos. 61—63.

(৫) Ibid, p. 154, Nos. 64—65; I. M. C., Vol. I, p. 57, No. 3.

অবদগশস" লিখিত আছে [১]। তাম্র মুদ্রার একদিকে রাজার মস্তক ও অপর দিকে বিজয়াদেবীর মূর্ত্তি আছে, কিন্তু খরোষ্ঠী লিপিতে 'গদফর ভ্রতপুত্রস' বিশেষণটি দেখিতে পাওয়া যায় না [২]। ইঁহার পরে অর্থাগ্ন (Orthagnes) বা গুদ্রণ [৩], সনবর [৪] (Sanabares), পকুর [৫] (Pakores) প্রভৃতি রাজগণের মুদ্রা হইতে তাঁহাদিগের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। অর্থাগ্ন বা গুদ্রণের সহিত সম্ভবতঃ গুডুফরের কোন সম্পর্ক ছিল, কারণ ইঁহার কতকগুলি তাম্র মুদ্রায় 'গুডুফরস গুদণ' বিশেষণ আছে [৬], কিন্তু ইহার অর্থ কি অদ্যাবধি তাহা নির্ণীত হয় নাই।

মোঅ, অয় প্রভৃতি পারদবংশীয় রাজগণের অধঃপতনের সময়ে তাঁহাদিগের প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ স্বনামে মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ করিয়াছিলেন [৭]। ইঁহাদিগের মধ্যে জিহুনিয় (Zeionises), আর্ত্তের পুত্র খরওস্ত (Kharahostes), হগান, হগামাষ, রাজুবুল বা রাজুল এবং শোডাসের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে রাজুবুল ও শোডাসের নাম মথুরায় আবিষ্কৃত কতকগুলি শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় [৮]। এই সকল শিলালিপির অক্ষর দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়

---

(১) প্রথম প্রকারের মুদ্রায় 'রজতিরজস' স্থানে 'ত্রতরস' লিখিত আছে।

(২) I. M. C., Vol. I, pp. 154—55, Nos. 66—71.

(৩) Ibid, pp. 155—56; I. M. C., Vol. I, pp. 57—58.

(৪) B. M. C., p. 113.

(৫) I. M. C., Vol. I, p. 58, Nos. 1—8; P. M. C., Vol. I. pp. 156—57, Nos. 76—81.

(৬) Ibid, p. 155, Note 1.

(৭) Indian Coins, pp. 8—9.

(৮) Epigraphia Indica, Vol. II, p. 199, No. 2; Ibid, vol. IX, p. 246; Cunningham, Archaeological Survey Reports, Vol. XX, p. 48, pl. V. 4.

যে, রাজুবুল এবং শোডাস কণিষ্ক, হুবিষ্ক ও বাসুদেব প্রভৃতি কুষণবংশীয় রাজগণের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং তাঁহারা খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর পরবর্ত্তী কালের লোক হইতে পারেন না। জিহুনিয়ের রজত ও তাম্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। রজত মুদ্রা সমূহের একদিকে অশ্বপৃষ্ঠে রাজমূর্ত্তি ও অপর দিকে নগর দেবতা কর্ত্তৃক রাজার অভিষেকের চিত্র আছে [১]। এই সকল মুদ্রার অপর দিকে খরোষ্ঠী অক্ষরে "মণিগুলস ছত্রপস পুত্রস ছত্রপস জিহুনিঅস" লিখিত আছে। জিহুনিয়ের দুই প্রকার তাম্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে একটি বৃষ ও অপর দিকে একটি সিংহের মূর্ত্তি আছে [২], দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় একদিকে হস্তী ও অপর দিকে বৃষের মূর্ত্তি আছে [৩]। খরওস্তের তাম্র মুদ্রাই আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহা দ্বিবিধ। প্রথম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে অশ্বপৃষ্ঠে রাজমূর্ত্তি ও অপর দিকে সিংহের মূর্ত্তি আছে [৪]। দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় সিংহের মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে দেবমূর্ত্তি আছে [৫]। এই দুই প্রকারের মুদ্রার অপর দিকে খরোষ্ঠী অক্ষরে "ছত্রপস প্র খরওস্তস অর্টস্ পুত্রস' লিখিত আছে। হগান, হগামাষ, রাজুবুল এবং শোডাসের মুদ্রা মথুরায় অধিক পরিমাণে আবিষ্কৃত হয় বলিয়া ইঁহারা ক্রমশঃ মথুরার ক্ষত্রপ (Satrap) নামে পরিচিত হইয়া পড়িয়াছেন। কতকগুলি

(১) P. M. C., Vol. I. p. 157, Nos. 82—83; I. M. C., Vol. I, pp. 58—51, No. 1.

(২) Ibid, p. 59, Nos. 2—7; P. M. C., Vol. I, p. 158, Nos. 84—90.

(৩) Ibid, No. III.

(৪) Ibid, p. 159, Nos. 91—92.

(৫) Ibid, No. 93.

তাম্র মুদ্রায় হগান ও হগামাষের নাম একত্র দেখা যায়[১]। আবার কতকগুলি তাম্র মুদ্রায় কেবল হগামাষের নামই দেখিতে পাওয়া যায়[২]। এই সমস্ত মুদ্রায় গ্রীক্ লিপির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। রাজুবুলের মিশ্রধাতু, তাম্র এবং সীসক-নির্ম্মিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। মিশ্র ধাতু নির্ম্মিত মুদ্রায় একদিকে রাজার মস্তক ও অপর দিকে পালাসের মূর্ত্তি আছে[৩]। তাম্র নির্ম্মিত মুদ্রায় দুইদিকেই দেবী মূর্ত্তি আছে[৪]। সীসক-নির্ম্মিত মুদ্রায় একদিকে সিংহ ও অপর দিকে হার্‌কিউলিসের মূর্ত্তি আছে[৫]। রাজুবুলের মুদ্রায় প্রথম দিকে অশুদ্ধ গ্রীক্ লিপি দেখিতে পাওয়া যায়। মথুরায় আবিষ্কৃত একখানি খোদিতলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, শোডাস রাজুবুলের পুত্র[৬]। শোডাসের এক প্রকার তাম্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার একদিকে অজ্ঞাতনামা দেবীমূর্ত্তি ও অপর দিকে লক্ষ্মীমূর্ত্তি আছে[৭]। এই সকল মুদ্রায় গ্রীক্ অক্ষরের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না।

মুদ্রা-তত্ত্ববিদ্‌গণ হেরঅ (Heraos)[৮], হিরকোড (Hyr-

---

(১) I. M. C., Vol. I, p. 195, Nos. 1—6; Cunningham's Coins of Ancient India, p. 87.

(২) Ibid; I. M. C., Vol., I, pp. 195—96, Nos. 1—10.

(৩) P. M. C., Vol. I, p. 166, Nos. 130—32; I. M. C., Vol. I, p. 196, Nos. 1—2.

(৪) Ibid, No. 3.

(৫) P. M. C., Vol. I. p. 166, No. 133.

(৬) Cunningham Archaeological Survey Reports, Vol. XX, p. 48; Coins of Ancient India, p. 87.

(৭) I. M. C., Vol. I, pp. 196—97, Nos. 1—6.

(৮) P. M. C., Vol. I, pp. 163—64, Nos. 115—17; I. M. C., Vol. I, p. 94, No. 1.

kodes)[১], সপলেজ (Sapaleizes)[২], সেইগাচারি (Phseiga-charis)[৩], প্রভৃতি কয়েকজন রাজার নাম মুদ্রার তালিকায় প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া থাকেন; কিন্তু ইঁহারা যে ভারতীয় রাজা তাহার কোন প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। ইঁহাদিগের মুদ্রা সমূহে কেবল গ্রীক্ ভাষা ও গ্রীক্ অক্ষরই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং সম্ভবতঃ ইঁহারা শকস্তান বা পারস্যের শক জাতীয় রাজা। পঞ্জাবে ও আফ্‌গানিস্তানে এক জাতীয় তাম্র মুদ্রা পাওয়া যায়; তাহার অধিকাংশগুলিতে কেবল গ্রীক্ অক্ষরের ব্যবহার দেখা যায়[৪], কিন্তু কোন কোন মুদ্রায় গ্রীক্ ও খরোষ্ঠী উভয় বর্ণমালাই ব্যবহৃত হইয়াছে[৫]। এই সমস্ত মুদ্রায় কেবল রাজার উপাধি পাওয়া যায়, কিন্তু নাম পাওয়া যায় না। রেপসন্ ইঁহাকে কুষণ বংশীয় রাজা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন[৬] কিন্তু ভিন্সেণ্ট্ স্মিথ্ ও হোয়াইট্‌হেড পারদবংশীয় রাজগণের তালিকা মধ্যে এই সকল মুদ্রার বিবরণ প্রদান করিয়াছেন[৭]। ইনি মুদ্রা-তত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ সমূহে নামহীন রাজা বলিয়া পরিচিত[৮]।

---

(১) Ibid, pp. 93–94, Nos. 1—11; P. M. C., Vol. I, pp. 164—65, Nos. 118—28.

(২) Ibid, p. 166; I. M. C., Vol. I, p. 94, Nos. 1—2,

(৩) P. M. C., Vol. I, p. 166, No. 129,

(৪) Ibid, p. 160, Nos. 94—95; pp. 161—63, Nos. 100—12.

(৫) Ibid, pp. 160—61, Nos. 96—99; I M. C., Vol. I, p. 61, Nos. 32—34.

(৬) Indian Coins—p. 16.

(৭) I. M. C., Vol. I, p. 59; P. M. C., Vol. I, p. 160.

(৮) Indian Coins, p. 16.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিদেশীয় মুদ্রার অনুকরণ।

(গ) কুষণ বংশীয় রাজগণের মুদ্রা।

প্রতীচ্য ঐতিহাসিক জষ্টিন্ (Justin) লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, খৃষ্ট পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভিন্ন ভিন্ন শক জাতির আক্রমণে বাহ্লীকে (Bactria) ও শকস্থানে (Soghdiana) গ্রীক্‌রাজগণের অধিকার লোপ হইয়াছিল। চীন দেশীয় প্রথম হন্ রাজবংশের ইতিহাস হইতে অবগত হওয়া যায় যে, খৃষ্ট পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে বাহ্লীক আক্রমণকারী বর্ব্বর জাতির নাম ইউচি। এই যাযাবর জাতি প্রথমে চীন দেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বাস করিত। ইহাদিগের পার্শ্বে হিউং-নু নামক আর একটি পরাক্রান্ত যাযাবর জাতি বাস করিত। ইহারা পরবর্ত্তী কালে প্রতীচ্য হন্ (Hun) এবং ভারতবর্ষে হূণ নামে পরিচিত হইয়াছিল। ২০১ এবং ১৬৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে ইউচি জাতি হিউং-নু জাতি কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া তাহাদিগের পূর্ব্বতন আবাস ভূমি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। হিউচিগণ পশ্চিম দিকে পলায়ন করিয়া বক্ষু (Oxus) নদীর তীর অধিকার করিয়াছিল। চীন রাজদূত চাং-কিয়ান্ ১২৬—১১৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের মধ্যে কোন সময়ে তাহাদিগকে বক্ষু নদীর উত্তর তীরে দেখিয়াছিলেন। ইহার অতি অল্পকাল পরে ইউচিগণ বক্ষু পার হইয়া

বাহ্লীক দেশের রাজধানী অধিকার করিয়াছিল। এই সময়ে তাহাদিগের অধিকার পশ্চিমে পারদ রাজ্য ও পূর্ব্বে কাবুলের উপত্যকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই স্থানে ইউচি জাতি পাচটি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল। এই ঘটনার শতাধিক বর্ষ পরে ইউচি জাতির কুই-শুয়াং শাখার অধিপতি কিউ-চিউ-কিও ইউচি জাতির পাচটি শাখা একত্র করিয়া হিন্দুকুশ পর্ব্বতের পূর্ব্ব দিকস্থ কতকগুলি প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। অশীতি বর্ষ বয়সে কিউ-চিউ-কিওর মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র য়েন-কাও-চিং-তাই ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া তাঁহার সেনাপতিগণকে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ শাসন করিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। চীন দেশের দ্বিতীয় হন্ রাজ-বংশের ইতিহাসে ইউচি জাতি কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ অধিকারের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ আরমেণিয়া দেশের প্রাচীন ইতিহাসে উল্লিখিত কুষণবংশ ও চৈনিক ইতিহাসে কুই-শুয়াং বংশের একত্ব নির্ণয় করিলে, স্থির হইয়াছিল যে, কাবুলের গ্রীক্ রাজ্য বিনাশকারী কিউ-চিউ-কিও ও মুদ্রা সমূহের কুজুলকদফিস বা কুযুলকদফিস একই ব্যক্তি[১]। মুদ্রা-তত্ত্ববিদ্গণ অনুমান করেন যে, কুযুলকস, কুযুলককস এবং কুযুল-কদফিস একই ব্যক্তির নাম[২]। কিউ-চিউ-কিওর পুত্র য়েন-কাও-চিং-তাই ও মুদ্রা সমূহের বিমকপিশ বা Ooemo-Kadphises একই ব্যক্তি। বিমকপিশ বা বিমকদফিসের উত্তরাধিকারিগণ সম্বন্ধে প্রত্ন-তত্ত্ববিদ্গণের মধ্যে মতভেদ আছে। রেপসন, টমাস, স্মিথ্ প্রমুখ পণ্ডিতগণের মতানুসারে কণিষ্ক বিমকদফিসের উত্তরাধিকারী এবং তাঁহার পরে বাসিষ্ক,

---

(১) White Huns and Kindred Tribes in the History of the Northwest-Frontier. Indian Antiquary, 1905. pp.75—76

(২) P. M. C., Vol. I, p. 173.

হুবিষ্ক ও বাসুদেব কুষণ সাম্রাজ্যের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন[১]। ফ্লিট, কেনেডি প্রভৃতি প্রত্ন-তত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন যে, কণিষ্ক হইতে বাসুদেব পর্য্যন্ত কুষণ রাজগণ কুযুলকদফিসের পূর্ব্ববর্ত্তী[২]। "শকাধিকার-কাল ও কণিষ্ক" নামক প্রবন্ধে আমি এই বিষয়ে ফ্লিট ও কেনেডির মত অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে না পারিয়া রেপসন ও স্মিথের মত গ্রহণ করিয়াছি[৩]।

মুদ্রা-তত্ত্ববিদ্‌গণ একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, কুষণবংশীয় রাজগণের সুবর্ণ মুদ্রা[৪] ওজন এবং আকারে রোমক সুবর্ণ মুদ্রার অনুরূপ। রোমক সুবর্ণ মুদ্রা জুলিয়াস্-সিজারের রাজ্যকাল হইতেই রীতিমত মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত কেনেডি প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, কণিষ্কের সুবর্ণ মুদ্রা জুলিয়াস্-সিজারের সুবর্ণ মুদ্রা অপেক্ষা প্রাচীন এবং উহা মাকিদনীয় মুদ্রাঙ্কনের রীতি অনুসারে মুদ্রিত, সুতরাং কুষণ-বংশীয় সুবর্ণ মুদ্রা রোমক সুবর্ণ মুদ্রার অনুকরণ হইতে পারে না[৫]।

কুযুল বা কুজুলকদফিসের কেবল তাম্র মুদ্রাই আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার কতকগুলি মুদ্রা হেরময়ের একপ্রকার তাম্র মুদ্রার অনুরূপ। ইহার একদিকে রাজার মস্তক ও অপর দিকে হার্‌কিউলিসের মূর্ত্তি আছে, এবং ইহাতে গ্রীক্ অক্ষরে হেরময়ের নাম ও অপর দিকে খরোষ্ঠী অক্ষরে

---

(১) Journal of the Royal Asiatic Society, 1913, p. 912; Indian Coins, pp. 16—18; I. M. C., Vol. I, pp. 65—69.

(২) Journal of the Royal Asiatic Society, 1913, pp. 969—71.

(৩) Indian Antiquary 1908, p. 50; সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৪শ ভাগ, অতিরিক্ত সংখ্যা, পৃঃ ৩৯।

(৪) Journal of the Royal Asiatic Society, 1913, p. 941.

(৫) Ibid, 1912, p. 999; 1913, p. 935.

কুযুলকদফিসের নাম আছে[১]। মুদ্রা-তত্ত্ববিদ্‌গণ ইহা হইতে অনুমান করিয়া থাকেন যে, হেরময় তাঁহার রাজ্যের শেষভাগে কুষণ রাজের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কুযুলকদফিসের সময়ের কোন খোদিত-লিপি অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। চৈনিক ইতিহাস-কারগণের উক্তির উপরে নির্ভর করিয়া বলা যাইতে পারে যে, কুযুলকদফিস খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভেই ইউচি জাতির পঞ্চশাখা একত্র করিয়া কাবুল অধিকার করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত স্মিথ্ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, কুযুলকদফিস খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে অনুমান ৪৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন[২]। কিন্তু তিনি এই মত ত্যাগ করিয়া আমার মতই গ্রহণ করিয়াছেন[৩]। শ্রীযুক্ত টমাসও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন, কারণ তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, কিউ-চিউ-কিও অশীতিবর্ষ বয়সে অনুমান ৪০ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন[৪]।

কুযুলকদফিসের স্বনামাঙ্কিত ছয় প্রকার তাম্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে হেরময়ের মস্তক ও অপর দিকে দণ্ডায়মান হারকিউলিসের মূর্ত্তি আছে। উভয় দিকেই কুযুলকদফিসের নাম ও উপাধি আছে[৫]। এই জাতীয় মুদ্রা সর্ব্বপ্রকারে হেরময় ও কুযুলকদফিসের যুক্ত-নামাঙ্কিত মুদ্রার অনুরূপ। কেবল গ্রীক্ অক্ষরে হেরময়ের নাম ও উপাধির পরিবর্ত্তে কুযুলকদফিসের নাম ও উপাধি লিখিত হইয়াছে।

---

(১) P. M. C., Vol, I, pp. 178–179, Nos. 1–7; I. M. C., Vol. I. pp. 33–34, Nos. 1–15.

(২) I. M. C., Vol. I, p. 64,

(৩) Early History of India (3rd. Edition) pp. 250—251 Note 1.

(৪) Journal of the Royal Asiatic Society, 1913, p. 629.

(৫) P. M. C., Vol. I, p. 179, Nos, 8—15; I. M. C., Vol. I. pp. 65–66, Nos. 1—4.

দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় একদিকে শিরস্ত্রাণ-পরিহিত রাজার মস্তক ও অপর দিকে মাকিদন দেশের পদাতিক সেনার মূর্ত্তি আছে[১]। তৃতীয় প্রকারের মুদ্রা রোমক সম্রাট্ আগষ্টসের মুদ্রার অনুকরণ, ইহাতে একদিকে আগষ্টসের মস্তক ও অপর দিকে উচ্চাসনে উপবিষ্ট রাজার মূর্ত্তি আছে[২]। চতুর্থ প্রকারের মুদ্রায় একদিকে বৃষ ও অপর দিকে একটি উষ্ট্রের মূর্ত্তি আছে[৩]। পঞ্চম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে আগষ্টসের মস্তক ও অপর দিকে গ্রীক্‌দেশীয় বিজয়াদেবীর মূর্ত্তি আছে[৪]। ষষ্ঠ প্রকারের মুদ্রায় একদিকে অভয় বা বরদ মুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধের এবং অপর দিকে জুপিটারের মূর্ত্তি আছে[৫]। এই সকল তাম্র মুদ্রায় যে গ্রীক্ ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা অত্যন্ত অশুদ্ধ। কদফিসের নাম Kadphizou অথবা Kadaphes লিখিত আছে[৬]। খরোষ্ঠী অক্ষরে কদফিসের নামের পূর্ব্বে বা পরে 'কুষণয়বুগসধ্রমঠিদস' লিখিত থাকে। কদফিসের নাম এই সকল মুদ্রায় ভিন্ন প্রকারে লিখিত থাকে ;—

(১) মহরয়সরয়রয়স দেবপুত্রস কুয়ুলকরকফ্সস

(২) কুয়ুলকরকপস মহরয়স রয়তিরয়স

(৩) মহরজস মহতস কুষণ কুয়ুলকফ্স

(৪) মহরজস রজতিরয়স কুয়ুলকফ্স[৭]

---

(১) Ibid, p. 66. No. 5.

(২) Ibid, pp. 66—67, Nos. 6—15 ; P.M. C., Vol. I, p. 181. Nos. 24—28.

(৩) Ibid, p. 180, Nos. 16—23 ; I. M. C., Vol. I. p. 67, Nos. 16—24.

(৪) Cunningham's Coins of the Kushans, p. 65.

(৫) P. M. C., Vol. I, pp. 181—182, Nos. 29—30.

(৬) Ibid, pp. 178—181.

(৭) I. M. C., Vol. I, p. 67. Note 1.

(৫) (মহরজস রজতিরজস) কুজুলকসস কুষণ যবুগস ধ্রমঠিদশ[১]

কুযুলকদফিসের পুত্র য়েন-কাউ-চিং-তাই বা বিমকদফিসের রাজত্বকাল হইতে সম্ভবতঃ কুষণ রাজগণ স্বুবর্ণমুদ্রার মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ করিয়াছিলেন। বিমকদফিসের কতকগুলি অতি বৃহদাকারের স্বুবর্ণ মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই জাতীয় পাঁচ প্রকারের স্বর্বর্ণ মুদ্রা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে রাজা শিরস্ত্রাণ ও স্বুদীর্ঘ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া খট্টায় উপবিষ্ট এবং অপর দিকে মহাদেব ত্রিশূল হস্তে লইয়া বৃষের পার্শ্বে দণ্ডায়মান[২]। দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় একদিকে রাজা মুকুট ও শিরস্ত্রাণ পরিধান করিয়া মেঘের উপরে উপবিষ্ট ও অপর দিকে মহাদেব পূর্ব্ববৎ বৃষের পার্শ্বে দণ্ডায়মান আছেন[৩]। তৃতীয় প্রকারের মুদ্রায় প্রথম দিকে চতুষ্কোণ ক্ষেত্রে রাজার মস্তক আছে[৪]। চতুর্থ[৫] ও পঞ্চম[৬] প্রকারের মুদ্রার বিস্তৃত বিবরণ অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই। এই সকল মুদ্রা ডবল ষ্টেটার (Double Stater) নামে অভিহিত। ইহার একদিকে গ্রীক্ অক্ষরে Basileus Ooemo Kadphises এবং অপরদিকে খরোষ্ঠী অক্ষরে—"মহরজস রজতিরস সর্ব্বলোক ঈশ্বরস মহিশ্বরস বিম কঠ্‌ফিসস" লিখিত আছে। ষ্টেটার

---

(১) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, (New Series) Vol. IX. p. 81.

(২) P. M. C., Vol. I. p. 183, No. 31.

(৩) Ibid, p. 214, No. ii ; B. M. C., p. 124, No. 2.

(৪) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, (New Series) Vol. VI, p. 564.

(৫) Cunningham's Coins of the Kushans, pl. XV. 3.

(৬) Ibid, pl. XV. 5,

নামে পরিচিত ক্ষুদ্রতর স্বর্ণ মুদ্রায় একদিকে রাজার মস্তক ও অপরদিকে ত্রিশূলহস্তে দণ্ডায়মান শিবের মূর্ত্তি আছে [১]। ইহার অর্দ্ধেক ওজনের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম স্বর্ণ মুদ্রায় একদিকে চতুষ্কোণ ক্ষেত্রে রাজার মুখ ও অপরদিকে বেদীর উপরে ত্রিশূল দেখিতে পাওয়া যায় [২]। বিমকদফিসের একটি মাত্র রজত মুদ্রা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে [৩]। মুদ্রা-তত্ত্ববিদ্ হোয়াইট্‌হেড অনুমান করেন যে, ইহা মুদ্রা নহে, স্বর্ণ বা তাম্র মুদ্রার ছাঁচ পরীক্ষা করিবার জন্য রজতে মুদ্রিত হইয়াছিল। বিমকদফিসের একপ্রকার তাম্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার একদিকে শিরস্ত্রাণ ও সুদীর্ঘ পরিচ্ছদ-পরিহিত রাজার মূর্ত্তি এবং অপর দিকে ত্রিশূলহস্তে দণ্ডায়মান শিবের মূর্ত্তি আছে। আকারানুসারে এই জাতীয় মুদ্রায় তিনটি বিভাগ কল্পিত হইয়াছে, বৃহৎ,[৫] ক্ষুদ্রতর[৬] ও ক্ষুদ্রতম[৭]। এতদ্ব্যতীত বিমকদফিসের কতকগুলি দুষ্প্রাপ স্বর্ণ ও তাম্র মুদ্রা আছে, মুদ্রা-তত্ত্ববিদ্ হোয়াইট্‌হেড এইগুলির তালিকা সঙ্কলন করিয়াছেন [৮]।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে অধিকাংশ প্রত্ন-তত্ত্ববিদ্‌গণের মতানুসারে কণিষ্ক বিমকদ্‌ফিসের উত্তরাধিকারী। ভারতবর্ষের নানাস্থানে কণিষ্কের

---

(১) P. M. C., Vol. I, p. 183. Nos. 32—33 ; I. M. C., Vol. I, d· 68. Nos. 1—4.

(২) Ibid, No. 5 ; P. M. C., Vol. I, p. 184. Nos. 34—35.

(৩) B. M. C. p. 126. No. 11,

(৪) P. M. C., Vol. I, p. 174.

(৫) Ibid, p. 184, Nos, 36—46 ; I. M. C., Vol. I, pp. 68—69, Nos. 6—12.

(৬) Ibid, p. 185, Nos. 47—48.

(৭) Ibid, No. 49—52 ; I. M. C., Vol. I, p. 69, Nos. 13—16.

(৮) Ibid, No. i—xiii.

রাজ্যকালে উৎকীর্ণ শিলালিপি ও তাম্রপট্ট আবিষ্কৃত হইয়াছে। কণিষ্কের নামযুক্ত একখানি শিলালিপি রাওলপিণ্ডির নিকটবর্ত্তী মাণিক্যালা নামক স্থানে একটি স্তূপমধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে [১]। বাহাওলপুরের নিকটবর্ত্তী সুইবিহার নামক স্থানে কণিষ্কের নামযুক্ত একখানি তাম্রপট্ট [২] এবং পেশোয়ারের একটি বৃহৎ স্তূপের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একটি ধাতুনির্ম্মিত শরীর-নিধান[৩] (Relic Casket) আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই তিনখানি লিপি খরোষ্ঠী অক্ষরে উৎকীর্ণ। মথুরায় আবিষ্কৃত বহু বৌদ্ধ ও জৈন মূর্ত্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিপিতে কণিষ্কের নাম ও রাজ্যাঙ্ক উল্লিখিত আছে। এই সকল মূর্ত্তি কণিষ্কের পঞ্চম হইতে ... রাজ্যাঙ্কের [৪] মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। কণিষ্কের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে বারাণসীতে প্রতিষ্ঠিত একটি বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তির পাদপীঠস্থ খোদিত-লিপি[৫] হইতে প্রমাণ হইতেছে যে তৎকালে বারাণসী কণিষ্কের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের মহাযানমতের গ্রন্থ সমূহে এবং চীন ও তিব্বত দেশের ইতিহাসে বহুবার কণিষ্কের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু কণিষ্কের কালনির্দ্দেশক কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ অদ্যাবধি এই সকল গ্রন্থে আবিষ্কৃত হয় নাই। কণিষ্কের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে এককালে প্রত্ন-তত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে বিস্তর মতভেদ ছিল। আমি যে সময়ে "শকাধিকার কাল ও কণিষ্ক" নামক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলাম সে সময়ে

(১) Journal Asiatique 9 me Serie, Tome vii, p. pl, 1—2.

(২) Indian Antiquary Vol. X, p. 324; Vol. XI, 128,

(৩) Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1908—09. pp. 48—49.

(৪) Epigraphia Indica, Vol. X, app. p. 3, No. 18; p. 4. Nos. 21—22; p. 5, No. 23.

(৫) Ibid, Vol. VIII, p. 176.

কণিষ্কের অভিষেক-কাল সম্বন্ধে অন্যূন একাদশটি ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত ছিল [১]। বর্ত্তমান সময়ে ইহার মধ্যে দুইটি মাত্র প্রচলিত আছে ;—

(১) কণিষ্ক ৭৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন; ইহা আমার মত এবং স্মিথ্, টমাস্ প্রমুখ পণ্ডিতগণ ইহা সমর্থন করিয়াছেন [২]।

(২) খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫৭ বর্ষে কণিষ্কের অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল; ইহা ফ্লিট্, কেনেডিপ্রমুখ পণ্ডিতগণের মত [৩]।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে আমি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আরা নামক স্থানে আবিষ্কৃত একটি খরোষ্ঠী শিলালিপি দেখিতে পাইয়াছিলাম। ইহা কণিষ্কের ৪১শ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ [৪]। ডাক্তার টমাস [৫] ও ডাক্তার লুডার্স [৬] অনুমান করেন যে, ইহা কণিষ্ক নামধেয় অপর কোন রাজার শিলালিপি। কিন্তু আমি ইহাকে প্রথম কণিষ্কের শিলালিপি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। এই অনুমানের কারণ পরে যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে। কণিষ্ককে শকাব্দের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলে বলিতে পারা যায় যে, তিনি ৭৮ হইতে ১২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। কণিষ্কের বহু সুবর্ণ ও তাম্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মুদ্রা সমূহে গ্রীক্ ও প্রাচীন পারস্য ভাষার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উভয় ভাষাই গ্রীক্ অক্ষরে লিখিত। এই সকল মুদ্রায় দ্বিতীয় দিকে বহু গ্রীক্

---

(১) Indian Antiquary, 1808, pp. 27—28.

(২) Ibid, pp. 25—75., Journal of the Royal Asiatic Society 1913. p. 627.

(৩) Ibid, 1912, p. 1019 ; 1913, p. 915.

(৪) Indian Antiquary, 1908, p. 58, pl. I,

(৫) Journal of the Royal Asiatic Society, 1913, p. 639.

(৬) Indian Antiquary, 1913, p. 135.

বৌদ্ধ ও জরথুস্ত্রীয় দেবতার মূর্ত্তি আছে ১। ভিন্ন ভিন্ন জাতির দেবগণের এইরূপ অপূর্ব্ব সমাবেশ ইতিপূর্ব্বে অধিকবার দেখিতে পাওয়া যায় নাই। রোমক সম্রাট্ হেলিয় গাবালস্ যখন রোমক সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ সমূহের দেবগণকে রোম নগরের কাপিটল পর্ব্বতশীর্ষের মন্দিরে এমেসার কৃষ্ণবর্ণ শিলাখণ্ডের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাইবার জন্য আনয়ন করাইয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত কেনেডি বলেন যে, তখন একবার ভিন্ন ভিন্ন দেশের ও ভিন্ন ভিন্ন জাতির দেবগণের এইরূপ অপূর্ব্ব সমাবেশ হইয়াছিল ২। কণিষ্কের সুবর্ণমুদ্রা দ্বিবিধ। প্রথম প্রকারের মুদ্রা পূর্ণ ষ্টেটার এবং দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রা ইহার চতুর্থাংশ। এই সকল মুদ্রায় দ্বিতীয় দিকে নিম্নলিখিত দেবগণের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় ৩ ;—

১। Ardochsho

২। Arooaspo.

৩। Athsho = আতেস = অগ্নি।

৪। Boddo = বুদ্ধ।

৫। Helios = সূর্য্য।

৬। Hephaistos.

৭। Manaobago.

৮। Mao = মাহ = চন্দ্র।

৯। Miiro = মিহির = সূর্য্য।

১০। Mithro = মিথ্র = মিত্র = সূর্য্য।

---

(১) Ibid, 1888, p. 89; Journal of the Royal Asiatic Society, 1897, p, 322.

(২) Ibid, 1912, p. 1003.

(৩) P. M. C., Vol. I, p. 194.

১১। Mozdooano.

১২। Nana.

১৩। Nanaia.

১৪। Nanashao.

১৫। Oesho = অহীশ = মহেশ।

১৬। Orlagno.

১৭। Pharro = অগ্নি।

১৮। Salene = চন্দ্র।

এই সকল মুদ্রায় গ্রীক্ অক্ষরে পারস্য ভাষায় রাজার নাম ও উপাধি লিখিত আছে। কণিষ্কের তাম্র মুদ্রা ত্রিবিধ। প্রথম প্রকারের মুদ্রা স্বর্ণ মুদ্রার অনুরূপ, কিন্তু ইহাতে গ্রীক্ অক্ষরে ও গ্রীক্ ভাষায় রাজার নাম ও উপাধি লিখিত আছে [১]। দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রা এইরূপ, কিন্তু ইহাতে গ্রীক্ অক্ষরে ও পারস্য ভাষায় রাজার নাম ও উপাধি লিখিত আছে [২]। তৃতীয় প্রকারের মুদ্রা অপেক্ষাকৃত দুষ্প্রাপ্য। ইহাতে প্রথম দিকে দণ্ডায়মান রাজমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজ-মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় [৩]। দ্বিতীয় দিকে স্বর্ণ মুদ্রা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর তাম্র মুদ্রার ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন দেব দেবীর মূর্ত্তি আছে। এই জাতীয় মুদ্রায় কি ভাষা ব্যবহৃত হইত তাহা অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই।

---

(১) Ibid, pp. 186—87, Nos. 53—60; I. M. C., Vol. I, pp. 71—72, Nos. 15—23.

(২) Ibid, pp. 72—75, Nos. 24—78; P. M. C., Vol. I, pp. 188—93, Nos. 68—113.

(৩) Ibid, p. 193, Nos. 114—15.

কণিষ্কের পরে হুবিষ্ক কুষণ সাম্রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য-বিস্তৃতি কতদূর ছিল এবং কণিষ্কের সহিত তাঁহার কি সম্পর্ক ছিল, তাহা নির্ণয় করিবার কোন উপায়ও অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। কুষণাব্দের ৩—১৮ বর্ষ পর্য্যন্ত কালের মধ্যে উৎকীর্ণ খোদিত-লিপি সমূহে কণিষ্কের নাম পাওয়া যায় [১]। উক্ত অব্দের ২৪শ বর্ষে উৎকীর্ণ মথুরার নিকটবর্ত্তী ইসাপুর নামক স্থানে আবিষ্কৃত একটি শিলাস্তম্ভের খোদিত-লিপিতে বাসিষ্ক নামক একজন রাজার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় [২]। বাসিষ্কের কোন মুদ্রা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। মথুরায় আবিষ্কৃত কুষণাব্দের ২৮শ বর্ষে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপিতে বোধ হয় এই বাসিষ্কেরই উল্লেখ ছিল [৩]। কিন্তু কুষণাব্দের ৩৩শ বর্ষ হইতে ৬০ বর্ষ পর্য্যন্ত কালের মধ্যে উৎকীর্ণ মথুরায় আবিষ্কৃত শিলালিপি সমূহে কেবল হুবিষ্কের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় [৪]। মথুরা ব্যতীত ভারতবর্ষের অপর কোন স্থানে হুবিষ্কের শিলালিপি আবিষ্কৃত হয় নাই। আফ্‌গানিস্তানে কাবুলের উত্তর ওয়ার্ডাক নামক স্থানে একটি শরীর-নিধানের খোদিত-লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, উহা কুষণাব্দের ৫১ বর্ষে হুবিষ্কের রাজ্যকালে স্তূপমধ্যে স্থাপিত হইয়াছিল [৫]। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, আফ্‌গানিস্তানের কিয়দংশও হুবিষ্কের রাজ্যভুক্ত ছিল। হুবিষ্কের বহু সুবর্ণ ও তাম্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুবর্ণমুদ্রা

---

(১) Epigraphia Indica, Vol. X, p. 93, No. 925; pp. 4—5, Nos. 18—23; Indian Antiquary, 1908, p. 67, Nos. 4—6,

(২) Journal of the Royal Asiatic Society, 1910, p. 1311.

(৩) Indian Antiquary, Vol. XXXIII, p. 38, No. 8.

(৪) Epigraphia Indica Vol. X, app. pp. 8—11. Nos. 38—56.

(৫) Ibid Vol. XI, pp. 210—11.

সমূহে একদিকে রাজার মস্তক ও অপর দিকে গ্রীক্, হিন্দু ও জরথুস্ত্রীয় দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় ১।

১। Araeichsho.

২। Ardochsho.

৩। Arooaspo.

৪। Athsho = আতেশ = অগ্নি।

৫। Ckando Komaro Bizago = স্কন্দ কুমার বিশাখ।

৬। Ckando Komaro Bizago Maaceno = স্কন্দ কুমার বিশাখ মহাসেন।

৭। Erakilo = Hercules.

৮। Hero.

৯। Maaceno. = মহাসেন

১০। Manaobago.

১১। Mao = মাহ = চন্দ্র।

১২। Miiro = মিহির = সূর্য্য।

১৩। Miiro + Mao = মিহির ও মাহ = সূর্য্য এবং চন্দ্র।

১৪। Mithro = মিত্র = সূর্য্য।

১৫। Nana.

১৬। Nana + oesho.

১৭। Nanashao.

১৮। Oachsho.

১৯। Oanindo.

---

(১) I. M. C., Vol. I, pp. 76—79, Nos. 1—20., P. M. C., Vol. I, pp. 194—97, Nos 116—36,

২০। Oesho = অহীশ = মহেশ।

২১। Pharro = অগ্নি।

২২। Riom.

২৩। Sarapo = শরভ।

২৪। Shaophoro.

২৫। Uron = বরুণ।

হুবিষ্কের স্বর্ণ মুদ্রা সমূহে প্রথম দিকে রাজার মস্তক চারি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে অঙ্কিত দেখা যায়[১] এবং ইহাতে গ্রীক্ অক্ষরে ও প্রাচীন পারস্য ভাষায় রাজার নাম ও উপাধি লিখিত আছে :—

Shaonano shao Ooeshke Koshano = শাহনশাহ হুবিষ্ক কুষাণ
= রাজাধিরাজ কুষণবংশীয় হুবিষ্ক।

হুবিষ্কের পাঁচ প্রকার তাম্র মুদ্রা সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। সকল প্রকারের মুদ্রাতেই দ্বিতীয় দিকে ভিন্ন ভিন্ন দেব দেবীর মূর্ত্তি আছে। কেবল প্রথম দিকে প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম প্রকারের মুদ্রায় হস্তিপৃষ্ঠে শূল ও অঙ্কুশহস্তে মুকুট-পরিহিত রাজার মূর্ত্তি আছে[২]। দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় প্রথম দিকে খট্টায় বা সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজার মূর্ত্তি আছে[৩]। তৃতীয় প্রকারের মুদ্রায় উচ্চাসনে উপবিষ্ট মুকুট-পরিহিত রাজার মূর্ত্তি আছে[৪]। চতুর্থ প্রকারের মুদ্রায় প্রথম দিকে রাজা

(১) I. M. C., Vol. I, pp. 75 76; Numismatic Chronicle, 1892, p. 98.

(২) I. M. C., Vol. I, pp. 79—81, Nos. 21—46; P. M. C., Vol. I, pp. 198—202, Nos. 137—172.

(৩) Ibid, pp. 202—03, Nos. 173—85; I. M. C., Vol. I, pp. 82—83, Nos. 55—63.

(৪) Ibid, p. 82, Nos. 47—54; P. M. C., Vol. I, pp. 204—05, Nos. 186—202.

উপবেশন করিয়া দক্ষিণ দিকে মুখ ফিরাইয়া আছেন[১]। পঞ্চম প্রকারের মুদ্রায় প্রথম দিকে আসনে উপবিষ্ট ঊর্দ্ধবাহু রাজার মূর্ত্তি আছে[২]। এতদ্ব্যতীত হুবিষ্কের কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য তাম্র মুদ্রা কানিংহাম্ কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল[৩]।

হুবিষ্কের পরে বাসুদেব (Bazdeo বা Bazodeo) কুষণ সাম্রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সময় হইতে কুষণ সাম্রাজ্যের অবনতি আরব্ধ হইয়াছিল। মথুরা ব্যতীত অপর কোন স্থানে বাসুদেবের খোদিত-লিপি আবিষ্কৃত হয় নাই, এবং কোন খরোষ্ঠী-লিপিতে বাসুদেবের উল্লেখ পাওয়া যায় না[৪]। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, সেই সময়ে উত্তরাপথের পশ্চিমাংশ এবং আফ্‌গানিস্তান কুষণ রাজগণের হস্তচ্যুত হইয়াছিল। কুষণাব্দের ৭৪ বর্ষ হইতে ৯৮ বর্ষ পর্য্যন্ত কালের মধ্যে উৎকীর্ণ মথুরায় আবিষ্কৃত শিলালিপি সমূহে বাসুদেবের নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়[৫]। হুবিষ্কেব ও বাসুদেবের এক প্রকার তাম্র মুদ্রায় ব্রাহ্মী লিপির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। হুবিষ্কের মুদ্রায় "গণেশ"[৬] এবং বাসুদেবের মুদ্রায় তাঁহার নামের আদ্যক্ষরদ্বয়[৭] লিখিত আছে। বাসুদেবের সুবর্ণ মুদ্রায় কেবল মহাদেবের ও নানার মূর্ত্তি দেখা যায়[৮]। এই সকল মুদ্রায় একদিকে অগ্নির বেদীর সম্মুখে দণ্ডায়মান শিরস্ত্রাণ ও

(১) Ibid, pp. 205—06, Nos. 203—05 ; I. M. C., Vol. I, pp. 83—84, Nos. 64—76.

(২) P. M. C., Vol. I, p. 206, No. 206.

(৩) Ibid, p. 207.

(৪) Indian Antiquary, 1908, pp. 67—68.

(৫) Epigraphia Indica, Vol. X, App. pp. 1215, Nos. 60—77.

(৬) I. M. C., Vol. I, p. 81, Nos. 46.

(৭) P. M. C., Vol. I, p. 214, Nos. xii.

(৮) Ibid, pp. 208—09, Nos. 209—15 ; B. M. C., p. 159.

বর্ম্ম-পরিহিত রাজার মূর্ত্তি এবং অপর দিকে মহাদেব অথবা নানার মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার তাম্র মুদ্রা দুই প্রকার। প্রথম প্রকারের মুদ্রায় দ্বিতীয় দিকে মহাদেবের মূর্ত্তি[১] এবং দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় তৎপরিবর্ত্তে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেবীমূর্ত্তি আছে[২]।

বাসুদেবের মৃত্যু বা সিংহাসন-চ্যুতির কিঞ্চিৎ কাল পরে কুষণ সাম্রাজ্য বোধ হয় বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড-রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল। কণিষ্ক ও বাসুদেবের মুদ্রার অনুকরণে আর একজন কণিষ্ক এবং দুইজন বাসুদেব মুদ্রাঙ্কন করিয়াছিলেন। ইঁহারা দ্বিতীয় কণিষ্ক এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাসুদেব নামে পরিচিত। আবার খরোষ্ঠী লিপি পুনঃ সম্পাদন কালে ডাঃ লুডার্স বলিয়াছেন যে, ইহা কণিষ্ক নামধারী কুষণবংশের অপর কোন রাজার রাজ্যকালে উৎকীর্ণ হইয়াছিল[৩], তাঁহার মতানুসারে এই দ্বিতীয় কণিষ্ক বাসিষ্কের পরে পঞ্জাবের পশ্চিমাংশের অধিকার পাইয়াছিলেন। ভারতের ইতিহাসের এই অংশ এখনও অন্ধকারময় রহিয়াছে। কুষণাব্দের ৩ হইতে ১০ অব্দ পর্য্যন্ত মথুরায় প্রথম কণিষ্কের অধিকার ছিল[৪]। পঞ্জাবের পশ্চিমাংশ কুষণাব্দের ১৮শ বর্ষে কণিষ্কের অধিকারভুক্ত ছিল, কারণ উক্ত অব্দে উৎকীর্ণ মাণিক্যালার স্তূপমধ্যে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপিতে কণিষ্কের উল্লেখ আছে[৫], কুষণাব্দের ২৪শ বর্ষে মথুরায়

---

(১) P. M. C., Vol. I, pp. 209—10, Nos. 215—26; I. M. C., Vol. I, pp. 84—86, Nos. 8—34.

(২) Ibid, p. 86, Nos. 35—43; P. M. C., Vol. I, pp. 210—11, Nos. 227—30.

(৩) Indian Antiquary, 1913, p. 135.

(৪) Epigraphia Indica, Vol. X, App. pp. 3—5.

(৫) Journal Asiatique, 9 me Serie Tome, vii, p. 1.

বাসিষ্ক নামক অপর একজন রাজার অধিকার ছিল,[১] সম্ভবতঃ কুষণাব্দের ২৯শ বর্ষ পর্য্যন্ত মথুরা ইঁহার অধিকারভুক্ত ছিল[২]। কুষণাব্দের ৩৩ হইতে ৬০ বর্ষ পর্য্যন্ত মথুরায় হুবিষ্কের অধিকার ছিল[৩]। পঞ্জাবের পশ্চিমাংশে কুষণাব্দের ১৮শ বর্ষ পরে, উক্ত অব্দের ৪১শ বর্ষ পর্য্যন্ত কোন খোদিত-লিপিতে কুষণবংশীয় কোন রাজার উল্লেখ নাই। ডাঃ লুডার্স দুইটি কারণে কুষণাব্দের ৪১শ বর্ষে কণিষ্ক নামধারী দ্বিতীয় রাজার অবতারণা করিয়াছেন। প্রথম কারণ আরার শিলালিপিতে কণিষ্কের পিতার নামোল্লেখ। আমি ইহা 'বসিষ্প' পাঠ করিয়াছিলাম[৪] কিন্তু ডাঃ লুডার্সের মতানুসারে ইহা 'বঝেষ্প'[৫]। ডাঃ লুডার্স কর্ত্তৃক উদ্ধৃত পাঠ মূলানুগত নহে, কারণ এই জাতীয় 'ঝ' ইতিপূর্ব্বে কোন শিলালিপি বা প্রাচীন মুদ্রায় দেখিতে পাওয়া যায় নাই। অশোকের শাহবাজগড়ি[৬] ও মানসেরার অনুশাসনে এবং গ্রীক্ রাজা ঝোইলের মুদ্রায়[৭] 'ঝ' দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আরার শিলালিপির অক্ষরের সহিত অশোকের অনুশাসন এবং ঝয়িলের মুদ্রার অক্ষরের কোন সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। ডাঃ লুডার্সের দ্বিতীয় কারণ এই যে, মাণিক্যালার শিলালিপির কাল হইতে ২৩শ বৎসরের মধ্যে অপর কোন শিলালিপিতে কণিষ্কের নাম পাওয়া যায় নাই। এই কারণদ্বয় যথেষ্ট

---

(১) Journal of the Royal Asiatic Society, 1910, p. 1311.

(২) Indian Antiquary, 1904, p. 38.

(৩) Epigraphia Indica, Vol. X, pp. 8—11.

(৪) Indian Antiquary, 1908, p. 58.

(৫) Ibid, 1913, p. 133.

(৬) Epigraphia Indica, Vol. II, p. 455.

(৭) P. M. C., Vol. I, pp. 65—8.

বলিয়া মনে হয় না। প্রথমতঃ কণিষ্কের নামযুক্ত দুই প্রকার সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম প্রকারের মুদ্রা সুদৃশ্য এবং ইহাতে কেবল গ্রীক্ অক্ষরের ব্যবহার আছে, কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রা প্রথম প্রকারের ন্যায় সুনির্ম্মিত নহে এবং ইহাতে গ্রীক্ ও ব্রাহ্মী উভয় প্রকারের বর্ণমালাই ব্যবহার হয়। দ্বিতীয় প্রকার মুদ্রার সহিত প্রথম বাসুদেবের মুদ্রার তুলনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, কণিষ্কের দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রা কখনই প্রথম কণিষ্কের মুদ্রা হইতে পারে না এবং ইহা প্রথম বাসুদেবের রাজ্যকালের পরবর্ত্তী কালে মুদ্রিত হইয়াছিল। সুতরাং মুদ্রা-তত্ত্বের প্রচলিত প্রণালী অনুসারে আমি এই জাতীয় মুদ্রা দ্বিতীয় কণিষ্কের মুদ্রা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম [১]। বহুপূর্ব্বে কানিংহামও মুদ্রার প্রমাণ অনুসারে দ্বিতীয় কণিষ্ক [২] ও দ্বিতীয় বাসুদেবের [৩] অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। মাণিক্যালা শিলালিপির ২৩ বৎসর পরে প্রথম কণিষ্কের শিলালিপি আবিষ্কার বিস্ময়জনক নহে। দ্বিতীয় কণিষ্কের অস্তিত্ব মানিয়া লইলেও স্বীকার করিতে হয় যে, কুষণাব্দের প্রথমার্দ্ধের শেষভাগে প্রথম কণিষ্কের সাম্রাজ্য অন্ততঃ দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, কারণ মথুরায় হুবিষ্কের রাজ্যকালে কুষণাব্দের ৩৮শ ও ৪৫শ[৪] বর্ষে উৎকীর্ণ শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং আরার শিলালিপি উক্ত অব্দের ৪১শ বর্ষে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। আরার শিলালিপিতে একজন কণিষ্কের পিতার নাম আছে, কিন্তু প্রথম কণিষ্কের কোন শিলালিপিতে তাঁহার পিতার নাম আবিষ্কৃত হয় নাই বলিয়া আরার শিলালিপির কণিষ্ককে

(১) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Vol. IV, p. 82.

(২) Numismatic Chronicle, 1893, pp. 118—19.

(৩) Ibid.

(৪) Epigraphia Indica, Vol. X, App. pp. 8—9.

দ্বিতীয় কণিষ্ক বলিয়া ঘোষণা করা যুক্তিসঙ্গত নহে। মুদ্রা-তত্ত্বের প্রমাণ অনুসারে দ্বিতীয় কণিষ্ক প্রথম বাসুদেবের পরবর্ত্তী, সুতরাং তাঁহাকে আরার শিলালিপির কণিষ্ক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

প্রথম বাসুদেবের মৃত্যুর পরে বোধ হয় দ্বিতীয় বাসুদেব কুষণ রাজগণের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার কেবল সুবর্ণ মুদ্রাই আবিষ্কৃত হইয়াছে। সিজিস্তান আফ্‌গানিস্তান ও পঞ্জাবে ইঁহার মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল মুদ্রায় রাজার বামহস্তের নিম্নে ব্রাহ্মী অক্ষরে "বসু" লিখিত আছে[১]। এতদ্ব্যতীত পদদ্বয়ের মধ্যে এবং দক্ষিণ হস্তের নিম্নে কয়েকটি ব্রাহ্মী অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বাসুদেবের পরে বোধ হয় দ্বিতীয় কণিষ্ক সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। আফ্‌গানিস্তান ও পঞ্জাব ব্যতীত অন্য কোনস্থানে তাঁহার মুদ্রা পাওয়া যায় না। ইঁহার মুদ্রায়ও নানাস্থানে কতকগুলি ব্রাহ্মী অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়[২]। কানিংহাম্ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, দ্বিতীয় কণিষ্কের কতকগুলি মুদ্রায় ব্রাহ্মী অক্ষরে "বসু" লিখিত আছে[৩]। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, দ্বিতীয় বাসুদেব কিয়ৎকাল দ্বিতীয় কণিষ্কের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় কণিষ্কের পরে সম্ভবতঃ তৃতীয় বাসুদেব সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় কণিষ্ক ও তৃতীয় বাসুদেবের রাজ্যকালে পরবর্ত্তী কুষণরাজগণের অধিকার বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল, কারণ ইঁহাদের সুবর্ণ মুদ্রায় রাজার বামহস্তের নিম্নে

---

(১) I. M. C., Vol. I, p. 87, Nos. 1—7; P. M. C., Vol. I, p. 212, Nos. 236—37.

(২) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Vol. IV, p. 84.

(৩) Numismatic Chronicle 1893, pp. 118—19.

সময় সময় একের অধিক ব্রাহ্মী অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল অক্ষর সম্ভবতঃ অধীন রাজগণের নামের আগুক্ষর। মহী, বিরু এবং ভৃ [১] সম্ভবতঃ মহীধর, বিরূঢক এবং ভৃগুপ্রমুখ করদরাজগণের নাম। পরবর্ত্তী গুপ্ত সম্রাট্গণের রাজ্যকালে এই স্থানেই অর্থাৎ রাজার বামহস্তের নিম্নেই সমুদ্র, চন্দ্র, কুমার প্রভৃতি গুপ্তরাজগণের নাম লিখিত থাকে। এই তুলনা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কুষণবংশের শেষ রাজগণের রাজ্যকালে ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা বা সম্রাট্গণ মুদ্রায় নিজ নাম-লিখন পদ্ধতি প্রচলিত করিয়াছিলেন। তৃতীয় বাসুদেবের মৃত্যুর সহিত অথবা তাহার অল্পকাল পরে কণিষ্কের বংশের অধিকার হয় লুপ্ত হইয়াছিল, অথবা অতি ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ হইয়াছিল। এই সময়ে প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণ অথবা সামন্তরাজগণ স্বনামে মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সকল মুদ্রায় রাজার নাম পূর্ব্ববৎ রাজমূর্ত্তির বামহস্তের নিম্নে লিখিত থাকে। ভদ্র, পাসন, বচর্ণ, সয়থ, সিত, সেন বা সেণ, ছু [২] প্রভৃতি বহু রাজার নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে কিদারকুষণ নামক একজাতি অথবা রাজবংশ আফ্‌গানিস্তানে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। ইঁহাদের মুদ্রা কুষণ রাজগণের মুদ্রার অনুকরণে মুদ্রিত এবং ইহাতে রাজার বামহস্তের নিম্নে তাঁহার নামের পরিবর্ত্তে জাতি অথবা বংশের নাম "কিদর" লিখিত আছে [৩]। কোন কোন মুদ্রায় "কিদর" স্থানে "গডহর" লিখিত

(১) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Vol. IV, pp. 84—85.

(২) I. M. C., Vol. I, pp. 88—89.

(৩) Ibid, pp. 89—90.

আছে[১]। এই সকল মুদ্রায় মুদ্রার দ্বিতীয় দিকে রাজার নাম লিখিত আছে। কৃতবীর্য্য, সর্ব্বযশ, ভাস্বন্, শিলাদিত্য, প্রকাশ, কুশল প্রভৃতি কিদরজাতীয় বা বংশীয় রাজগণের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে[২]। সিজিস্তানের প্রাদেশিক রাজগণ বহুকাল যাবৎ বাসুদেবের মুদ্রার অনুকরণে সুবর্ণমুদ্রা মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন[৩]। খৃষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে পারস্যরাজ দ্বিতীয় হোরমজদ্[৪] এবং প্রথম বরাহরাণ[৫] স্বনামে এই জাতীয় মুদ্রা মুদ্রিত করাইয়াছিলেন। উড়িষ্যার কুষণ রাজগণের তাম্র মুদ্রার অনুকরণে মুদ্রিত একপ্রকার তাম্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে[৬], কিন্তু এই জাতীয় মুদ্রায় কোন খোদিত-লিপি দেখিতে পাওয়া যায় না।

---

(১) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Vol. IV, p. 92.

(২) Ibid, pp. 91—92.

(৩) I. M. C., Vol. I, pp. 91—92, Nos. 1—5; P. M. C., Vol. I, p. 212, Nos. 238—39.

(৪) P. M. C., Vol. I, p. 213, No. 240.

(৫) Ibid, No. 241.

(৬) I. M. C., Vol. I, pp. 92—3, Nos. 1—9; **Indian Coins**, pp. 11—14.

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিদেশীয় মুদ্রার অনুকরণ।

(ঘ) জানপদ ও গণসমূহের মুদ্রা।

খৃষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নগর বা প্রদেশের অধিপতিগণ কিম্বা সাধারণ-তন্ত্রের কর্ত্তৃপক্ষগণ রজত অথবা তাম্র মুদ্রা মুদ্রাঙ্কন করাইতেন। এই সকল মুদ্রা বিদেশীয় মুদ্রার অনুকরণ, কারণ কোন কোন স্থলে ইহার আকার চতুষ্কোণ হইলেও ইহাতে লিপি আছে। এই সকল মুদ্রা সাধারণতঃ অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য এবং ইহাদিগের কাল নির্ণয় করা অতীব দুঃসাধ্য। এই জাতীয় মুদ্রার মধ্যে তক্ষশিলার মুদ্রা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। অধ্যাপক রেপসন্ অনুমান করেন যে, তক্ষশিলায় সর্ব্বপ্রথমে মুদ্রাঙ্কনের জন্য ছাঁচ (Die) ব্যবহৃত হইয়াছিল [১]। প্রথমে মুদ্রার একদিকে ছাঁচ অঙ্কিত হইত [২]। সম্ভবতঃ অর্দ্ধদ্রব অবস্থায় ধাতুর উপরে মুদ্রাঙ্কন হইত বলিয়া অঙ্কিত মুদ্রার চারিপার্শ্ব উচ্চ থাকে [৩]। পন্তলেব ও অগথুক্লেয়ের তাম্র মুদ্রা (যাহাতে ব্রাহ্মী অক্ষরের ব্যবহার দেখিতে

---

(১) Indian Coins, p. 14.

(২) Coins of Ancient India, pl. II.

(৩) Indian Coins, p. 14.

পাওয়া যায়) এই জাতীয় মুদ্রার অনুকরণে নির্ম্মিত[১]। ইহার পরে তক্ষশিলার মুদ্রার উভয় দিকেই ছাঁচ মুদ্রাঙ্কিত হইত[২]। অধ্যাপক রেপসন্ অনুমান করেন যে, এই জাতীয় মুদ্রা-শিল্পে গ্রীক্ শিল্পের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়[৩]। তক্ষশিলার মুদ্রাসমূহে লিপি ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না[৪]।

প্রাচীনকালে অযোধ্যার মুদ্রা ছাঁচে মুদ্রাঙ্কিত হইত না, ঢালাই হইত। ইহাতে কোন লিপি দেখিতে পাওয়া যায় না[৫]। ইহার পরবর্ত্তী-কালের মুদ্রায় ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত রাজার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল মুদ্রাও ছাঁচে ঢালাই করা। অযোধ্যার অধিকাংশ রাজগণের নামের শেষভাগে "মিত্র" শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়[৬]। পঞ্চালের প্রাচীন মুদ্রায় এইরূপ মিত্র শব্দের ব্যবহার আছে, কিন্তু অযোধ্যার রাজগণের সহিত পঞ্চালের রাজগণের কোন সম্পর্ক ছিল কি না তাহা অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই। মূলদেব, বায়ুদেব, বিশাখদেব, ধনদেব, সত্যমিত্র, শিবদত্ত, সূর্য্যমিত্র, সঙ্ঘমিত্র, বিজয়মিত্র, মাধববর্ম্মা, বহসতিমিত্র, অয়ুমিত্র, দেবমিত্র, ইন্দ্রমিত্র, কুমুদসেন, এবং অজবর্ম্মা[৭] নামক রাজগণের মুদ্রা

---

(১) Ibid.

(২) Coins of Ancient India, pl. III.

(৩) Indian Coins, p. 14.

(৪) কানিংহাম তক্ষশিলায় আবিষ্কৃত কতকগুলি তাম্রমুদ্রায় ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী অক্ষরে 'নেকম' বা 'নেগম' লিখিত দেখিয়া ঐগুলিকে তক্ষশিলার মুদ্রা অনুমান করিয়াছিলেন।—Coins of Ancient India, pp. 63—64; কিন্তু এইগুলি প্রকৃতপক্ষে 'কুলিকনিগম' চিহ্ন।—Indian Coins, p. 3. ১৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(৫) Indian Coins, p. 11.

(৬) Coins of Ancient India, pp. 93—94.

(৭) I. M. C., Vol. I, pp. 148—51; Coins of Ancient India, pp. 91—94.

অযোধ্যায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, এইজন্যই ইঁহারা অযোধ্যার রাজা বলিয়া পরিচিত। ইঁহাদের মুদ্রায় কেবল ব্রাহ্মী অক্ষরের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

যুক্ত-প্রদেশে আলমোরা জেলায় মিশ্রধাতু নির্ম্মিত এক নূতন প্রকারের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহা অন্যান্য ভারতীয় মুদ্রা অপেক্ষাও গুরুভার এবং ইহাতে ব্রাহ্মী অক্ষরে শিবদত্ত ও শিবপালিত নামক রাজদ্বয়ের নাম দেখিতে পাওয়া যায়[১]। কতকগুলি মুদ্রায় "মহরজস অপলাতস" লিখিত আছে[২]। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইহা প্রাচীন অপরান্ত দেশের মুদ্রা, কিন্তু অপলাত কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম হইলেও হইতে পারে। মধ্য-প্রদেশে সাগর জেলায় ইরাণ নামক স্থানে একপ্রকার প্রাচীন তাম্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। অধ্যাপক রেপসনের মতানুসারে এই জাতীয় মুদ্রা প্রাচীন পুরাণ এবং নূতন প্রকারের ছাঁচে মুদ্রাঙ্কিত মুদ্রার মধ্যবর্ত্তী[৩]। এই সকল মুদ্রায় সময়ে সময়ে ব্রাহ্মী লিপি দেখিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি তাম্র মুদ্রায় ব্রাহ্মী অথবা খরোষ্ঠী অক্ষরে "রাজ্ঞ জনপদস" লিখিত থাকে[৪]। ইহার অর্থ অদ্যাপি স্থির হয় নাই। শ্রীযুক্ত স্মিথ্ অনুমান করেন যে, "রাজ্ঞ" শব্দের প্রকৃত পাঠ "রাজঞ" অর্থাৎ "ক্ষত্রিয়"[৫]। বরাহ-মিহিরের বৃহৎ-সংহিতায় গান্ধার

---

(১) Indian Coins, pp. 10—11.
(২) Coins of Ancient India, pp. 103—04.
(৩) Indian Coins, p. 11.
(৪) Ibid, p. 12.
(৫) I. M. C., Vol. I, pp. 179—80. এই জাতীয় এক প্রকার মুদ্রায় ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী অক্ষরের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

ও যৌধেয় জাতির সহিত রাজন্য জাতির উল্লেখ আছে।[১] কতকগুলি ছাঁচে ঢালাই তাম্র মুদ্রায় ব্রাহ্মী অক্ষরে "কাড়স" লিখিত থাকে[২]। বুলর অনুমান করিয়াছিলেন যে, "কাঢ" বা "কাল" কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম[২]।

প্রাচীন কৌশাম্বীর ধ্বংসাবশেষ মধ্যে বহু ছাঁচে ঢালাই তাম্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। এই সকল মুদ্রার কতকগুলিতে লিপি নাই[৪]। যুক্ত-প্রদেশে এলাহাবাদ জেলায় পভোসা (প্রাচীন প্রভাস) গ্রামের নিকট প্রভাস পর্ব্বতে একটি গুহার মধ্যে শিলালিপিতে রাজা গোপালিপুত্র বহসতিমিত্রের উল্লেখ আছে[৫] যেগুলিতে লিপি আছে, তাহাতে বহসতমিত্র, অশ্বঘোষ, পবত ও জেঠমিত্র প্রভৃতি রাজগণের নাম দেখিতে পাওয়া যায়[৬]। মথুরার ধ্বংসাবশেষ মধ্যে গ্রীক্ ও শকরাজগণের মুদ্রার সহিত বহু প্রাচীন তাম্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল মুদ্রায় বলভূতি, পুরুষদত্ত, ভবদত্ত, উত্তমদত্ত, রামদত্ত, গোমিত্র, বিষ্ণুমিত্র, শেষদত্ত, শিশুচন্দ্রদত্ত, কামদত্ত, শিবদত্ত, ব্রহ্মমিত্র এবং বীরসেন[৭] প্রমুখ রাজগণের নাম

(১) গান্ধারযশোবতি-
হেমতালরাজন্যখচরগব্যাশ্চ।
যৌধেয়দাসমেয়াঃ
শ্যামাকাঃ ক্ষেমধূর্ত্তাশ্চ॥
—বৃহৎ সংহিতা, ১৪।২৮শ; Kern's Edition, p. 92.

(২) Coins of Ancient India, p. 62.

(২) Indian Coins, p. 12.

(৩) Coins of Ancient India, p. 73

(৪) Epigraphia Indica Vol. II, p. 242.

(৫) Ibid, pp. 74—75; I. M. C., Vol. I, p. 135, Nos. 1—4.

(৬) Ibid, pp. 192—94; Coins of Ancient India, pp. 87—89.

এলাহাবাদ জেলার অন্তর্গত ঋক্কাট নামক স্থানে বীরসেন নামক জনৈক রাজার একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা খৃষ্ট পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর অক্ষরে উৎকীর্ণ।—Epigraphia Indica, Vol. XI, p. ৮৫।

এবং হগান, হগামাষ ও শোডাস[১] প্রভৃতি শকজাতীয় ক্ষত্রপগণের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল মুদ্রায় ব্রাহ্মী অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে, কেবল রাজুবুলের মুদ্রায় গ্রীক্, খরোষ্ঠী এবং ব্রাহ্মী তিন বর্ণ-মালার ব্যবহারই দেখিতে পাওয়া যায়। যুক্ত-প্রদেশে বেরিলি জেলায় প্রাচীন অহিচ্ছত্রের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে বহু প্রাচীন তাম্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল মুদ্রায় যে সকল রাজার নাম দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহাদিগের নামের শেষে "মিত্র" শব্দ আছে। এই জাতীয় মুদ্রায় অগ্নি-মিত্রের নাম দেখিয়া কেহ কেহ সেইগুলিকে পুষ্পমিত্র বা পুষ্যমিত্রের পুত্র অগ্নিমিত্রের মুদ্রারূপে গ্রহণ করিয়াছেন[২], কিন্তু মালবদেশে বেত্রবতী নদীতীরে অবস্থিত বিদিশানগরে অগ্নিমিত্রের রাজধানী ছিল। বিদিশা হইতে বহুদূরে অবস্থিত অহিচ্ছত্রের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে অগ্নিমিত্রের নামাঙ্কিত মুদ্রা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে আবিষ্কৃত হইয়া থাকে, সুতরাং এই জাতীয় তাম্র মুদ্রা সুঙ্গবংশীয় অগ্নিমিত্রের তাম্র মুদ্রা হওয়া সম্ভব নহে। এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া কানিংহাম্, অহিচ্ছত্রের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে যেসকল রাজার তাম্রমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদিগকে সুঙ্গবংশীয় রাজা বলিতে অসম্মত হইয়াছিলেন[৩]। রামনগরে অর্থাৎ অহিচ্ছত্রের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে এই জাতীয় মুদ্রা অধিক পরিমাণে আবিষ্কৃত হইয়া থাকে, কিন্তু যুক্ত-প্রদেশের অনেক স্থানে এই জাতীয় মুদ্রা প্রতিবর্ষে আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। এই সকল মুদ্রায় রাজার নামের উপরে তিনটি চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়[৪]। প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব সহকারী অধ্যক্ষ

---

(১) পৃঃ ৭৭-৮ দ্রষ্টব্য।

(২) Indian Coins, p. 13

(৩) Coins of Ancient India p. 80.

(৪) I. M. C., Vol. I, p. 186.

কার্লাইল এই তিনটি চিহ্নকে বোধিবৃক্ষ, নাগবেষ্টিত শিবলিঙ্গ এবং ছত্র-ভুক্তস্তূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন [১]। অহিচ্ছত্র প্রাচীন পঞ্চাল রাজ্যের রাজধানী, অহিচ্ছত্রে এই জাতীয় মুদ্রা অধিক পরিমাণে আবিষ্কৃত হয় বলিয়া কানিংহাম্ ইহার পঞ্চালমুদ্রা নাম দিয়াছিলেন। পঞ্চাল মুদ্রায় অগ্নিমিত্র, ভদ্রঘোষ, ভূমিমিত্র, ইন্দ্রমিত্র, ফাল্গুনীমিত্র, সূর্য্যমিত্র, ধ্রুবমিত্র, ভানুমিত্র, বিষ্ণুমিত্র, বিশ্বপাল, জয়মিত্র, অণুমিত্র, বৃহস্পতিমিত্র ও রুদ্রগুপ্ত [২] নামক রাজগণের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল মুদ্রার ওজন সাধারণতঃ ২৫০ গ্রেণ, ক্ষুদ্রাকার মুদ্রার ওজন ১৬ গ্রেণের কম নহে [৩]। কানিংহাম্ অগ্নিমিত্রের একটি মুদ্রার ওজন ২৯১ গ্রেণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন [৪]। অহিচ্ছত্রে অচ্যুত নামক একজন রাজার ক্ষুদ্র তাম্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়া থাকে [৫]। হরিষেণ রচিত সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, অচ্যুত নামক জনৈক আর্য্যাবর্ত্ত-রাজ সমুদ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক উন্মূলিত হইয়াছিলেন [৬]। শ্রীযুক্ত স্মিথ্ অনুমান করেন যে, এই সকল মুদ্রা, সমুদ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক যে অচ্যুত পরাজিত হইয়াছিলেন, তাঁহারই মুদ্রা [৭]। অচ্যুতের দুই প্রকার মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম প্রকারের মুদ্রা সম্ভবতঃ ছাঁচে মুদ্রাঙ্কিত এবং ইহার এক দিকে রোমক মুদ্রার ন্যায় রাজার মস্তক ও অপর দিকে চক্র বা সূর্য্য

---

(১) Ibid, Note 2.

(২) Ibid, pp. 986—88; Coins of Ancient India, pp. 81—84.

(৩) I. M. C., Vol. I, p 186, No. 1; p. 187, No. 3. (Bhanumitra).

(৪) Coins of Ancient India, p. 83.

(৫) I. M. C., Vol. I, pp. 185—86.

(৬) Fleet's Gupta Inscriptions, p. 7.

(৭) I. M. C., Vol. I, pp. 132—5, Nos. 1—36.

আছে [১]। দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় প্রথম দিকে রাজার মস্তক থাকে না, কিন্তু উভয় প্রকারের মুদ্রাতেই এই দিকে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর অক্ষরে রাজার নাম লিখিত থাকে [২]।

ত্রিপুরী চেদিরাজবংশের রাজধানী। কতকগুলি তাম্র মুদ্রায় খৃষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর অক্ষরে এই নামটি লিখিত আছে [৩]। উজ্জয়িনী নগরীর মুদ্রায় সাধারণতঃ একটি চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় [৪], কিন্তু কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য মুদ্রায় খৃষ্ট পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর অক্ষরে "উজেনিয়" লিখিত আছে [৫]। সাধারণতঃ উজ্জয়িনীর মুদ্রায় একদিকে সূর্য্যধ্বজহস্তে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি এবং অপর দিকে উজ্জয়িনীর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় [৬]। কোন কোন মুদ্রায় একদিকে বেষ্টনীমধ্যে একটি বৃষ [৭] অথবা বোধি-বৃক্ষ [৮] সুমেরু পর্ব্বত [৯] প্রভৃতি চিহ্ন কিম্বা লক্ষ্মীমূর্ত্তি [১০] দেখিতে পাওয়া যায়। উজ্জয়িনীর কতকগুলি মুদ্রা চতুষ্কোণ [১১] এবং কতকগুলি মুদ্রা গোলাকার [১২]।

বিদেশীয় মুদ্রার অনুকরণে ভারতের কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন জাতি রজত ও তাম্র মুদ্রা মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিল। এই সকল মুদ্রায় সাধারণতঃ

---

(১) Ibid, p. 188, No. 1.
(২) Ibid, pp. 188—9, Nos. 2—10.
(৩) Indian Coins, p. 14.
(৪) I. M. C., Vol I, pp. 152—5, Nos. 1—36.
(৫) Coins of Ancient India, p. 98.
(৬) I. M. C., Vol. I, pp. 152—53, Nos. 1—8, 12—18.
(৭) Ibid, pp. 153—54, Nos. 10—11, 21—29.
(৮) Ibid, pp. 154—55, Nos. 30—34.
(৯) Ibid, p. 155, No. 35.
(১০) Ibid, pp. 153—54, Nos. 19—20.
(১১) Ibid, pp. 152—53, Nos. 1—11.
(১২) Ibid, pp. 153—55, Nos. 12—36.

জাতির নাম লিখিত থাকে, সময় সময় জাতির নামের সহিত রাজার নামও দেখিতে পাওয়া যায়। অর্জ্জুনায়ন, কুনিন্দ, মালব, যৌধেয়, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতির মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে অর্জ্জুনায়ন জাতির মুদ্রা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ১। কানিংহাম্ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, এই জাতির মুদ্রা মথুরানগরে পাওয়া যায় ২, বরাহমিহিরের বৃহৎ-সংহিতায় ত্রৈগর্ত্ত, পৌরব, যৌধেয় প্রভৃতি জাতির সহিত অর্জ্জুনায়ন জাতির উল্লেখ আছে ৩। সেই জন্য আগ্রা এবং মথুরার পশ্চিমদিকে বর্ত্তমান ভরতপুর ও আলোয়ার রাজ্যে অর্জ্জুনায়ন জাতির প্রাচীন বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হরিষেণ রচিত সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তিতে অর্জ্জুনায়ন জাতির উল্লেখ আছে ৪। এই জাতির দুই প্রকার তাম্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে দণ্ডায়মান মনুষ্যমূর্ত্তি এবং অপর দিকে বৃষের মূর্ত্তি আছে ৫। দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় একদিকে বেষ্টনী ও অপর দিকে বোধিবৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় ৬। উভয় প্রকারের মুদ্রাতেই ব্রাহ্মী অক্ষরে "অর্জ্জুনায়নানাং জয়" লিখিত থাকে।

ঔদুম্বর বা ওদুম্বর জাতির মুদ্রা পঞ্জাবের পূর্ব্বভাগে কাঙ্গড়া ও গুরুদাসপুর জেলায় এবং সময়ে সময়ে হোসিয়ারপুর জেলায় আবিষ্কৃত

---

(১) Ibid, p. 160.

(২) Coins of Ancient India, pp. 89—90.

(৩) ত্রৈগর্তপৌরবাম্বষ্ঠ-
পারতা বাটধানযৌধেয়াঃ।
সারস্বতার্জুনায়ন-
মৎস্যার্ধগ্রামরাষ্ট্রাণি॥

—বৃহৎসংহিতা, ১৬।২২শ, Kern's Edition, p. ১০৩।

(৪) Fleet's Gupta Inscriptions, p. 8.

(৫) I. M. C., Vol. I, p. 166. No. 1.

(৬) Ibid, No. 2.

হইয়া থাকে [১]। বরাহমিহিরের বৃহৎ-সংহিতায় কপিষ্ঠল জাতির সহিত ওডুম্বর জাতির উল্লেখ আছে [২] এবং বিষ্ণুপুরাণে ত্রৈগর্ত্ত ও কুলিন্দ-গণের সহিত এই জাতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় [৩]। ওডুম্বর জাতির রজত ও তাম্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। রজতমুদ্রায় ওডুম্বর জাতির সহিত ধরঘোষ এবং রুদ্রবর্ম্মা নামক রাজদ্বয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ধরঘোষের মুদ্রায় এক দিকে ব্যাঘ্রচর্ম্মস্কন্ধে শিব বা হার্-কিউলিসের মূর্ত্তি এবং খরোষ্ঠী অক্ষরে "মহদেবস রঞ্জ ধরঘোষস ওডুম্বরিস" এবং "বিশ্‌পমিত্র" লিখিত আছে। দ্বিতীয় দিকে বেষ্টনীমধ্যে বোধিবৃক্ষ, পরশুযুক্ত ত্রিশূল এবং ব্রাহ্মী অক্ষরে পূর্ব্ববৎ জাতি ও রাজার নাম লিখিত আছে [৪]। রুদ্রবর্ম্মার মুদ্রায় একদিকে বৃষ ও অপর দিকে হস্তীর মূর্ত্তি আছে। প্রথম দিকে খরোষ্ঠী অক্ষরে ও অপর দিকে ব্রাহ্মী অক্ষরে "রঞ্জ বমকিস রুদ্রবর্ম্মস বিজয়ত" লিখিত আছে [৫]। কানিংহাম্ রুদ্র-বর্ম্মা, অজমিত্র, মহিমিত্র, ভানুমিত্র, বীরযশ এবং বৃষ্ণি নামধেয় রাজগণকে ঔডুম্বরজাতীয় রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন [৬]। স্মিথ্ ও হোয়াইট্‌হেড্ এই মতের অনুসরণ করিয়া কলিকাতা ও লাহোর চিত্রশালার মুদ্রার

---

(১) Ibid, pp. 160—61.

(২) সাকেতকঙ্ককুকালকোটি-
কুকুরাশ্চ পারিযাত্রনগঃ।
ঔডুম্বরকাপিষ্ঠল-
গজাহ্বয়াশ্চেতি মধ্যমিদম্॥
—বৃহৎ-সংহিতা ১৪।৪, Kern's Edition, p. 88.

(৩) দেবলা রেণবশ্চৈব যাজ্ঞবল্ক্যা যমর্ধনাঃ
ঔডুম্বরা হ্যবিজ্ঞাতা স্তারকায়ণ চঞ্চলা।—হরিবংশ। ১৪৬৬।

(৪) P. M. C., Vol. I, p. 167, No. 136.

(৫) Ibid, No. 137.

(৬) Coins of Ancient India, pp. 68—70.

তালিকায় ভানুমিত্র ও রুদ্রবর্ম্মাকে ঔদুম্বর জাতীয় রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন [১], কিন্তু এই সকল রাজগণের মুদ্রায় ঔদুম্বর জাতির নামের উল্লেখ নাই, সুতরাং তাঁহারা কি কারণে ঔদুম্বর জাতির রাজগণের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারা যায় না। প্রকৃত পক্ষে ধরঘোষ ব্যতীত ঔদুম্বরজাতির অপর কোন রাজার রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। ঔদুম্বরজাতির তাম্র মুদ্রা তিন প্রকার বলিয়া মুদ্রা-তত্ত্ববিদ্‌গণের বিশ্বাস। কিন্তু যেসকল মুদ্রায় ঔদুম্বর-জাতির নাম পাওয়া যায় না, সেই সকল মুদ্রা কিরূপে ঔদুম্বরজাতির মুদ্রা বলিয়া স্থির হইল তাহা বুঝিতে পারা যায় না। শ্রীযুক্ত স্মিথ্ গোলাকার তাম্র বা পিত্তল নির্ম্মিত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুদ্রাকে ঔদুম্বরজাতির মুদ্রা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু কি কারণে নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা প্রকাশ করেন নাই। দুই প্রকার তাম্র মুদ্রায় ঔদুম্বরজাতির নাম দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে হস্তী, বেষ্টনীমধ্যে বোধিবৃক্ষ ও নিম্নে একটি সর্প আছে। দ্বিতীয় দিকে দ্বিতল বা ত্রিতল মন্দির, স্তম্ভের উপরে স্বস্তিক এবং ধর্ম্মচক্র আছে। ইহার প্রথম দিকে খরোষ্ঠী অক্ষরে ঔদুম্বরজাতির নাম লিখিত আছে [২]। দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রা অতি অল্পদিন পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবে কাঙ্গড়া জেলায় এই জাতীয় ৩৬৩টি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল [৩]। এই মুদ্রাগুলি চতুষ্কোণ এবং ইহার প্রত্যেকটিতে এক দিকে ব্রাহ্মীতে ও অপরদিকে খরোষ্ঠীতে ঔদুম্বর জাতির নাম লিখিত আছে। মুদ্রাগুলির

---

(১) I. M. C., Vol. I, p. 166, Nos. 2—4; P. M. C., Vol. I, p. 167, No. 137.

(২) Coins of Ancient India, p. 68.

(৩) Journal of Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Vol. X, Numismatic Supplement. No. XXIII, p. 247.

প্রথম দিকে বেষ্টনীমধ্যে বোধিবৃক্ষ, একটি হস্তীর সম্মুখভাগ এবং নিম্নে সর্প আছে। দ্বিতীয় দিকে একটি মন্দির, ত্রিশূল এবং সর্প আছে ১। এই সকল মুদ্রার মধ্যে কতকগুলিতে ধরঘোষ, শিবদাস এবং রুদ্রদাস নামক ঔডুম্বর জাতীয় তিন জন রাজার নাম পাওয়া যায় ২। ইহাদিগের মধ্যে ধরঘোষের নাম পূর্ব্বপরিচিত কিন্তু শিবদাস ও রুদ্রদাসের নাম ইতিপূর্ব্বে শ্রুত হয় নাই। এই সকল মুদ্রায় প্রথম দিকে ব্রাহ্মী ও দ্বিতীয় দিকে খরোষ্ঠী অক্ষরে "মহদেবস রঞঃ ধর-ঘোষস বা শিবদসস বা রুদ্রদসস ঔডুম্বরিস" লিখিত থাকে ৩।

কুণিন্দজাতি বরাহমিহিরের সময়ে মদ্র জাতির নিকটে বাস করিত ৪। বৃহৎ-সংহিতায় আর একস্থানে ইহারা কুলূত এবং সৈরিন্ধ্রগণের সহিত একত্র উল্লিখিত হইয়াছে ৫। কুণিন্দগণ সম্ভবতঃ বর্ত্তমান সময়ে কুণেত নামে পরিচিত। কুণিন্দজাতির বহু মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা দুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে। প্রথম ভাগের মুদ্রা প্রাচীন এবং ইহাতে ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী উভয় জাতীয় লিপির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় ৬। ইহার প্রথম দিকে একটি স্ত্রী মূর্ত্তি একটি মৃগ, একটি চতুষ্কোণ স্তূপ এবং একটি চক্র দেখিতে পাওয়া যায়।

---

(১) Ibid, pp. 249—50.

(২) Ibid, p. 248.

(৩) Ibid, p. 249.

(৪) আবন্তোহথানর্ত্তো
    মৃত্যুং চায়াতি সিন্ধুসৌবীরঃ।
    রাজা চ হারহোরো
    মদ্রেশোহন্যশ্চ কৌণিন্দঃ॥

—বৃহৎ সংহিতা, ১৪।৩৩শ, Kern's Edition, p. 93.

(৫) Coins of Ancient India, p. 71.

(৬) I. M. C., Vol. I, p. 168, Nos. 9—10.

দ্বিতীয় দিকে সুমেরু পর্ব্বত, বোধিবৃক্ষ, স্বস্তিক এবং নন্দিপাদ দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় তাম্র মুদ্রাই আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই জাতীয় মুদ্রা যে সময়ে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল, সেই সময়ে অমোঘভূতি নামক একজন রাজা কিয়ৎকালের জন্য কুণিন্দ জাতির অধিপতি ছিলেন। অমোঘ-ভূতির নামাঙ্কিত কুণিন্দ জাতির কতকগুলি রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা সর্ব্বপ্রকারে পূর্ব্ব-বর্ণিত তাম্র মুদ্রার অনুরূপ, তবে ইহাতে যে খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী লিপি আছে তাহার পাঠোদ্ধার সম্ভব, কিন্তু তাম্র মুদ্রার লিপি একেবারেই পড়িতে পারা যায় না। অমোঘভূতির মুদ্রায় একদিকে ব্রাহ্মী অক্ষরে 'অমোঘভূতিস মহরজস রাঞ্জ কুণিন্দস' এবং অপর দিকে খরোষ্ঠী অক্ষরে 'রঞঃ কুণিদস অমোঘভতিস মহরজস' লিখিত থাকে [১]। অমোঘভূতি ব্যতীত ছত্রেশ্বর নামক কুণিন্দ জাতির আর একজন রাজার নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইঁহার নাম ছত্রেশ্বর এবং ইঁহার কেবল তাম্র মুদ্রাই আবিষ্কৃত হইয়াছে [২]। কুণিন্দ জাতির পরবর্ত্তী কালের মুদ্রা অমোঘভূতির রৌপ্য মুদ্রার ন্যায় কিন্তু ইহাতে কেবল ব্রাহ্মী অক্ষরের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় [৩]। এক শ্রেণীর মুদ্রায় কোন প্রকার লিপির ব্যবহারই দেখিতে পাওয়া যায় না [৪]।

অতি প্রাচীন কাল হইতে মালবজাতি ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসী। আলেকজাণ্ডার যখন পঞ্চনদ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন মালবজাতির সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল [৫]। বরাহমিহিরের বৃহৎ-

(১) Ibid, pp. 167—68, Nos. 1—8.
(২) Ibid, p. 170, Nos. 36—37.
(৩) Ibid, pp. 168—69, Nos. 21—29.
(৪) Ibid, p. 169, Nos. 30—35.
(৫) Early History of India, 3rd Ed. pp. 94—7.

সংহিতায় মদ্র ও পৌরব জাতির সহিত মালবজাতি উল্লিখিত হইয়াছে ১। এই জাতি কোন সময়ে অবন্তিদেশে বাস করিয়াছিল বলিয়া প্রাচীন অবন্তি বা উজ্জয়িনী পরবর্ত্তী কালে ইতিহাসে মালবদেশ নামে পরিচিত হইয়াছে। এখনও যুক্ত-প্রদেশে অথবা পঞ্চনদে স্থানে স্থানে মালওয়া বা মালব নামে বহু গ্রাম নগর দেখিতে পাওয়া যায়। এই মালব জাতির বহু প্রাচীন মুদ্রা রাজপুতানার পূর্ব্বাঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে ২। কার্লাইল জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গতঃ নাগর নামক স্থানে একটি প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে মালবজাতির ৬০০০ তাম্র মুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছিলেন ৩। মালবজাতির মুদ্রা সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। প্রথম বিভাগের মুদ্রায় কেবল জাতির নাম লিখিত আছে ৪। এই জাতীয় কতকগুলি মুদ্রা গোলাকার এবং অবশিষ্টগুলি চতুষ্কোণ। দ্বিতীয় বিভাগের মুদ্রায় মালবজাতির রাজগণের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল মুদ্রায় কেবল ব্রাহ্মী লিপির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় এবং প্রত্ন-লিপি-তত্ত্বানুসারে খৃষ্ট পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই সকল মুদ্রা প্রচলিত ছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে ৫। মালবজাতির মুদ্রা আকারে অতি

---

(১) অম্বরমদ্রকমালব-
পৌরবকচ্ছারদণ্ডপিঙ্গলকাঃ।
মাণহলহুণকোহল-
শীতকমাণ্ডব্যভূতপুরাঃ॥
— বৃহৎ সংহিতা, ১৪।২৭শ, Kern's Edition, p. 92.

(২) Cunningham's Archaeological Survey Reports, Vol. VI, pp. 165—74, Vol. XIV, p. 149.

(৩) I. M. C., Vol. I, p. 162.

(৪) Ibid, pp. 170—74.

(৫) Ibid, p. 162.

ক্ষুদ্র। ইহার মধ্যে প্রাচীন মুদ্রাগুলির আকার অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, ইহার ব্যাস অর্দ্ধ ইঞ্চির অধিক নহে। মুদ্রাগুলির ওজন ১০৷৷০ গ্রেণের অধিক নহে এবং সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র মুদ্রার ওজন ১৷৷০ গ্রেণের অধিক নহে [১]। শ্রীযুক্ত স্মিথ্ অনুমান করেন যে, এই মুদ্রাটি পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র আকারের মুদ্রাসমূহের অন্যতম। মালবজাতির প্রথম বিভাগের মুদ্রায় আটটি ভিন্ন ভিন্ন উপবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম উপবিভাগের মুদ্রায় দ্বিতীয় দিকে সূর্য্য এবং সূর্য্যের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় এবং প্রথমদিকে কখনও কখনও বেষ্টনী মধ্যে বোধিবৃক্ষ দেখা যায় [২]। দ্বিতীয় উপবিভাগের মুদ্রায় অপর দিকে একটি ঘট আছে [৩]। তৃতীয় উপ-বিভাগের মুদ্রায় প্রথম দিকে বেষ্টনীমধ্যে বোধিবৃক্ষ ও দ্বিতীয় দিকে ঘট দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দ্বিবিধ, চতুষ্কোণ [৪] ও গোলাকার [৫]। চতুর্থ উপবিভাগের মুদ্রা চতুষ্কোণ এবং ইহাতে দ্বিতীয় দিকে সিংহের মূর্ত্তি আছে [৬]। পঞ্চম উপবিভাগের মুদ্রায় দ্বিতীয় দিকে বৃষের মূর্ত্তি আছে। ইহা দ্বিবিধ, গোলাকার [৭] ও চতুষ্কোণ [৮]। ষষ্ঠ উপবিভাগের মুদ্রায় দ্বিতীয় দিকে রাজার মস্তক আছে [৯]। সপ্তম উপবিভাগের মুদ্রায় এই স্থানে ময়ূরের মূর্ত্তি আছে [১০]। অষ্টম উপবিভাগের মুদ্রা অতি ক্ষুদ্র

---

(১) Ibid, p. 163.
(২) Ibid, pp. 170—71, Nos. 1—11.
(৩) Ibid, p. 171, Nos. 12—13.
(৪) Ibid, Nos. 14—22.
(৫) Ibid, p. 172, Nos. 23—25.
(৬) Ibid, Nos. 26—36.
(৭) Ibid, p. 173, Nos. 40—57.
(৮) Ibid, p. 172, Nos. 37—41.
(৯) Ibid, p. 173 Nos. 58—61.
(১০) Ibid, p. 174, Nos. 62—63.

এবং ইহার দ্বিতীয় দিকে সূর্য্য, নন্দিপাদ, সর্প প্রভৃতি নানাবিধ মূর্ত্তি ও চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় ১। এই সকল উপবিভাগের কোন কোন মুদ্রায় প্রথম দিকে বেষ্টনীমধ্যে বোধিবৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। মালব জাতির যে সমস্ত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার প্রথম বিভাগে 'মালবানাং জয়ঃ' অথবা 'জয় মালবানাং জয়ঃ' লিখিত আছে। দ্বিতীয় বিভাগের মুদ্রায় জাতির নামের পরিবর্ত্তে মালবজাতির রাজগণের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল নাম বিদেশীয় ভাষার শব্দ বলিয়া অনুমান হয় ২। কার্লাইল চল্লিশ জন রাজার নামাঙ্কিত মুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছিলেন ৩। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ইঁহাদিগের মধ্যে বিংশতি জনের মুদ্রা সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় :—

১। ভপংয়ন
২। য়ম বা ময়
৩। মজুপ
৪। মপোজয়
৫। মপয়
৬। মগজশ
৬। মগজ
৮। মগোজব
৯। গোজর
১০। মাশপ
১১। মপক
১২। য়ম
১৩। পছ
১৪। মগছ
১৫। গজব
১৬। জামক
১৭। জমপয়
১৮। পয়
১৯। মহারায়
২০। মরজ ৪

(১) Ibid, Nos. 64—67 B.
(২) Ibid, p. 162.
(৩) Ibid, p. 163.
(৪) Ibid, pp. 174—77, Nos. 68—103.

এই সকল নামের মধ্যে 'মহারায়' শব্দটি বোধ হয় নাম নহে, উপাধি। কতকগুলি ক্ষুদ্রাকার তাম্র মুদ্রায় কোন লিপি দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বোধিবৃক্ষ, ঘট প্রভৃতি যে সমস্ত চিহ্ন মালবজাতির মুদ্রায় দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদিগের অস্তিত্ব দর্শনে শ্রীযুক্ত স্মিথ্ এই গুলিকে মালবজাতির মুদ্রা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ১।

কুণিন্দ ও মালবজাতির ন্যায় অতি প্রাচীন কাল হইতে যৌধেয় জাতি ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বাস করিয়া আসিতেছে। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে উৎকীর্ণ গির্ণার পর্ব্বতগাত্রে আবিষ্কৃত মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামের শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, রুদ্রদাম ৭২ শকাব্দের পূর্ব্বে যৌধেয় জাতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন ২। বৃহৎ-সংহিতায় গান্ধার জাতির সহিত যৌধেয়গণের উল্লেখ আছে ৩। হরিষেণ বিরচিত সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তিতে লিখিত আছে যে, যৌধেয়জাতি সমুদ্রগুপ্তকে কর প্রদান করিত ৪। ভরতপুর রাজ্যের অন্তর্গত বিজয়গড় বা বেজেগড় নামক স্থানে একটি শিলালিপিতে যৌধেয়গণের অধিপতি

---

(১) Ibid, p. 178, Nos. 104—10.

(২) Epigraphia India, Vol. viii, p. 9.

(৩) Fleet's Gupta Inscriptions, p. 8.

(৪) গান্ধারযশোবতি-
হেমতালরাজন্যখচরগব্যাশ্চ।
যৌধেয়দাসমেয়াঃ
শ্যামাকাঃ ক্ষেমধূর্ত্তাশ্চ॥
—বৃহৎ-সংহিতা, ১৪।২৮শ ; Kern's Edition, p. 92.

ত্রৈগর্ত্তপৌরবাম্বষ্ঠ-
পারতা বাটধানযৌধেয়াঃ।
সারস্বতার্জ্জুনায়ন-
মৎস্যার্ধগ্রামরাষ্ট্রাণি॥
—বৃহৎ-সংহিতা, ১৬।২২শ ; Kern's Edition, p. 103.

"মহারাজ মহাসেনাপতি" উপাধিধারী জনৈক ব্যক্তির উল্লেখ আছে ১। পঞ্জাবে বাহাওলপুর রাজ্যের অধিবাসী যোহিয়া নামক জাতি যৌধেয়গণের বংশধররূপে পরিচিত ২। বাহাওলপুর রাজ্যে যোহিয়াবার নামে একটি প্রদেশ আছে। যৌধেয় জাতির মুদ্রা পঞ্জাবের পূর্ব্বভাগে অধিক পরিমাণে আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে ইহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্জাবের নিকটবর্ত্তী সোনপত নামক স্থানে যৌধেয় জাতির বহুমুদ্রা দুইবারে আবিষ্কৃত হইয়াছে ৩। যৌধেয় জাতির মুদ্রা সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। প্রথম বিভাগের মুদ্রা সর্ব্বপ্রাচীন, ইহাতে একদিকে বৃষ ও স্তম্ভ (?) এবং অপরদিকে হস্তীর মূর্ত্তি ও নন্দিপাদ চিহ্ন আছে ৪। প্রথমদিকে ব্রাহ্মী অক্ষরে "যধেয়ন (যৌধেয়ানাং)" লিখিত আছে। দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় একদিকে পদ্মের উপরে দণ্ডায়মান ষড়ানন কার্ত্তিকেয় ও অপর দিকে বোধিবৃক্ষ, সুমেরু পর্ব্বত, নন্দিপাদ চিহ্ন এবং ষড়ানন দেবী মূর্ত্তি (কার্ত্তিকেয়ানী) আছে। প্রথম দিকে ব্রাহ্মী অক্ষরে ব্রহ্মণ্যদেব নামক যৌধেয় জাতীয় জনৈক রাজার নাম পাওয়া যায় ৫। এই ব্রাহ্মী লিপির সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই ৬। কোন মুদ্রায় 'ব্রহ্মণ্যদেবস্য ভাগবতঃ' ৭, কোন মুদ্রায় 'স্বামি ভাগবতঃ' ৮,

(১) Fleet's Gupta Inscriptions, p. 252.
(২) Cunningham's Ancient Geography, p. 245.
(৩) I. M. C., Vol. I, p. 165; Coins of Ancient India, p. 76.
(৪) I. M. C., Vol. I, pp. 180—181, Nos. 1—7.
(৫) Ibid, pp. 181—182, Nos. 8—20.
(৬) Ibid, p. 181, Note 1.
(৭) Ibid, No. 8.
(৮) Ibid, No. 12.

কোন মুদ্রায় 'ভাগবতঃ যধেয়নঃ' [১] এবং কোন মুদ্রায় 'ভাগবতো স্বামিন ব্রহ্মণ্য যৌধেয়' [২] লিখিত আছে। কোন কোন মুদ্রায় কার্ত্তিকের নাম 'কুমারস' লিখিত আছে [৩]। তৃতীয় প্রকারের মুদ্রা কুষণবংশীয় সম্রাট্‌গণের মুদ্রার অনুকরণ বলিয়া বোধ হয় [৪]। ইহাতে একদিকে শূলহস্তে দণ্ডায়মান কার্ত্তিকেয় এবং তাঁহার বামপার্শ্বে ময়ূর ও অপর দিকে দণ্ডায়মান দেবমূর্ত্তি আছে [৫]। এই দেবমূর্ত্তি কুষণবংশীয় সম্রাট্‌গণের মুদ্রায় মিহির বা সূর্য্যদেবের যে মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় তাহার অনুরূপ। [৬] এই জাতীয় মুদ্রার তিনটি বিভাগ আছে। প্রথম বিভাগের মুদ্রায় সংখ্যাবাচক কোন শব্দ নাই [৭], কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগের মুদ্রায় "দ্বি" [৮] ও "ত্রৃ" [৯] লিখিত আছে। এই জাতীয় প্রত্যেক বিভাগের মুদ্রায় ব্রাহ্মী অক্ষরে 'যৌধেয়গণস্য জয়ঃ' লিখিত আছে।

পদ্মাবতী বা নলপুর (বর্ত্তমান নারওয়ার) এককালে নাগবংশীয় রাজগণের রাজধানী ছিল। পুরাণসমূহে নয় জন নাগবংশীয় রাজার

---

(১) Rodger's Catalogue of Coins, Lahore Museum.

(২) Coins of Ancient India, p. 78.

(৩) I. M. C. Vol. I, p. 182, Nos. 15, 17.

(৪) Indian Coins, p. 15.

(৫) মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণ এই মুদ্রার প্রথম দিকে শূলহস্তে রাজার মূর্ত্তি ও তাঁহার বাম পার্শ্বে কুক্কুটের মূর্ত্তি দেখিয়া আসিতেছেন, কিন্তু উহা কার্ত্তিকেয়ের মূর্ত্তি এবং তাঁহার বাহন ময়ূরের মূর্ত্তি হওয়াই অধিকতর সম্ভব :—I. M. C., Vol. I, pp. 182—83, Nos. 21—35.

(৬) Ibid, p. 182, No. 21. reverse.

(৭) Ibid, pp. 182—83, Nos. 21—26.

(৮) Ibid, p. 183, Nos. 27—30.

(৯) Ibid, Nos. 31—35.

উল্লেখ আছে ১। এই বংশের গণপতি নাগ সমুদ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন ২। গণপতি নাগ, দেবনাগ প্রভৃতি ছয় জন নাগবংশীয় রাজার মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে ৩। গণপতি নাগের অপর নাম গণেন্দ্র। ইঁহার মুদ্রার একদিকে ব্রাহ্মী অক্ষরে "মহারাজ শ্রীগণেন্দ্র" এবং অপর দিকে বৃত্ত মধ্যে বৃষের মূর্ত্তি আছে ৪। দেবনাগের মুদ্রায় একদিকে ব্রাহ্মী অক্ষরে "মহারাজ শ্রীদেবনাগস্য" লিখিত আছে এবং অপর দিকে একটি চক্র আছে ৫।

---

(১) Indian Coins, p. 28.
(২) Fleet's Gupta Inscriptions, p. 7.
(৩) Indian Coins, p. 28.
(৪) I. M. C., Vol. I, pp. 178—79, Nos. 1—15.
(৫) Ibid, No. i.

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নূতন ভারতীয় মুদ্রা

গুপ্ত সম্রাট্‌গণের মুদ্রা

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম পাদে লিচ্ছবি রাজবংশের জামাতা ঘটোৎকচগুপ্তের পুত্র প্রথম চন্দ্রগুপ্ত একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই নব রাজ্যের সিংহাসনে চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক কাল হইতে গৌপ্তাব্দ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গুপ্তবংশীয় সম্রাট্‌গণের শিলালিপিসমূহে চন্দ্রগুপ্তের পিতা ঘটোৎকচগুপ্ত এবং পিতামহ শ্রীগুপ্ত কেবল মহারাজ উপাধিতে অভিহিত,[১] ইহা হইতে অনুমান হয় যে, তাঁহারা করদ রাজা অথবা সামান্য ভূস্বামী ছিলেন। শ্রীগুপ্তের কোন মুদ্রা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। ঘটোৎকচগুপ্তের নামাঙ্কিত একটি মাত্র সুবর্ণ মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা সেণ্ট-পিটার্স্‌বার্গে বা পেট্রোগ্রাডের চিত্রশালায় রক্ষিত আছে[২]। মুদ্রা-তত্ত্ববিদ্ জন্ আলানের মতানুসারে এই মুদ্রা সম্রাট্ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পিতা ঘটোৎকচগুপ্তের মুদ্রা নহে, ইহা

---

(১) Fleet's Gupta Inscriptions, pp. 8, 27, 43, 50, 53.

(২) British Museum Catalogue of Indian Coins, Gupta Dynasties, p. 149.

পরবর্ত্তী কালের মুদ্রা [১]। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের নামাঙ্কিত এক জাতীয় সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। হইাতে প্রথম দিকে চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁহার পত্নী কুমারদেবী এবং চতুর্থ শতাব্দীর ব্রাহ্মী অক্ষরে "চন্দ্রগুপ্ত" ও "শ্রীকুমারদেবী" লিখিত আছে। অপরদিকে সিংহপৃষ্ঠে উপবিষ্টা লক্ষ্মী-দেবীর মূর্ত্তি এবং "লিচ্ছবয়ঃ" লিখিত আছে [২]। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত আলান বলেন যে, সমুদ্রগুপ্তের শূলহস্তে রাজমূর্ত্তিযুক্ত মুদ্রা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। এই জাতীয় মুদ্রা পরবর্ত্তী কুষণ রাজ-গণের মুদ্রার অনুকরণে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারদেবীর মূর্ত্তিযুক্ত মুদ্রা এই জাতীয় নহে। শূলহস্তে রাজমূর্ত্তিযুক্ত প্রথম চন্দ্রগুপ্তের কোন মুদ্রা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই, সুতরাং সমুদ্রগুপ্তের শূলহস্তে রাজমূর্ত্তিযুক্ত মুদ্রা প্রথম চন্দ্রগুপ্তের এই জাতীয় মুদ্রার অনুকরণে নির্ম্মিত নহে। অতএব প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রার বিশেষত্ব দেখিয়া তৎপুত্র সমুদ্র-গুপ্ত কর্ত্তৃক পরবর্ত্তী কুষণ রাজগণের মুদ্রার অনুকরণের কোন সন্তোষ-প্রদ কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না [৩]। শ্রীযুক্ত আলান্ এই সমস্ত কারণে অনুমান করেন যে, সমুদ্রগুপ্ত লিচ্ছবিবংশ হইতে তাঁহার উৎপত্তি এবং পিতা চন্দ্রগুপ্ত ও মাতা কুমারদেবীর স্মরণার্থ মুদ্রা মুদ্রাঙ্কিত করিয়া-ছিলেন [৪]। শ্রীযুক্ত আলানের গুপ্তবংশীয় সম্রাট্‌গণের মুদ্রা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে স্মিথ্ [৫], রেপসন্ [৬] প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মুদ্রা-

---

(১) Ibid, p. liv.

(২) Ibid, pp. 8—11, Nos. 23—31., I. M. C., Vol. I, pp. 99—100, Nos. 1—6.

(৩) Allan, B. M. C., p. lxv.

(৪) Ibid, p. lxviii.

(৫) I. M. C. Vol. I, p. 95.

(৬) Indian Coins, p. 24.

তত্ত্ববিদ্‌গণ এই জাতীয় মুদ্রা প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা বলিয়াই গ্রহণ করিতেন।

"চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারদেবীর পুত্র তাঁহার খোদিত-লিপিতে আপনাকে লিচ্ছবিদৌহিত্র বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। সমুদ্রগুপ্ত খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্ব-প্রথমে আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য রাজগণের উচ্ছেদসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং রুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত, চন্দ্রবর্ম্ম, গণপতিনাগ, নাগসেন, অচ্যুত, নন্দী, বলবর্ম্মা প্রভৃতি আর্য্যাবর্ত্ত-রাজগণের রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিলেন। আর্য্যাবর্ত্ত অধিকৃত হইলে আটবিক অর্থাৎ বনময় প্রদেশসমূহের রাজগণ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। সমগ্র উত্তরাপথ বিজিত হইলে সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণাপথ জয় করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার রাজধানী পাটলিপুত্র হইতে যাত্রা করিয়া মগধ ও উড়িষ্যার মধ্যবর্ত্তী বনময় প্রদেশের দুইজন রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। এই দুইজনের মধ্যে প্রথম দক্ষিণ কোশলরাজ মহেন্দ্র ও দ্বিতীয় মহাকান্তার বা ভীষণ বনের অধিপতি ব্যাঘ্ররাজ। ইহার পরে তিনি কৌরলদেশের অধিপতি মণ্টরাজাকে পরাজিত করিয়া কলিঙ্গদেশের পুরাতন রাজধানী পিষ্টপুর (আধুনিক পিট্টপুরম), মহেন্দ্রগিরি ও কোট্টুর দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। কোট্টুর ও পিষ্টপুরের অধিপতি স্বামিদত্ত, এরণ্ডপল্লরাজ দমন, কাঞ্চিনগরাধিপতি বিষ্ণুগোপ, অবমুক্তরাজ নীলরাজ, বেঙ্গি-নগরাধিপতি হস্তিবর্ম্মা, পলক্করাজ উগ্রসেন, দেবরাষ্ট্রের অধিপতি কুবের এবং কুস্থলপুররাজ ধনঞ্জয় প্রভৃতি দক্ষিণাপথের রাজগণ সমুদ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। সমতট (দক্ষিণ অথবা পূর্ব্ববঙ্গ), ডবাক (সম্ভবতঃ ঢাকা), কামরূপ, নেপাল, কর্ত্তৃপুর (বর্ত্তমান কুমায়ুন ও গাড়ওয়াল) প্রভৃতি সীমান্তরাজ্যের নরপতিগণ এবং মালব, অর্জ্জুনায়ন,

যৌধেয়, মদ্রক, আভীর, প্রার্জ্জুন, শণকানীক [১], কাক, খরপরিক প্রভৃতি জাতিসমূহ তাঁহাকে করপ্রদান করিত।

উত্তরাপথের সমস্ত প্রদেশে প্রতিবর্ষে সমুদ্রগুপ্তের বহু মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। অদ্যাবধি কেবল সমুদ্রগুপ্তের সুবর্ণ মুদ্রাই আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ মুদ্রা-তত্ত্ববিদ্ জন্ আলান্ এই সমস্ত মুদ্রা আট ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন :—

(১) গরুড়ধ্বজহস্তে রাজমূর্ত্তিযুক্ত।
(২) ধনুর্ব্বাণহস্তে রাজমূর্ত্তিযুক্ত।
(৩) প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারদেবীর মূর্ত্তিযুক্ত।
(৪) পরশুহস্তে রাজমূর্ত্তিযুক্ত।
(৫) চক্রধ্বজহস্তে রাজমূর্ত্তিযুক্ত।
(৬) বীণাহস্তে রাজমূর্ত্তিযুক্ত।
(৭) ব্যাঘ্রঘাতী রাজমূর্ত্তিযুক্ত।
(৮) অশ্বমেধের অশ্ব ও প্রধানা মহিষীর মূর্ত্তিযুক্ত।

গুপ্তবংশীয় সম্রাট্‌গণের অধিকারকালে তাঁহাদিগের নামে মুদ্রাঙ্কিত সুবর্ণ ও তাম্র মুদ্রার বহুল প্রচলন ছিল। গুপ্তসম্রাট্‌গণের মুদ্রাসমূহ পরবর্ত্তী কুষণবংশীয় রাজগণের মুদ্রার অনুকরণে নির্ম্মিত হইলেও এই সকল মুদ্রায় শিল্পির কলাকৌশলের প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায় [২]। গুপ্তবংশীয় সম্রাট্‌গণের সুবর্ণমুদ্রাসমূহে ভারতীয় শিল্পের চরমোৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া পাওয়া যায়। কুমারগুপ্তের কার্ত্তিকের মূর্ত্তিযুক্ত মুদ্রা ভারতের প্রাচীন মুদ্রাসমূহের মধ্যে কলাকৌশলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সৌরাষ্ট্রের শকরাজা ধ্বংস করিয়া উক্ত প্রদেশ গুপ্তসাম্রাজ্যভুক্ত করিলে প্রাদেশিক মুদ্রার অনুকরণে রজতমুদ্রা মুদ্রাঙ্কন আরব্ধ হইয়াছিল [৩]। গুপ্তসম্রাট্‌গণের সুবর্ণমুদ্রা প্রথমে কুষণরাজগণের

---

(১) বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৪৬,৪৭।
(২) Indian Coins, p. 25.
(৩) Allan, B. M. C., p. lxxxvi.

সুবর্ণমুদ্রার অনুকরণে রোমদেশের তৌলের রীতি অনুসারে মুদ্রাঙ্কিত হইত। পরবর্ত্তী সম্রাট্গণের রাজ্যকালে রোমক তৌল-রীতির পরিবর্ত্তে প্রাচীন ভারতীয় তৌলরীতি অবলম্বিত হইয়াছিল। রোমক তৌল-রীতি অনুসারে মুদ্রাঙ্কিত সুবর্ণমুদ্রার ওজন ১২৪ গ্রেণ, কিন্তু ভারতীয় তৌল-রীতি অনুসারে মুদ্রিত সুবর্ণমুদ্রার ওজন ১৪৬০ গ্রেণ। সম্ভবতঃ কিয়ৎকাল উভয় প্রকারের তৌল-রীতি অনুসারে মুদ্রাঙ্কিত সুবর্ণমুদ্রা গুপ্তসাম্রাজ্যে প্রচলিত ছিল এবং ইহা দীনার এবং সুবর্ণনামে অভিহিত। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও প্রথম কুমারগুপ্তের উভয় প্রকারের তৌল-রীতির অবলম্বনে মুদ্রাঙ্কিত সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্কন্দগুপ্তের রাজ্যকালে কেবল প্রাচীন ভারতীয় তৌল-রীতির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালে মালবে ও সৌরাষ্ট্রে গুপ্তসম্রাট্গণ কর্ত্তৃক রজতমুদ্রার মুদ্রাঙ্কন আরব্ধ হইয়াছিল। প্রথম কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্তের রাজ্যকালে উত্তরা-পথেও রজতমুদ্রা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল। উত্তরাপথের রজতমুদ্রা সৌরাষ্ট্রের রজতমুদ্রা হইতে বিভিন্ন[১]। গুপ্তবংশীয় সম্রাট্গণের তাম্র মুদ্রা সমূহেও শিল্পিগণের বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

সমুদ্রগুপ্তের প্রথম প্রকারের সুবর্ণমুদ্রা দেখিলে প্রথমে শূলহস্তে রাজ-মূর্ত্তি আছে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই জাতীয় মুদ্রার প্রথম-দিকে ধ্বজহস্তে রাজমূর্ত্তি আছে[২]। রাজা দক্ষিণ হস্ত দ্বারা অগ্নিকুণ্ডে ধূপ নিক্ষেপ করিতেছেন, তাঁহারা বামহস্তে ধ্বজ এবং দক্ষিণদিকে গরুড়ধ্বজ আছে। রাজার বামহস্তের নিম্নে একটি অক্ষরের উপর আর একটি অক্ষর সাজাইয়া রাজার নাম লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় দিকে

---

(১) Indian coins, p. 25.

(২) Allan, B. M. C., p. lxviii.

সিংহাসনে উপবিষ্ট লক্ষ্মীমূর্ত্তি এবং "পরাক্রমঃ" লিখিত আছে। প্রথম-দিকে রাজার মূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে উপগীতি ছন্দে

"সমরশতবিততবিজয়ী
জিতারিপুরজিতো দিবং জয়তি।"

লিখিত আছে[১]। এইজাতীয় মুদ্রায় দুইটি বিভাগ আছে। প্রথম বিভাগের মুদ্রায় রাজার বাম হস্তের নিম্নে স মু দ্র লিখিত আছে[২]। কিন্তু দ্বিতীয় বিভাগের মুদ্রায় স মু দ্র গু প্ত লিখিত আছে[৩]। দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় একদিকে দক্ষিণ হস্তে বাণ ও বাম হস্তে ধনু লইয়া দণ্ডায়মান রাজমূর্ত্তি আছে, এবং বামদিকে গরুড়ধ্বজ আছে। রাজার বাম হস্তের নিম্নে পূর্ব্ববৎ স মু দ্র লিখিত আছে, এবং রাজমূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে উপগীতি ছন্দে

"অপ্রতিরথো বিজিত্য ক্ষিতিং
সুচরিতৈর্দিবং জয়তি।"

---

(১) Ibid, p. 1.

(২) Ibid, pp. 1—4, Nos. 1—13; I. M. C., Vol. I, pp. 102—03, Nos. 6—21.

(৩) Ibid, p. 103, Nos. 22—24; Allan, B. M. C., pp. 4—5, Nos. 14—17.

লিখিত আছে [১]। দ্বিতীয় দিকে সিংহাসনে উপবিষ্ট লক্ষ্মীমূর্ত্তি এবং দক্ষিণ পার্শ্বে "অপ্রতিরথঃ" লিখিত আছে। এই জাতীয় কোন কোন মুদ্রায় উপগীতি ছন্দে

"অপ্রতিরথো বিজিত্য ক্ষিতিং
অবনিপতির্দিবং জয়তি"

লিখিত থাকে [২]। তৃতীয় প্রকারের মুদ্রা প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারদেবীর মুদ্রা। চতুর্থ প্রকারের মুদ্রায় একদিকে পরশুহস্তে রাজমূর্ত্তি এবং তাঁহার দক্ষিণদিকে একটি বালকের মূর্ত্তি এবং রাজার বাম হস্তের নিম্নে পূর্ব্বের ন্যায় অক্ষরের উপর অক্ষর সাজাইয়া রাজার নাম লিখিত আছে। দ্বিতীয় দিকে সনালোৎপল হস্তে সিংহাসনে উপবিষ্টা লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি এবং তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে "কৃতান্ত পরশুঃ" লিখিত আছে দেখিতে পাওয়া যায় [৩]। এই জাতীয় মুদ্রার চারিটি বিভাগ আছে, প্রথম বিভাগে রাজার বাম হস্তের নিম্নে

স
মু
দ্র [৪]।

ও দ্বিতীয় বিভাগে

স গু
মু প্ত
দ্র

(১) Ibid, pp. 6—7, Nos. 18—22; I. M. C., Vol. I, pp. 103—04, Nos. 25—28.

(২) Allan, B. M. C., p. 7.

(৩) Ibid, p. 12.

(৪) Ibid, pp. 12—14, Nos. 32—38; I. M. C., Vol. I, p. 104, No. 29.

লিখিত আছে [১]। তৃতীয় বিভাগের মুদ্রায় রাজার বাম হস্তের নিম্নে "কৃ" লিখিত আছে [২], এবং চতুর্থ বিভাগের মুদ্রায় রাজা ও বালকের মূর্ত্তির মধ্যে পূর্ব্ববৎ রাজার নাম লিখিত আছে [৩]। এই প্রকারের মুদ্রায় রাজমূর্ত্তির চারিপার্শ্বে পৃথ্বী ছন্দে

"কৃতান্তপরশুর্জয়তা
জিতরাজ জেতাজিতঃ।"

লিখিত আছে [৪]। পঞ্চম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে চক্রধ্বজ হস্তে রাজা অগ্নিকুণ্ডে ধূপ নিক্ষেপ করিতেছেন এবং অপরদিকে লক্ষ্মীদেবী পুষ্প হস্তে দাঁড়াইয়া আছেন দেখিতে পাওয়া যায়। রাজার বাম হস্তের নিম্নে "কাচ" এবং লক্ষ্মীদেবীর দক্ষিণ পার্শ্বে "সর্ব্বরাজোচ্ছেত্তা" লিখিত আছে। এতদ্ব্যতীত রাজমূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে উপগীতি ছন্দে

"কাচোগামবজিত্য দিবং
কর্ম্মভিরুত্তমৈর্জ্জয়তি।"

লিখিত আছে [৫]। ষষ্ঠ প্রকারের মুদ্রায় একদিকে রাজা বামদিকে দাঁড়াইয়া দক্ষিণস্থ ব্যাঘ্রের প্রতি শর নিক্ষেপ করিতেছেন, ব্যাঘ্রের পশ্চাতে শশাঙ্কধ্বজ আছে। দ্বিতীয় দিকে মকরপৃষ্ঠে গঙ্গাদেবীর মূর্ত্তি ও শশাঙ্ক-ধ্বজ আছে [৬]। এই জাতীয় মুদ্রার দুইটি বিভাগ আছে। প্রথমবিভাগে এক দিকে "ব্যাঘ্র পরাক্রমঃ" ও অপরদিকে "রাজা সমুদ্রগুপ্তঃ" লিখিত আছে [৭],

---

(১) Allan, B. M. C., pp. 14—15, Nos. 39—40.

(২) Ibid, p. 14, Nos. 37—38.

(৩) Ibid, p. 15; Ariana Antiqua, pp. 424—25, pl. xviii. 10.

(৪) Allan, B. M. C., p. 12.

(৫) Ibid, pp. 15—17, Nos. 41—47; I. M. C., Vol. I, p. 100, Nos. 1—2.

(৬) Allan, B. M. C., p. 17.

14—17 (৭) Ibid, No, 48.

কিন্তু দ্বিতীয় বিভাগে উভয়দিকেই "ব্যাঘ্র পরাক্রমঃ" লিখিত আছে [১]। সপ্তম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে খট্টায় উপবিষ্ট বীণাহস্তে রাজমূর্ত্তি আছে এবং অপরদিকে বেত্রনির্ম্মিত আসনে উপবিষ্টা লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি আছে। প্রথমদিকে "মহারাজাধিরাজ শ্রীসমুদ্রগুপ্তঃ" এবং রাজার পদতলে "সি" ও অপরদিকে "সমুদ্রগুপ্তঃ" লিখিত আছে [২]। এই জাতীয় মুদ্রা দ্বিবিধ, ক্ষুদ্র [৩] ও বৃহৎ [৪]। অষ্টম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে পতাকাশোভিত যজ্ঞযূপে আবদ্ধ যজ্ঞীয় অশ্বের মূর্ত্তি এবং অপরদিকে চামর হস্তে প্রধানা মহিষীর মূর্ত্তি ও বামে একটি শূল আছে। এই জাতীয় মুদ্রায় অশ্বের মূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে উপগীতিচ্ছন্দে

"রাজাধিরাজ পৃথিবীমবিত্বা
দিবং জয়ত্যপ্রতিবার্য্যবীর্য্যঃ।" [৫]।

অথবা "রাজাধিরাজ পৃথিবীং বিজিত্য
দিবং জয়ত্যাহৃতবাজিমেধঃ। [৬]।

লিখিত থাকে।

সমুদ্রগুপ্তের বহু পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই সিংহাসনের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন [৭]। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালে মালব ও

---

(১) Ibid, p. 18. No. 49.

(২) Ibid, pp. 18—20, Nos. 50—45; I. M. C., Vol. I, pp. 101—02, Nos. 3—5.

(৩) Ibid, Nos. 3—4, Allan, B. M. C., pp. 18—19, Nos. 50—54.

(৪) Ibid, p. 20, No. 55., I. M. C., Vol. I, p. 102. No. 5.

(৫) Allan, B. M. C., p. 21.

(৬) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. X. p. 256.

(৭) Allan, B. M. C., p. xxxv.

সৌরাষ্ট্র গুপ্তসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। "মালবের উদয়গিরি পর্ব্বতের গুহায় শাব অপর নামধেয় বীরসেন শিবপূজার নিমিত্ত একটি গুহা উৎসর্গ করিয়াছিলেন। বীরসেন তাঁহার খোদিত-লিপিতে বলিয়া গিয়াছেন যে, রাজা যখন পৃথিবী জয়ার্থ আগমন করিয়াছিলেন তখন তিনি তাঁহার সহিত এতদ্দেশে আসিয়াছিলেন।" এতদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, চন্দ্রগুপ্ত স্বয়ং মালব ও সৌরাষ্ট্র আক্রমণ করিয়াছিলেন। সাঞ্চি ও উদয়গিরির তিনখানি শিলালিপি হইতে প্রমাণ হইয়াছে যে, "দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালে, ৪০১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর শেষপাদে মালব গুপ্তসম্রাট্ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল।"

"মালব অধিকারের অব্যবহিত পরে সৌরাষ্ট্রের শকজাতীয় প্রাচীন ক্ষত্রপোপাধিধারী রাজবংশের অধিকার লোপ হইয়াছিল। কুষণবংশীয় সম্রাট্ প্রথম বাসুদেবের রাজত্বকালে অথবা হুবিষ্ক ও প্রথম বাসুদেবের রাজ্যকালের মধ্যবর্ত্তী সময়ে উজ্জয়িনীর ক্ষত্রপ চষ্টনের পৌত্র রুদ্রদাম অন্ধ্ রাজ দ্বিতীয় পুলুমায়িকে পরাজিত করিয়া, কচ্ছ, সৌরাষ্ট্র ও আনর্ত্ত দেশে একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। রুদ্রদামের বংশধর ও স্থলাভিষিক্তগণ ৩১০ শকাব্দ (৩৮৮ খৃঃ অঃ) পর্য্যন্ত সৌরাষ্ট্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। মহাক্ষত্রপ সত্যসিংহের পুত্র ৩১০ শকাব্দে স্বনামে রজতমুদ্রা মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন। ৯০ গোপ্তাব্দ হইতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সৌরাষ্ট্রের শকরাজগণের অনুকরণে নিজনামে রৌপ্য মুদ্রা মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ করেন। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, ৩১০ শকাব্দে ও ৯০ গোপ্তাব্দের (৩৮৮ হইতে ৪০৯ খৃষ্টাব্দের) মধ্যবর্ত্তী সময়ে মহাক্ষত্রপ রুদ্রসিংহের অধিকার গুপ্তসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল [১]।"

(১) বাঙ্গালার ইতিহাস ১ম ভাগ, পৃঃ ৫০—৫২।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পাঁচ প্রকার সুবর্ণ মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম প্রকারের মুদ্রা দ্বিবিধ। ইহার প্রথম বিভাগে চারিটি উপবিভাগ আছে। এই বিভাগের মুদ্রায় একদিকে বামহস্তে ধনু ও দক্ষিণ হস্তে শরধারী রাজ মূর্ত্তি আছে এবং ইহার চারিদিকে "দেবশ্রী মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্তঃ" লিখিত আছে। দ্বিতীয় দিকে সিংহাসনে উপবিষ্টা লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি আছে এবং তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে "শ্রীবিক্রম" লিখিত আছে [১]। প্রথম দিকে অক্ষরের উপর অক্ষর সাজাইয়া "চন্দ্র" লিখিত আছে। প্রথম উপবিভাগে 'ধনুর্গুণ' রাজার দেহের দিকে আছে এবং রাজদেহ ও গুণের মধ্যে "চ ন্দ্র" লিখিত আছে [২]। দ্বিতীয় উপবিভাগে ধনু ও গুণের মধ্যে "চন্দ্র" লিখিত আছে [৩]। তৃতীয় উপবিভাগে ধনু রাজদেহের দিকে এবং গুণ তাঁহার বিপরীত দিকে আছে, ইহাতে ধনুর দক্ষিণ দিকে রাজার নাম আছে [৪]। চতুর্থ উপবিভাগের মুদ্রা প্রথম উপবিভাগের ন্যায়, কেবল ইহার অপর দিকে লক্ষ্মীদেবী সামান্য আসনে উপবিষ্টা আছেন [৫]। এই জাতীয় দ্বিতীয় বিভাগের মুদ্রাতেও চারিটি উপবিভাগ আছে। প্রথম উপবিভাগের মুদ্রায় রাজা ভূপৃষ্ঠস্থিত তূণ হইতে শর গ্রহণ করিতেছেন এবং অপর দিকে লক্ষ্মী-দেবী পদ্মাসনে উপবিষ্টা আছেন [৬]। দ্বিতীয় উপবিভাগের মুদ্রা প্রথম বিভাগের প্রথম উপবিভাগের মুদ্রার ন্যায়, ইহাতে লক্ষ্মীদেবী সিংহাসনের

---

(১) Allan, B. M. C., p. 24.
(২) Ibid, Nos. 63—64.
(৩) Ibid, p. 25, Nos. 65—66.
(৪) Ibid, Nos. 67—68.
(৫) Ibid, p. 26, No. 69.
(৬) Ibid, pp. 26—27, No. 70.

পরিবর্ত্তে পদ্মাসনে উপবিষ্টা আছেন ১। তৃতীয় উপবিভাগের মুদ্রায় এক দিকে দক্ষিণ পার্শ্বে রাজা দণ্ডায়মান আছেন, তাঁহার বামহস্তে ধনু ও দক্ষিণ হস্তে শর ও অপর দিকে পদ্মাসনে উপবিষ্টা লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি আছে২। চতুর্থ উপবিভাগের মুদ্রা সর্ব্বপ্রকারে তৃতীয় উপবিভাগের ন্যায়, কেবল ইহাতে রাজার বামহস্তের পরিবর্ত্তে দক্ষিণ হস্তে ধনু আছে৩। দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় দুইটি বিভাগ আছে। প্রথম বিভাগে প্রথমদিকে "দেবশ্রী মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্তস্য"৪ এবং দ্বিতীয় বিভাগের মুদ্রায় "দেবশ্রী মহারাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্তস্য বিক্রমাদিত্যস্য" লিখিত আছে৫। উভয় বিভাগের মুদ্রাতেই একদিকে খট্টায় উপবিষ্ট রাজার মূর্ত্তি ও অপর দিকে সিংহাসনে উপবিষ্টা লক্ষ্মীর মূর্ত্তি আছে এবং লক্ষ্মী মূর্ত্তির দক্ষিণদিকে "শ্রীবিক্রম" লিখিত আছে। দ্বিতীয় বিভাগের মুদ্রায় খট্টার নিম্নে "রূপাকৃতি" লিখিত আছে৬। তৃতীয় প্রকারের মুদ্রায় একদিকে অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে দণ্ডায়মান রাজার মূর্ত্তি ও তাঁহার পশ্চাতে ছত্রধারী বালক অথবা গণের মূর্ত্তি এবং অপরদিকে পদ্মের উপরে দণ্ডায়মানা লক্ষ্মীর মূর্ত্তি আছে। লক্ষ্মীমূর্ত্তির দক্ষিণদিকে "বিক্রমাদিত্যঃ" লিখিত আছে ৭। এই জাতীয় মুদ্রায় দুইটি বিভাগ আছে। প্রথম বিভাগের মুদ্রায় রাজমূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে "মহারাজাধিরাজ

---

(১) Ibid, pp. 27—32, Nos. 71—99.
(২) Ibid, p. 32, No. 100.
(৩) Ibid, p. 33. No. 101.
(৪) Ibid, No. 102.
(৫) Ibid, p. 34 ; I. M. C., Vol. I. p. 104, No. 1.
(৬) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1891, pt. I, p. 117.
(৭) Allan, B. M. C., p. 34 ; I. M. C., Vol. I, p. 109, No. 52.

শ্রীচন্দ্রগুপ্তঃ” লিখিত আছে[১]। দ্বিতীয় বিভাগের মুদ্রায় ইহার পরিবর্ত্তে উপগীতি ছন্দে—

ক্ষিতিমবজিত্য সুচরিতৈ
র্দিবং জয়তি বিক্রমাদিত্যঃ

লিখিত আছে[২]। চতুর্থ প্রকারের মুদ্রা সিংহঘাতী রাজমূর্ত্তিযুক্ত। ইহাতে চারিটি বিভাগ আছে। প্রথম বিভাগের মুদ্রায় একদিকে ধনুঃশর হস্তে সিংহহন্তা রাজমূর্ত্তি ও অপরদিকে সিংহপৃষ্ঠে উপবিষ্টা অম্বিকাদেবীর মূর্ত্তি আছে। প্রথম দিকে রাজমূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে বংশস্থবিল ছন্দে—

নরেন্দ্রচন্দ্র প্রথিত (গুণ) দিবং
জয়ত্যজেয়ো ভুবিসিংহবিক্রমঃ

এবং অপরদিকে “সিংহ-বিক্রমঃ” লিখিত আছে[৩]। এই বিভাগের মুদ্রার আটটি উপবিভাগ আছে। প্রথম উপবিভাগে একদিকে দক্ষিণ পার্শ্বে রাজার মূর্ত্তি ও অপরদিকে অম্বিকাদেবীর হস্তে ধান্যের (?) শীর্ষ আছে[৪]। দ্বিতীয় উপবিভাগের মুদ্রায় দেবীর হস্তে ধান্যশীর্ষের পরিবর্ত্তে পদ্ম আছে[৫]। এই দুই উপবিভাগে দ্বিতীয় দিকে সিংহটি ভূমিতে উপবেশন করিয়া আছে, কিন্তু তৃতীয় উপবিভাগে সিংহ অম্বিকাদেবীকে পৃষ্ঠে লইয়া দক্ষিণ দিকে গমন করিতেছে[৬]। চতুর্থ উপবিভাগের মুদ্রায় প্রথম দিকে রাজা দক্ষিণ

---

(১) Ibid,

(২) Allan, B. M. C., pp. 35—37, Nos. 103—08; I. M. C., Vol. I, p. 109, No. 55.

(৩) Allan, B. M. C., p. 38.

(৪) Ibid, Nos. 109—10.

(৫) Ibid, p. 39, Nos. 111—12.

(৬) Ibid, p. 40; I. M. C., Vol. I, p. 108, No, 49,

পার্শ্বের পরিবর্ত্তে বামপার্শ্বে দণ্ডায়মান[১]। পঞ্চম উপবিভাগের মুদ্রায় লক্ষ্মীদেবী অশ্বের ন্যায় সিংহপৃষ্ঠে আরূঢ়া[২]। ষষ্ঠ উপবিভাগের মুদ্রায় অম্বিকাদেবীর হস্তে পদ্ম এবং পাশ (?) আছে, কিন্তু ইহাতে রাজার পদতলের নিম্নে সিংহের মূর্ত্তি নাই[৩]। সপ্তম উপবিভাগের মুদ্রায় প্রথম দিকে দক্ষিণ পার্শ্বে ও দ্বিতীয় দিকে বামহস্তে পদ্মধারিণী অম্বিকার মূর্ত্তি আছে[৪]। অষ্টম উপবিভাগের মুদ্রায় প্রথম দিকে সিংহপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান রাজমূর্ত্তি আছে, ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সিংহ আহত হইয়া পলায়ন করিতেছে[৫]। দ্বিতীয় বিভাগের মুদ্রায় একদিকে দণ্ডায়মান রাজমূর্ত্তি এবং আহত পতনোন্মুখ সিংহ ও অপরদিকে উপবিষ্ট সিংহের পৃষ্ঠে আসীনা দেবীমূর্ত্তি আছে। প্রথম দিকে "নরেন্দ্রসিংহ চন্দ্রগুপ্তঃ পৃথিবীং জিত্বা দিবং জয়তি" ও অপরদিকে "সিংহচন্দ্রঃ" লিখিত আছে[৬]। প্রথমদিকের লিপির পাঠ অনেকাংশে অনুমানিক। তৃতীয় বিভাগের মুদ্রায় একদিকে রাজমূর্ত্তি ও পলায়নপর সিংহের মূর্ত্তি এবং অপরদিকে সিংহপৃষ্ঠে আসীনা দেবীমূর্ত্তি আছে[৭]। এই বিভাগে দুইটি উপবিভাগ আছে। প্রথম উপবিভাগে প্রথম দিকে "মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্তঃ" লিখিত আছে এবং দ্বিতীয় দিকে উপবিষ্ট সিংহপৃষ্ঠে আসীনা পাশহস্তা (?) দেবীমূর্ত্তি আছে ও তাঁহার দক্ষিণদিকে "শ্রীসিংহবিক্রমঃ" লিখিত আছে[৮]। দ্বিতীয় উপবিভাগের মুদ্রায় প্রথম দিকে "দেবশ্রী মহারাজাধিরাজ

(১) Allan, B, M, C., p. 39,
(২) Ibid, p, 40, No, 113,
(৩) Ibid, pp, 41—42, Nos, 114—18,
(৪) Ibid, p, 42, Nos, 117—16,
(৫) Ibid, p, 43,
(৬) Ibid, No, 119,
(৭) Ibid, p, 44, No, 120,
(৮) Ibid,

শ্রীচন্দ্রগুপ্তঃ" লিখিত আছে ১ এবং দ্বিতীয় দিকে দক্ষিণদিকে ধাবমান সিংহপৃষ্ঠে আসীনা দেবীমূর্ত্তি আছে ও তাহার দক্ষিণদিকে "সিংহ বিক্রমঃ" লিখিত আছে। চতুর্থ বিভাগের মুদ্রায় একদিকে অসিহস্তে রাজমূর্ত্তি ও পলায়নপর সিংহমূর্ত্তি এবং অপরদিকে উপবিষ্ট সিংহপৃষ্ঠে আসীনা দেবীমূর্ত্তি আছে২। পঞ্চম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে অশ্বপৃষ্ঠে রাজমূর্ত্তি ও অপরদিকে পদ্মবনে উপবিষ্টা দেবীমূর্ত্তি আছে। প্রথমদিকে "পরম ভাগবত মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্তঃ" ও দ্বিতীয়দিকে "অজিত বিক্রমঃ" লিখিত আছে ৩।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রজতমুদ্রাসমূহ সৌরাষ্ট্রের নবজিত প্রদেশে প্রচলনের জন্য মুদ্রিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে সৌরাষ্ট্রের ভিন্ন ভিন্ন শতাব্দীর মুদ্রার সহিত ইহার বিবরণ প্রদত্ত হইবে। তাঁহার নয় প্রকারের তাম্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে রাজার মস্তক ও অপরদিকে গরুড়ের মূর্ত্তি এবং তন্নিম্নে "মহারাজ চন্দ্রগুপ্তঃ" লিখিত আছে ৪। দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় দুইটি বিভাগ আছে। প্রথম বিভাগের মুদ্রায় একদিকে অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে দণ্ডায়মান রাজমূর্ত্তি ও তাঁহার পশ্চাতে ছত্রধারিগণের মূর্ত্তি এবং অপরদিকে পক্ষ ও বাহুবিশিষ্ট গরুড়ের মূর্ত্তি আছে। গরুড়মূর্ত্তির নিম্নে "মহারাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্তঃ" লিখিত আছে ৫। দ্বিতীয় বিভাগের মুদ্রায় গরুড়ের পক্ষ

(১) Numismatic Chronicle, 1910, p. 406.

(২) Allan; B. M. C., p. 45.

(৩) Ibid, pp. 45—49, Nos. 121—32; I. M. C., Vol. I, pp. 107—08. Nos. 37—41,

(৪) Allan, B. M. C., p. 52, No. 141.

(৫) Ibid, pp. 52—53, Nos. 142—143; I. M. C., Vol. I, p. 109. No. 58.

আছে কিন্তু হস্ত নাই ১। তৃতীয় প্রকারের মুদ্রায় একদিকে রাজার মূর্ত্তির উদ্ধভাগ এবং অপরদিকে গরুড় মূর্ত্তি ও তন্নিম্নে "শ্রীচন্দ্রগুপ্তঃ" লিখিত আছে ২। চতুর্থ প্রকারের মুদ্রায় প্রথম দিকে রাজমূর্ত্তির উর্দ্ধার্দ্ধ এবং দ্বিতীয় দিকে গরুড় মূর্ত্তি ও "শ্রীচন্দ্রগুপ্তঃ" লিখিত আছে ৩। পঞ্চম প্রকারের মুদ্রা চতুর্থ প্রকারের ন্যায়, কেবল রাজার বামহস্ত তাঁহার বক্ষের উপর স্থাপিত আছে এবং দ্বিতীয় দিকে গরুড় বেদীর উপরে উপবিষ্ট আছে ও তন্নিম্নে "চন্দ্রগুপ্তঃ" লিখিত আছে ৪। ষষ্ঠ প্রকারের মুদ্রা পঞ্চম প্রকারের ন্যায়, কেবল ইহার দ্বিতীয় দিকে বেদী নাই এবং রাজার নামের পূর্ব্বে "শ্রী"যুক্ত হইয়াছে ৫। সপ্তম প্রকারের মুদ্রা অতি ক্ষুদ্র, ইহার একদিকে রাজার মস্তক ও অপরদিকে সর্পধারী গরুড়ের মূর্ত্তি আছে। গরুড় মূর্ত্তির নিম্নে "চন্দ্রগুপ্তঃ" লিখিত আছে ৬। অষ্টম প্রকারের মুদ্রায় প্রথম দিকে "শ্রীচন্দ্র" ও দ্বিতীয় দিকে গরুড়মূর্ত্তি ও তন্নিম্নে "গুপ্ত" লিখিত আছে৭। নবম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে চন্দ্রকলা ও "চন্দ্র" লিখিত আছে এবং অপরদিকে একটি ঘট আছে ৮।

"দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পত্নীর নাম ধ্রুবদেবী বা ধ্রুবস্বামিনী, ধ্রুবস্বামিনীর গর্ভে তাঁহার কুমারগুপ্ত ও গোবিন্দ নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল।

(১) Allan, B. M. C., p. 53, Nos. 144—47.

(২) Ibid, pp. 54—55, Nos. 148—59.

(৩) Ibid, p. 56, No. 160.

(৪) Ibid, No. 161.

(৫) Ibid, No. 162.

(৬) Ibid, pp. 57—59, Nos. 163—81; I. M. C., Vol. I, p. 110, Nos. 64—70.

(৭) Allan, B. M, C., p. 59, No. 182.

(৮) Ibid, p. 60, Nos. 183—89; I. M. C., Vol. I, p. 110, Nos. 71—72.

কুমারগুপ্ত পিতার মৃত্যুর পরে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন[১]।” “প্রথম কুমারগুপ্তের রাজ্যকালের শেষ ভাগে গুপ্ত সাম্রাজ্য পরাক্রান্ত পুষ্যমিত্রীয় ও হূণজাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। পুষ্যমিত্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধে সম্রাটের সেনা পরাজিত হইলে যুবরাজ ভট্টারক স্কন্দগুপ্ত বহু কষ্টে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। মধ্যএসিয়াবাসী হূণজাতি এই সময়ে তাহাদিগের মরুবাস পরিত্যাগ করিয়া প্রতীচ্যে রোমক সাম্রাজ্য ও প্রাচ্যে গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল এবং খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে গুপ্তবংশীয় সম্রাট্‌গণ প্রতিনিয়ত বর্ব্বরজাতির আক্রমণে অতিশয় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ১৩১ হইতে ১৩৬ গৌপ্তাব্দের (৪৫০—৪৫৫ খৃষ্টাব্দের) মধ্যে কোন সময়ে মহারাজাধিরাজ প্রথম কুমারগুপ্তের মৃত্যু হইয়াছিল। কুমারগুপ্তের একাধিক বিবাহ ছিল এবং তাঁহার সুবর্ণমুদ্রায় রাজমূর্ত্তির সহিত দুইজন পট্টমহিষীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে প্রত্ন-তত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, কুমারগুপ্ত বৃদ্ধ বয়সে কোন তরুণীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে প্রথমা পট্টমহিষীর জীবনকালেই নববিবাহিতা মহাদেবীকে পট্টমহাদেবীরূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন[২]।” কুমারগুপ্তের নয় প্রকার সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম প্রকারের মুদ্রায় সাতটি উপবিভাগ আছে। প্রথম উপবিভাগের মুদ্রার একদিকে ধনুর্ব্বাণ-হস্তে রাজমূর্ত্তি ও অপরদিকে পদ্মাসনে উপবিষ্টা পাশহস্তা দেবীমূর্ত্তি আছে। প্রথমদিকে রাজার বাম হস্তের নিম্নে “কু” ও রাজমূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে উপগীতি ছন্দে—

---

(১) বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৫৩।
(২) বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৫৮।৫৯।

"বিজিতাবনিরবনিপতিঃ
কুমারগুপ্তোদিবং জয়তি।"

এবং অপরদিকে "শ্রীমহেন্দ্র" লিখিত আছে ১। দ্বিতীয় উপবিভাগের মুদ্রায় রাজার চতুর্দ্দিকে "জয়তি মহীতলম.......... কুমারগুপ্তঃ" লিখিত আছে। ইহার দ্বিতীয়দিকে দেবীর হস্ত শূন্য ২। তৃতীয় উপবিভাগের মুদ্রায় দেবীর হস্তে সনালোৎপল আছে ৩। চতুর্থ উপবিভাগের মুদ্রায় প্রথমদিকে "পরমরাজাধিরাজ শ্রীকুমারগুপ্তঃ" লিখিত আছে এবং দ্বিতীয় দিকে দেবীর হস্তে পাশ এবং পদ্ম আছে ৪। পঞ্চম উপবিভাগের মুদ্রার প্রথমদিকে রাজমূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে "মহারাজাধিরাজ শ্রীকুমারগুপ্তঃ" এবং রাজার বামহস্তের নিম্নে অক্ষরের উপর অক্ষর বিন্যাস করিয়া কু
মা
র
লিখিত আছে ৫। ষষ্ঠ উপবিভাগের মুদ্রায় রাজমূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে "গুণেশোমহীতলং জয়তি কুমার" লিখিত আছে ৬। সপ্তম উপবিভাগের মুদ্রার প্রথমদিকে "মহারাজাধিরাজ শ্রীকুমারগুপ্তঃ" লিখিত আছে এবং অপরদিকে ভামণ্ডলসমন্বিতা পদ্মাসনা লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি আছে ৭। দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় একদিকে অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে দণ্ডায়মান অসিহস্তে রাজার মূর্ত্তি আছে ও অপরদিকে পদ্মাসনা ভামণ্ডলসমন্বিতা পাশপদ্মহস্তা লক্ষ্মী-দেবীর মূর্ত্তি আছে। প্রথমদিকে উপগীতি ছন্দে রাজমূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে—

(১) Allan, B. M. C., pp. 61—62, Nos, 190—91.
(২) Ibid, pp. 62—63, Nos. 192—93.
(৩) Ibid, p, 63,
(৪) Ibid, No. 194; I. M. C., Vol. I, p. 111, Nos. 2—4.
(৫) Ibid, p. 112, Nos. 8—10; Allan, B. M. C., p. 64, No. 195.
(৬) Ibid, p. 65, Nos. 196—97.
(৭) Ibid, p. 66, Nos. 198—200.

"গামবজিত্য সুচরিতৈঃ
কুমারগুপ্তো দিবং জয়তি।"

এবং রাজার দক্ষিণদিকে "কু" ও মুদ্রার অপরদিকে "শ্রীকুমারগুপ্তঃ" লিখিত আছে ১। তৃতীয় প্রকারের মুদ্রার একদিকে যজ্ঞযূপে সুসজ্জিত অশ্বমেধের অশ্ব ও অপরদিকে চামর হস্তে প্রধানা মহিষীর মূর্ত্তি আছে ২। অশ্বের চতুর্দ্দিকে যে লিপি আছে তাহা অদ্যাপি পঠিত হয় নাই। একটি মুদ্রায় "জয়তিদিবং কুমার" ৩ ও আর একটি মুদ্রায় অশ্বের নিম্নে "অশ্বমেধ" দেখিতে পাওয়া যায় ৪। দ্বিতীয়দিকে "শ্রীঅশ্বমেধ মহেন্দ্র" লিখিত আছে। এই মুদ্রা ব্যতীত প্রথম কুমারগুপ্ত কর্ত্তৃক অশ্বমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠানের অপর কোন প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। চতুর্থ প্রকারের মুদ্রায় দুইটি বিভাগ আছে। প্রথম উপবিভাগের মুদ্রায় এক দিকে অশ্বপৃষ্ঠে রাজমূর্ত্তি আছে, রাজা দক্ষিণদিকে গমন করিতেছেন এবং রাজমূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে "পৃথিবীতলং............দিবং জয়ত্যজিতঃ" লিখিত আছে। অদ্যাবধি এই লিপির সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার হয় নাই। দ্বিতীয়দিকে উচ্চাসনে উপবিষ্টা লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি এবং তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে "অজিত-মহেন্দ্রঃ" লিখিত আছে। লক্ষ্মীদেবী দক্ষিণ হস্তে সনালোৎপল ধারণ করিয়া আছেন ৫। দ্বিতীয় উপবিভাগের মুদ্রায় লক্ষ্মীদেবীর দক্ষিণ হস্তে পাশ ও বাম হস্তে সনালোৎপল আছে। এই উপবিভাগে প্রথমদিকে রাজমূর্ত্তির চারিপার্শ্বে উপগীতি ছন্দে—

---

(১) Ibid, pp. 67—68, Nos. 201—02.
(২) Ibid, p. 68.
(৩) Ibid, No. 203.
(৪) Ibid, p. 69.
(৫) Ibid, p. 69, No. 204.

"ক্ষিতিপতিরজিতো বিজয়ী
কুমারগুপ্তো দিবং জয়তি"

লিখিত আছে ১। তৃতীয় উপবিভাগের মুদ্রায় প্রথমদিকে রাজার মস্তকের পশ্চাতে প্রভামণ্ডল আছে এবং দ্বিতীয় দিকে লক্ষ্মীদেবী হস্তে ফল লইয়া একটি ময়ূরকে ভোজন করাইতেছেন ২। দ্বিতীয় বিভাগে দুইটি উপবিভাগ আছে। দ্বিতীয় বিভাগের প্রথম উপবিভাগের মুদ্রায় অশ্বপৃষ্ঠে রাজমূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে উপগীতিচ্ছন্দে

"গুপ্তকুলব্যোমশশি
জয়ত্যজেয়ো জিতমহেন্দ্রঃ"

লিখিত আছে। এই জাতীয় মুদ্রা প্রথম বিভাগের তৃতীয় উপবিভাগের ন্যায় ৩। দ্বিতীয় উপবিভাগের মুদ্রায় একদিকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাজা অশ্বপৃষ্ঠে বামদিকে গমন করিতেছেন এবং দ্বিতীয় দিকে লক্ষ্মীদেবী ময়ূরকে ভোজন করাইতেছেন। এই জাতীয় মুদ্রায় অশ্বারোহীর চারিপার্শ্বে উপগীতিচ্ছন্দে

"গুপ্তকুলামলচন্দ্রো
মহেন্দ্রকর্ম্মাজিতো জয়তি"

লিখিত আছে ৪। পঞ্চম প্রকারের মুদ্রায় পাঁচটি বিভাগ আছে এই সকল মুদ্রায় প্রথমদিকে সিংহহন্তা রাজমূর্ত্তি আছে। প্রথম বিভাগের মুদ্রায় একদিকে দণ্ডায়মান রাজমূর্ত্তি ও তাহার চারিপার্শ্বে উপগীতিচ্ছন্দে

---

(১) Ibid, pp. 70—71, Nos. 205—09.
(২) Ibid, pp. 71—73, Nos. 210—218.
(৩) Ibid, pp. 73—74, Nos. 219—25.
(৪) Ibid, pp. 75—76, Nos. 226—30.

"সাক্ষাদিব নরসিংহো সিংহ-
মহেন্দ্রো জয়ত্যানিশং"

লিখিত আছে। দ্বিতীয় দিকে উপবিষ্ট সিংহপৃষ্ঠে আসীন অম্বিকাদেবীর মূর্ত্তি আছে এবং তাঁহার পার্শ্বে "শ্রীমহেন্দ্র সিংহঃ" লিখিত আছে ১। দ্বিতীয় বিভাগের মুদ্রায় অশ্বারোহীর চতুর্দ্দিকে উপগীতিচ্ছন্দে

"ক্ষিতিপতিরজিত মহেন্দ্রঃ
কুমারগুপ্তো দিবং জয়তি"

লিখিত আছে ২। তৃতীয় বিভাগের মুদ্রায় উপগীতিচ্ছন্দে

"কুমার গুপ্তো বিজয়ী
সিংহমহেন্দ্রো দিবং জয়তি"

লিখিত আছে এবং দ্বিতীয় দিকে "সিংহমহেন্দ্রঃ" লিখিত আছে ৩। চতুর্থ বিভাগের মুদ্রায় বংশস্থবিলচ্ছন্দে

"কুমার গুপ্তো
যুধিসিংহবিক্রমঃ"

লিখিত আছে ৪। পঞ্চম বিভাগের মুদ্রায় ইহার পরিবর্ত্তে

কুমারগুপ্তো যুধি
সিংহ বিক্রমঃ

লিখিত আছে ৫। ষষ্ঠ প্রকারের মুদ্রায় একদিকে মৃত ব্যাঘ্রের উপরে দণ্ডায়মান রাজমূর্ত্তি আছে। রাজা আর একটি ব্যাঘ্রের প্রতি শর

---

(১) Ibid, pp. 77—78, Nos. 231—35.
(২) Ibid, pp. 78—79, Nos. 226—27.
(৩) Ibid, p. 79, Nos. 238—39.
(৪) Ibid, p. 80, Nos. 240—41.
(৫) Ibid, p. 81, No. 242.

নিক্ষেপ করিতেছেন। রাজমূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে "শ্রীমাং ব্যাঘ্রবল পরাক্রমঃ" লিখিত আছে। দ্বিতীয় দিকে লক্ষ্মীদেবী পদ্মবনে দাঁড়াইয়া একটি ময়ূরকে ভোজন করাইতেছেন এবং তাঁহার পার্শ্বে "কুমারগুপ্তোধিরাজা" লিখিত আছে ১। এই প্রকারের মুদ্রায় দুইটি বিভাগ আছে। প্রথম বিভাগের মুদ্রায় প্রথমদিকে রাজার নামের আদ্যক্ষর নাই ২; কিন্তু দ্বিতীয় বিভাগের মুদ্রায় রাজার বাম হস্তের নিম্নে "কু" লিখিত আছে৩। সপ্তম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে রাজা দাঁড়াইয়া একটি ময়ূরকে ভোজন করাইতেছেন, রাজমূর্ত্তির চারিদিকে "জয়তিস্বভূমৌ গুণরাশি... মহেন্দ্রকুমারঃ" লিখিত আছে। দ্বিতীয় দিকে পরবাণি নামক ময়ূরপৃষ্ঠে শক্তিহস্ত কার্ত্তিকেয়ের মূর্ত্তি আছে ৪। অষ্টম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে রাজা দুইটি রমণীমূর্ত্তির মধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন, রাজমূর্ত্তির একপার্শ্বে "কুমার" ও অপর পার্শ্বে "গুপ্তঃ" লিখিত আছে। দ্বিতীয় দিকে পদ্মাসনা পদ্মহস্তা লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি আছে এবং তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে "শ্রীপ্রতাপঃ" লিখিত আছে ৫। নবম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে হস্তিপৃষ্ঠে রাজা ও তাঁহার পশ্চাতে একজন ছত্রধর উপবিষ্ট আছে এবং দ্বিতীয়দিকে পদ্মের উপরে দণ্ডায়মান সনালোৎপল ও ঘটহস্তা লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি আছে ৬। এইজাতীয় একটি মাত্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহার কোনদিকের লিপি অদ্যাবধি পঠিত হয় নাই। ইহা হুগলীজেলায়

(১) Ibid, p. 18.

(২) Ibid, No. 243.

(৩) Ibid, pp. 82—83, Nos. 244—47; I. M. C., Vol. I, p. 114, No 36.

(৪) Allan, B. M. C., pp. 84—86, Nos. 248—56.

(৫) Ibid, p. 88.

(৬) Ibid, p. 88.

মহানাদ গ্রামে প্রথম কুমারগুপ্তের একটি ও স্কন্দগুপ্তের একটি সুবর্ণমুদ্রার সহিত আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ১ এবং ইহা এক্ষণে কলিকাতার সরকারী চিত্রশালায় রক্ষিত আছে ২।

সৌরাষ্ট্রে ও মালবে প্রচলনের জন্য প্রথম কুমারগুপ্ত যে রজত মুদ্রা মুদ্রাঙ্কিত করাইয়াছিলেন তাহা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিবৃত হইবে। এই জাতীয় মুদ্রার অনুকরণে মধ্য-প্রদেশে প্রচলনের জন্য একপ্রকার রজতমুদ্রা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল। এইজাতীয় মুদ্রায় চারিটি বিভাগ আছে। প্রথম বিভাগের মুদ্রায় একদিকে রাজার মস্তক এবং ব্রাহ্মী অক্ষরে তারিখ আছে, ইহাতে গ্রীক্‌লিপির কোন চিহ্ন নাই। দ্বিতীয় দিকে একটি ময়ূর ও একটি পদ্ম আছে এবং উহার চতুর্দ্দিকে উপগীতিচ্ছন্দে—

"বিজিতাবনিরবনিপতিঃ
কুমারগুপ্তো দিবং জয়তি।

লিখিত আছে ৩। দ্বিতীয় বিভাগের মুদ্রায় দ্বিতীয় দিকে পদ্ম নাই ৪। তৃতীয় বিভাগের মুদ্রায় দ্বিতীয় দিকে পদ্ম বা ময়ূর কিছুই নাই ৫। চতুর্থ বিভাগের মুদ্রা তৃতীয় বিভাগের মুদ্রার ন্যায়, কিন্তু লিপিতে "দিবং" স্থানে "দিবি" দেখিতে পাওয়া যায় ৬। প্রথম কুমারগুপ্তের তিন প্রকার তাম্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে দণ্ডায়মান রাজমূর্ত্তি ও অপরদিকে গরুড়ের মূর্ত্তি আছে।

---

(১) বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৬১; Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1882, pp. 91, 104.

(২) I. M. C., Vol. I, p. 115, No. 38.

(৩) Allan, B. M. C., pp. 107—08, Nos. 385—90.

(৪) Ibid, p. 108, Nos. 391—92.

(৫) Ibid, pp. 109—10, Nos. 393—402.

(৬) Ibid, No. 403.

গরুড় মূর্ত্তির নিম্নে "কুমারগুপ্ত" লিখিত আছে[১]। দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় প্রথমদিকে একটি বেদী ও তন্নিম্নে "শ্রীকু" এবং দ্বিতীয় দিকে সিংহপৃষ্ঠে উপবিষ্টা অম্বিকাদেবীর মূর্ত্তি আছে[২]। তৃতীয় প্রকারের মুদ্রা রজত মুদ্রার ন্যায়। ইহাতে একদিকে রাজার মস্তক ও অপরদিকে ময়ূরমূর্ত্তি আছে[৩]। প্রথম প্রকারের একটি তাম্র মুদ্রায় দ্বিতীয়দিকে "শ্রীমহারাজ শ্রীকুমার গুপ্তস্য" লিখিত আছে[৪]।

"মহারাজাধিরাজ প্রথম কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র স্কন্দগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। স্কন্দগুপ্ত যৌবরাজ্যে পুষ্যমিত্রীয় ও হূণগণকে পরাজিত করিয়া পিতৃরাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, যুবরাজ ভট্টারক স্কন্দগুপ্ত পিতৃকুলের বিচলিতা রাজলক্ষ্মী স্থির করিবার জন্য রাত্রিত্রয় ভূমিশয্যায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। প্রথম বার পরাজিত হইয়া হূণগণ উত্তরাপথ আক্রমণে বিরত হয় নাই, প্রাচীন কপিশা ও গান্ধার অধিকার করিয়া হূণগণ একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল।"[৫] "৪৫৭ খৃষ্টাব্দেও অন্তর্ব্বেদী স্কন্দগুপ্তের অধিকারভুক্ত ছিল। এই সময় হইতে অন্তর্ব্বিদ্রোহ বা বহিঃশত্রুর আক্রমণের ফলে গুপ্তবংশজাত সম্রাট্‌গণের ক্ষমতার হ্রাস হইতেছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ সম্রাটের নামোল্লেখ না করিয়াই ভূমিদান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরিব্রাজকবংশীয় হস্তী ও সঙ্ক্ষোভ, উচ্ছকল্পের জয়নাথ ও সর্ব্বনাথ এবং বলভীর ধরসেন প্রভৃতি সামন্ত-

(১) Ibid, p. 113.
(২) I. M. C., Vol. I, p. 120, No. 3.
(৩) Ibid, p. 116, No. 54.
(৪) Ibid, No. 55.
(৫) বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৬২—৬৩।

রাজগণের তাম্র-শাসন ইহার প্রমাণ। ৪৬৫ খৃষ্টাব্দের পরে হূণগণ পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করে ও বার বার গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। দেশ রক্ষার জন্য দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়া মহারাজাধিরাজ স্কন্দগুপ্ত অবশেষে হূণযুদ্ধে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন।”[১]

স্কন্দগুপ্তের দুই প্রকার স্বুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম প্রকারের সুবর্ণমুদ্রায় একদিকে ধনুর্ব্বাণ হস্তে রাজার মূর্ত্তি ও অপরদিকে পদ্মাসনা পদ্মহস্তা লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি আছে। প্রথমদিকে রাজার বাম হস্তের নিম্নে “স্ক/ন্দ” ও রাজমূর্ত্তির দক্ষিণ দিকে “জয়তি মহীতলং” ও বামদিকে “সুধন্বী” লিখিত আছে। দ্বিতীয়দিকে লক্ষ্মী মূর্ত্তির দক্ষিণ দিকে “শ্রীস্কন্দগুপ্তঃ” লিখিত আছে। এই জাতীয় দুই প্রকার মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম প্রকারের মুদ্রা ১৩২ গ্রেণ্ ওজন[২] এবং দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রা ১৪৬·৪ গ্রেণ ওজন। এই দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় লিপির প্রভেদ আছে। ইহাতে প্রথম দিকে “জয়তিদিবং শ্রীক্রমাদিত্য” ও দ্বিতীয় দিকে “ক্রমাদিত্যঃ” লিখিত আছে।[৩] স্কন্দগুপ্তের দ্বিতীয় প্রকারের স্বুবর্ণ মুদ্রায় একদিকে রাজা ও লক্ষ্মীর মূর্ত্তি এবং দ্বিতীয় দিকে পদ্মাসনা লক্ষ্মীর মূর্ত্তি আছে। এই জাতীয় মুদ্রার লিপি প্রথম প্রকারের মুদ্রার ন্যায়[৪]। সৌরাষ্ট্র ও মালবে প্রচলনের জন্য মুদ্রিত স্কন্দগুপ্তের রজত মুদ্রার বিবরণ পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হইবে। মধ্য-প্রদেশে প্রচলনের জন্য মুদ্রাঙ্কিত রজত মুদ্রা দ্বিবিধ। প্রথম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে রাজার মুখ ও ব্রাহ্মী

(১) বাঙ্গালার ইতিহাস পৃঃ ৬৪—৬৫।

(২) Allan, B. M. C., pp. 114—15, Nos. 417—21.

(৩) Ibid, pp. 117—19, Nos. 424—31.

(৪) Ibid, pp. 116—17, Nos. 422—23.

অক্ষরে তারিখ এবং দ্বিতীয়দিকে ময়ূরের মূর্ত্তি ও তাহার চতুর্দ্দিকে "বিজিতাবনিরবনিপতির্জ্জয়তি দিবং স্কন্দগুপ্তোয়ং" লিখিত আছে ১। দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় দ্বিতীয় দিকে ময়ূরের চারিপার্শ্বে "বিজিতাবনি-রবনিপতিঃ শ্রীস্কন্দগুপ্তো দিবং জয়তি" লিখিত আছে ২।

"স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পরে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা পুরগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। প্রথম কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পরে, বোধ হয়, সিংহাসনের জন্য উভয় ভ্রাতার বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল; কারণ, পুরগুপ্তের পৌত্র দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের রাজমুদ্রায় স্কন্দগুপ্তের নাম নাই।" ৩ বাঙ্গালার ইতিহাস—প্রথমভাগে লিখিত হইয়াছিল যে, "পুরগুপ্তের কোন মুদ্রা বা খোদিত-লিপি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই ৪।" কিন্তু ব্রিটিশ মিউজিয়মে পুরগুপ্তের নামাঙ্কিত কতকগুলি সুবর্ণমুদ্রা রক্ষিত আছে ৫। এই জাতীয় সুবণমুদ্রা দ্বিবিধ। উভয়বিধ মুদ্রাতেই একদিকে ধনুর্ব্বাণ হস্তে রাজমূর্ত্তি ও অপর দিকে পদ্মাসনা পদ্মহস্তা লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি আছে। প্রথম প্রকারের মুদ্রায় রাজার বাম হস্তের নিম্নে "পু/র" লিখিত আছে ৬। দ্বিতীয় বিভাগের মুদ্রায় এই নাম নাই ৭। উভয় বিভাগের মুদ্রাতেই লক্ষ্মীদেবীর দক্ষিণ দিকে "শ্রীবিক্রমঃ" লিখিত আছে। "কতকগুলি সুবর্ণমুদ্রায় প্রকাশাদিত্য নামক জনৈক রাজার নাম

---

(১) Ibid. pp. 129—32, Nos. 523—46.
(২) Ibid, pp. 132—33, Nos. 547—49.
(৩) বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৬৫।
(৪) ঐ ঐ পৃঃ ৬৬।
(৫) Allan, B. M. C., p. 134.
(৬) Ibid,
(৭) Ibid, pp. 134—35, Nos. 550—51.

দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এইগুলি পুরগুপ্তের মুদ্রা। এই জাতীয় মুদ্রায় একদিকে অশ্বপৃষ্ঠে রাজার মূর্ত্তি ও অপরদিকে পদ্মাসনা পদ্মহস্তা লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি আছে। অশ্বের নিম্নে "রু" বা "উ" এবং অশ্বের চতুর্দ্দিকে "বিজিত্যবসুধাং দিবং জয়তি" লিখিত আছে। দ্বিতীয় দিকে লক্ষ্মীদেবীর দক্ষিণে "শ্রীপ্রকাশাদিত্যঃ" লিখিত আছে[১]। "পুরগুপ্তের পত্নীর নাম বৎসদেবী। বৎসদেবীর গর্ভজাত পুত্র নরসিংহগুপ্ত পিতার মৃত্যুর পরে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, নরসিংহগুপ্ত মালবরাজ যশোধর্ম্মদেবের সহিত মিলিত হইয়া উত্তরাপথে হূণ সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিলেন"[২]। নরসিংহগুপ্তের এক প্রকার সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে একদিকে ধনুর্ব্বাণ হস্তে রাজার মূর্ত্তি ও অপরদিকে পদ্মাসনা পদ্মহস্তা লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি আছে। প্রথম দিকে রাজার বামহস্তের নিম্নে "ন" পদদ্বয়ের মধ্যে "গো" ও
র
চতুর্দ্দিকে "জয়তি নরসিংহ গুপ্তঃ" লিখিত আছে। দ্বিতীয় দিকে লক্ষ্মী মূর্ত্তির দক্ষিণে "বালাদিত্যঃ" লিখিত আছে[৩]। "নরসিংহগুপ্তের মৃত্যুর পরে, তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন"[৪]। দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের এক প্রকার সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে একদিকে ধনুর্ব্বাণ হস্তে রাজমূর্ত্তি ও অপরদিকে পদ্মাসনা পদ্মহস্তা লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি আছে। এই জাতীয় মুদ্রায় দুইটি বিভাগ আছে। প্রথম বিভাগের মুদ্রায় রাজার বামহস্তের নিম্নে "কু" ও

---

(১) Ibid, pp. 135—36, Nos. 552—57.

(২) বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৬৭।

(৩) Allan, B. M. C., pp. 137—39, Nos. 558—69; I. M. C., Vol. I, pp. 119—20, Nos. 1—6.

(৪) বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৬৮।

লক্ষ্মীদেবীর দক্ষিণ পার্শ্বে "ক্রমাদিত্যঃ" লিখিত আছে[১]। দ্বিতীয় বিভাগের মুদ্রায় প্রথম দিকে রাজার বামহস্তের নিম্নে "কু", পদদ্বয়ের মধ্যে "গো" ও চতুর্দ্দিকে "মহারাজাধিরাজ শ্রীকুমারগুপ্ত ক্রমাদিত্যঃ" লিখিত আছে এবং দ্বিতীয় দিকে "শ্রীক্রমাদিত্যঃ" লিখিত আছে[২]। তৃতীয় চন্দ্রগুপ্ত দ্বাদশাদিত্য, বিষ্ণুগুপ্ত চন্দ্রাদিত্য ও জয়গুপ্ত প্রকাণ্ডযশাঃ নামক রাজত্রয়ের মুদ্রা দেখিলে তাঁহাদিগকে গুপ্তবংশোদ্ভব বলিয়া অনুমান হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন খোদিত-লিপিতে তাঁহাদিগের উল্লেখ আবিষ্কৃত না হওয়ায় গুপ্তরাজবংশের সহিত তাঁহাদিগের সম্বন্ধ অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই। সম্ভবতঃ ইঁহারা দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের বংশধর[৩]। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার নিকটস্থিত কালীঘাটে তৃতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও বিষ্ণুগুপ্তের বহুমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল[৪]। এই তিন জন রাজার মুদ্রার একদিকে ধনুর্ব্বাণ হস্তে রাজমূর্ত্তি ও অপরদিকে পদ্মাসনা পদ্মহস্তা লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি আছে। তৃতীয় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রায় রাজার বামহস্তের নিম্নে "চন্দ্র", পদদ্বয়ের মধ্যে "ভা" ও চতুর্দ্দিকে "দ্বাদশাদিত্যঃ" লিখিত আছে। দ্বিতীয় দিকে "শ্রীদ্বাদশাদিত্যঃ" লিখিত আছে[৫]। বিষ্ণুগুপ্তের মুদ্রায় রাজার বাম হস্তের নিম্নে "বিষ্ণু", পদদ্বয়ের মধ্যে "রু" ও লক্ষ্মীদেবীর দক্ষিণদিকে "শ্রীচন্দ্রাদিত্যঃ" লিখিত আছে[৬]। জয়গুপ্তের মুদ্রায় রাজার বামহস্তের

(১) Allan, B. M. C., p. 140, Nos. 570—71; I. M. C., Vol. I, p. 120, Nos. 1—2.

(২) Allan, B. M. C., pp. 141—43, Nos. 572—87.

(৩) বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৭১। মুদ্রা-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত জন আলান অনুমান করেন যে, তৃতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও প্রকাশাদিত্য সম্ভবতঃ স্কন্দগুপ্তের বংশজাত এবং বিষ্ণুগুপ্ত দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের বংশজাত।

(৪) Allan, B. M. C., pp. cxxiv—cxxv.

(৫) Ibid, p. 144, Nos. 588—90.

(৬) Ibid, pp. 145—46, Nos. 591—605.

নিম্নে "জয়" ও লক্ষ্মী দেবীর দক্ষিণ পার্শ্বে "শ্রীপ্রকাণ্ডযশাঃ" লিখিত আছে[১]।

গৌড়রাজ শশাঙ্ক সম্ভবতঃ গুপ্তবংশজাত ছিলেন[২]। শশাঙ্কের এক প্রকার সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে একদিকে বৃষের পার্শ্বে উপবিষ্ট শিবের মূর্ত্তি, দক্ষিণদিকে "শ্রীশ" ও বৃষের নিম্নে "জয়" লিখিত আছে। দ্বিতীয় দিকে পদ্মাসনা লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি আছে, দুইটি হস্তী কলস হইতে তাঁহার মস্তকের উপরে বারিধারা বর্ষণ করিতেছে, এবং দেবীর দক্ষিণ পার্শ্বে "শ্রীশশাঙ্কঃ" লিখিত আছে[৩]। নরেন্দ্র নামযুক্ত দুইপ্রকারের দুইটি সুবর্ণমুদ্রা কলিকাতার চিত্রশালায় আছে, সম্ভবতঃ এইগুলিও শশাঙ্কের মুদ্রা। এই দুইটীর মধ্যে একটি মুদ্রা যশোহর জেলার অন্তর্গত মহম্মদপুরের নিকটে অরুণখালি নদীর নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছিল[৪]। ইহার সহিত শশাঙ্কের একটি সুবর্ণমুদ্রাও আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহাতে একদিকে খট্টায় উপবিষ্ট রাজার মূর্ত্তি ও তাঁহার উভয়পার্শ্বে এক একটি নারীমূর্ত্তি আছে এবং দ্বিতীয়দিকে পদ্মের উপরে দণ্ডায়মানা লক্ষ্মীর মূর্ত্তি ও তাঁহার পদতলে একটি হংসের মূর্ত্তি আছে। প্রথমদিকে রাজার মস্তকের উপরে "যম" ও খট্টার নিম্নে "ধ" এবং দ্বিতীয়দিকে "শ্রীনরেন্দ্রবিনত" লিখিত আছে[৫]। দ্বিতীয় মুদ্রাটির প্রাপ্তিস্থান অজ্ঞাত, ইহাতে একদিকে ধনুর্ব্বাণ হস্তে রাজমূর্ত্তি ও অপরদিকে

(১) Ibid, pp. 150—51, Nos. 613—14.

(২) বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৮৩।

(৩) Allan, B. M. C., pp. 147—48, Nos. 606—12; I. M. C., Vol I, pp. 121—22, Nos. 1—8.

(৪) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. XXI, p. 401, pl. XII, Nos. 9—12.

(৫) I. M. C., Vol. I, p. 122. Uncertain, No. 1.

পদ্মাসনা পদ্মহস্তা লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি আছে। প্রথমদিকে রাজার বামহস্তের নিম্নে "যম," পদদ্বয়ের মধ্যে "চ" এবং দ্বিতীয় দিকে "শ্রীনরেন্দ্রবিনত" লিখিত আছে[১]।

জয়গুপ্ত[২] ও হরিগুপ্তের[৩] নামাঙ্কিত এক একটি তাম্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় রাঙ্গামাটি গ্রামে রবিগুপ্ত নামক জনৈক রাজার একটি সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল[৪]। ঘটোৎকচনামক জনৈক রাজার একটি সুবর্ণমুদ্রা সেণ্ট-পিটার্সবর্গ বা পেট্রোগ্রাডের চিত্র-শালায় রক্ষিত আছে[৫]। এই সকল রাজগণের সহিত প্রাচীন গুপ্ত-বংশের কি সম্পর্ক ছিল তাহা অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই। গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংসের পরে মধ্যদেশে প্রচলিত গুপ্তসম্রাট্গণের রজত মুদ্রার অনুকরণে ভিন্ন ভিন্ন বংশীয় রাজগণ তাঁহাদের মুদ্রা মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন। মৌখরী বংশীয় ঈশানবর্ম্মা[৬] ও শর্ব্ববর্ম্মা[৭] এবং শিলাদিত্য[৮] (সম্ভবতঃ হর্ষবর্দ্ধন) এই জাতীয় মুদ্রা মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন। পরিব্রাজক বংশীয় মহারাজ হস্তী স্বনামে কতকগুলি রজতমুদ্রা মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন। ইহাতে একদিকে "শ্রীরণহস্তি" লিখিত আছে ও অপরদিকে একটি হস্তীর মূর্ত্তি আছে[৯]।

---

(১) Ibid, p. 120 Uncertains, No. 1.

(২) Ibid, p. 121. No. 1.

(৩) Cunningham's Coins of Mediæval India, pl. II. 6, p. 19.

(৪) বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৭৪।

(৫) Allan, B. M. C., p. 149.

(৬) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1894. pt. I, p. 193.

(৭) Ibid.

(৮) Journal of the Royal Asiatic Society. 1906 p. 845.

(৯) Indian Coins, p. 28; I. M. C., Vol. I, p. 118. Nos. 1—5.

পরবর্ত্তী কালে বঙ্গে গুপ্তরাজগণের সুবর্ণমুদ্রার অনুকরণে এক প্রকার সুবর্ণমুদ্রা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার লিপি পাঠ করা যায় না। এই জাতীয় একটি মুদ্রা যশোহর জেলায় মহম্মদপুর গ্রামের নিকটে আবিষ্কৃত হইয়াছিল [১]। ইহা এক্ষণে কলিকাতার চিত্রশালায় আছে। বগুড়া জেলায় আবিষ্কৃত এই জাতীয় একটি মুদ্রা সন্তপুষ্করিণীর ভূম্যধিকারী রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায়-চৌধুরী বাহাদুরের নিকটে আছে [২]। ঢাকা [৩] ও ফরিদপুরেও [৪] এই জাতীয় মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। মুদ্রা-তত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত জন আলানের মতানুসারে এই মুদ্রাগুলি বঙ্গদেশে প্রচলিত খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মুদ্রা [৫]। "সম্ভবতঃ শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে মাধবগুপ্ত ও তাঁহার বংশধরগণ এই জাতীয় মুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন" [৬]।

---

(১) Journal of the Asiatic Society of Bengal. 1852. Vol. XXI. p. 401, pl. XII. 10 ; বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৯৭, চিত্র ৩১।৪।

(২) বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৯৭, চিত্র ৩১।৫।

(৩) Journal of the Asiatic Society of Bengal, New Series. Vol. VI, p. 141.

(৪) Ibid.

(৫) Allan, B. M. C., p. cvii. 154, Nos. 620—22.

(৬) বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৯৮।
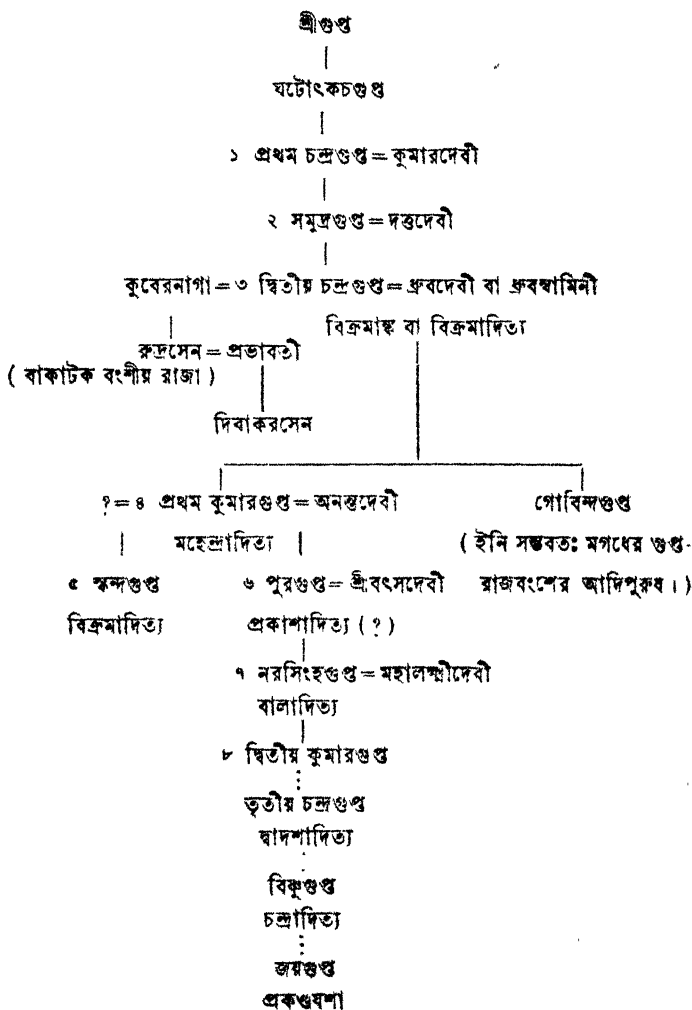
প্রথম গুপ্তরাজবংশ:—

দ্বিতীয় গুপ্তরাজবংশ :—
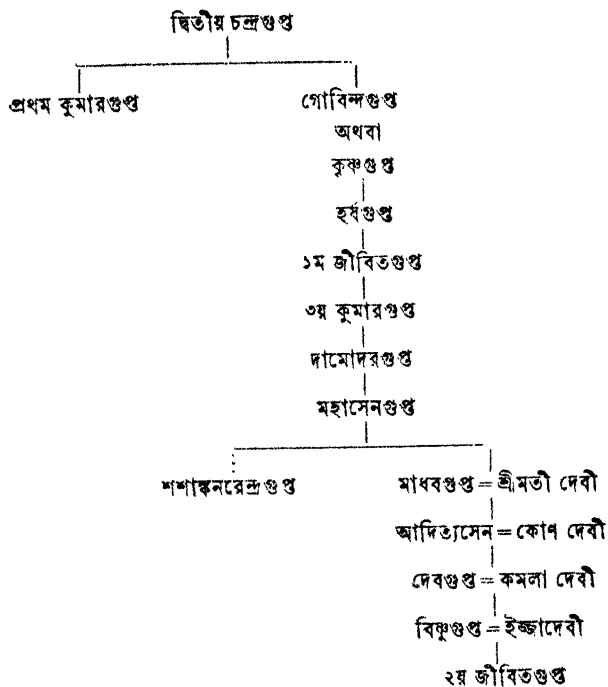
অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সৌরাষ্ট্র ও মালবের মুদ্রা

খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ভারতীয় গ্রীক্ রাজগণের "দ্রম্ম" নামক মুদ্রার অনুকরণে সৌরাষ্ট্রের শকজাতীয় ক্ষত্রপগণ নিজ নামে যে মুদ্রার মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার অনুকরণে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত সৌরাষ্ট্র ও মালবের মুদ্রা মুদ্রিত হইয়াছিল। খৃষ্ট পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে অথবা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে উত্তরাপথের শকরাজগণের জনৈক শাসনকর্ত্তা মালবে ও সৌরাষ্ট্রে একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। কুষণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে এই রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। এই বংশের রাজগণ রাজোপাধি গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা মহাক্ষত্রপ উপাধিতে পরিচিত। মহাক্ষত্রপ উপাধিধারী শকজাতীয় দুইটি রাজবংশ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সৌরাষ্ট্রের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। প্রথম রাজবংশ কুষণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে এবং দ্বিতীয় রাজবংশ কুষণ রাজবংশের সাম্রাজ্য ধ্বংসের কালে সৌরাষ্ট্রের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রথম রাজবংশের দুইজন মাত্র রাজার মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম রাজার নাম ভূমক। ইঁহার কেবল তাম্র মুদ্রাই আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে একদিকে সিংহমূর্ত্তি ও অপরদিকে চক্র আছে এবং একদিকে খরোষ্ঠী অক্ষরে "ছহরদস ছত্রপস ভূমকস" ও অপর দিকে ব্রাহ্মী-অক্ষরে ক্ষহরা-

তস ক্ষত্রপস ভূমকস" লিখিত আছে[১]। ভূমকের কোন শিলালিপি বা তারিখযুক্ত মুদ্রা অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই, সুতরাং তাঁহার কালনির্ণয়ের সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। নহপানের রজত মুদ্রা মেনন্দ্রের দ্রম্মের অনুকরণ[২]। এই জাতীয় মুদ্রায় একদিকে মহাক্ষত্রপের মস্তক এবং গ্রীক্ অক্ষরে তাঁহার নাম ও উপাধি, এবং অপরদিকে চক্র (?) শর ও বজ্র এবং ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী-অক্ষরে রাজার নাম ও উপাধি লিখিত আছে। খরোষ্ঠী-অক্ষরে "রঞো ছহরতস নহপনস" ও ব্রাহ্মী-অক্ষরে "রাজ্ঞো ক্ষহ-রাতস নহপানস" লিখিত থাকে[৩]। নহপানের জামাতা উষবদাত বা ঋষভদত্তের অনেকগুলি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই লিপি-গুলিতে নহপানের রাজ্যাঙ্কের বা কোন অব্দের ৪১শ, ৪২শ ও ৪৫শ অব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়[৪]। জুন্নারের একটি গুহায় নহপানের অমাত্য অয়মের লিপিতে ৪৬শ অব্দের উল্লেখ আছে[৫]। সাধারণতঃ প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্‌গণ উষবদাত ও অয়মের শিলালিপিতে যে কয়টি তারিখের উল্লেখ আছে, সে কয়টিকে শকাব্দের বর্ষ ধরিয়া লইয়া থাকেন এবং তদনুসারে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে নহপানের কাল নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন[৬]। কিন্তু প্রত্ন-লিপিতত্ত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণানুসারে নহপানকে মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামের নিকটবর্ত্তী অথবা কণিষ্ক, বাসিষ্ক,

---

(১) Rapson, Catalogue of Indian Coins in the British Museum, Andhras, Western Ksatrapas etc. pp. 63—64, Nos. 237—42.

(২) Ibid, p. cviii,

(৩) Ibid, pp. 65—67, Nos. 243—51.

(৪) Epigraphia Indica, Vol. VIII, p. 82.

(৫) Archaeological Survey of Western India, Vol. IV, p. 103.

(৬) Rapson, B. M. C., p. cx; V. A. Smith, Early History of India, 3rd Edition, pp 209, 218.

হুবিষ্ক ও বাসুদেব প্রভৃতি কুষণবংশীয় রাজগণের পরবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। "নহপান ও শকাব্দ" নামক প্রবন্ধে আমি এই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি ১। উষবদাতের শিলালিপিসমূহে নহপান "ক্ষহরাত ক্ষত্রপ" উপাধিতে অভিহিত, কিন্তু অয়মের শিলালিপিতে তিনি "স্বামী মহাক্ষত্রপ" উপাধিতে অভিহিত ২। নহপানের মুদ্রাসমূহের লিপিতে তাঁহার "ক্ষত্রপ" বা "মহাক্ষত্রপ" উপাধি দেখিতে পাওয়া যায় না। নহপানের একটি মাত্র তাম্র মুদ্রা কানিংহাম্ কর্ত্তৃক আজমীরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহাতে একদিকে বজ্র ও শর এবং ব্রাহ্মী অক্ষরে নহপানের নাম ও অপরদিকে বেষ্টনী মধ্যে বোধিবৃক্ষ আছে ৩। নহপানের রাজ্যের শেষভাগে অথবা তাঁহার মৃত্যুর পরে অন্ধ্‌ বংশীয় রাজা গোতমীপুত্র শাতকর্ণি শক-জাতীয় প্রথম ক্ষত্রপবংশের অধিকার লোপ করিয়াছিলেন এবং নহ-পানের রজতমুদ্রার উপরে নিজ নামে মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন। এই জাতীয় মুদ্রায় একদিকে সুমেরু পর্ব্বত ও তন্নিম্নে সর্প এবং ব্রাহ্মী অক্ষরে "রাঞো গোতমি পুত্রস সিরি সাতকণিস" লিখিত আছে। দ্বিতীয় দিকে উজ্জয়িনী নগরের চিহ্ন আছে ৪। গোতমীপুত্র শাতকর্ণির পৌত্র অথবা কোন বংশধরের রাজ্যকালে সৌরাষ্ট্র অন্ধ্র রাজগণের হস্তচ্যুত হইয়াছিল। অন্ধ্র বংশের মধ্যে গোতমীপুত্র শ্রীযজ্ঞশাতকর্ণি সৌরাষ্ট্রের মুদ্রার অনুকরণে রজতমুদ্রা মুদ্রাঙ্কিত করাইয়াছিলেন।

---

(১) "নহপান ও শকাব্দ" নামক প্রবন্ধ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশের জন্য প্রেরিত হইয়াছে, সম্ভবতঃ ইহা ১৯১৩—১৪ সালের বিবরণীতে প্রকাশিত হইবে।

(২) Rapson, B. M. C., p. 65. Note 1.

(৩) Ibid, p. 67, No. 252.

(৪) Ibid, pp. 68—70, Nos. 253—58.

ইহাতে একদিকে রাজার মুখ এবং ব্রাহ্মী-অক্ষরে "রঞো গোতমিপুতস সিরিয়ঞ সাতকণিস" লিখিত আছে। দ্বিতীয় দিকে উজ্জয়িনীনগরের চিহ্ন, সুমেরু পর্ব্বত, সর্প ও দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মী-অক্ষরে "...ণষ গোতম পুতষ হিরুয়ঞ হাতকণিষ" লিখিত আছে [১]।

শকাব্দের প্রথম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে শকজাতীয় দ্বিতীয় ক্ষত্রপবংশ কর্ত্তৃক মালব ও সৌরাষ্ট্র অধিকৃত হইয়াছিল। মহাক্ষত্রপ চষ্টনের পৌত্র মহাক্ষত্রপ রুদ্রদাম মালব, সৌরাষ্ট্র, কচ্ছ প্রভৃতি দেশব্যাপী বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কচ্ছে রুদ্রদামের রাজ্য-কালে ৫২ শকাব্দে (১৩০ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ চারিখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে [২]। সৌরাষ্ট্রে গির্ণার পর্ব্বতগাত্রে রুদ্র-দামের রাজ্য-কালে ৭২ শকাব্দে (১৫০ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ একখানি বৃহৎ শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। [৩] ইহাতে রুদ্রদামের সাম্রাজ্যের বিবরণ আছে। রুদ্রদাম সে সময়ে পূর্ব্ব ও পশ্চিম আকরাবন্তী, অনুপনিবৃৎ, আনর্ত্ত, সুরাষ্ট্র, শ্বভ্র, মরু, কচ্ছ, সিন্ধুসৌবীর, কুকুর, অপরান্ত, নিষাদ প্রভৃতি দেশের অধিপতি ছিলেন। তিনি দুইবার দক্ষিণাপথেশ্বর শাতকর্ণিকে পরাজিত করিয়া ছিলেন এবং যৌধেয়গণকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন।

রুদ্রদামের পিতামহ চষ্টনের পিতার নাম ঘ্সমোতিক। ইহার নামযুক্ত একটি মাত্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু মুদ্রা-তত্ত্ববিদ্ রেপসন অনুমান করেন যে, ইহা চষ্টনের মুদ্রা [৪]। চষ্টন হইতে দ্বিতীয়

---

(১) Ibid, p. 45, No. 178.

(২) Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1905—06, p. 165 F.; Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. XXIII, p. 68.

(৩) Epigraphia Indica., Vol. VIII, p. 36, ff.

(৪) Rapson, B. M. C., p. 71.

শকরাজবংশের মুদ্রার প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে। চষ্টনের রজত ও তাম্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। রজতমুদ্রা দ্বিবিধ। প্রথম প্রকারের রজত মুদ্রায় চষ্টনের "ক্ষত্রপ" ১ এবং দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় "মহাক্ষত্রপ" ২ উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত মুদ্রায় একদিকে রাজার মুখ ও গ্রীক্ অক্ষরে রাজার নাম ও উপাধি এবং দ্বিতীয় দিকে সুমেরু পর্ব্বত ও শশাঙ্ক প্রভৃতি চিহ্ন ও ব্রাহ্মী এবং খরোষ্ঠী-অক্ষরে রাজার নাম ও উপাধি লিখিত আছে। চষ্টনের তাম্র মুদ্রায় একদিকে দণ্ডে আবদ্ধ অশ্বের মূর্ত্তি ও অপর দিকে সুমেরু, শশাঙ্ক ও তারকা চিহ্ন আছে। প্রথম দিকে গ্রীক্-অক্ষরে ও দ্বিতীয় দিকে ব্রাহ্মী-অক্ষরে লিপির চিহ্ন আছে ৩। চষ্টনের পুত্র জয়দামের দুই প্রকার তাম্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম প্রকারের মুদ্রা চতুষ্কোণ, ইহাতে একদিকে বৃষ ও ত্রিশূল ও গ্রীক্ অক্ষরে লিপি, এবং দ্বিতীয় দিকে সুমেরু, শশাঙ্ক ও ব্রাহ্মী অক্ষরে "রাজ্ঞো ক্ষত্রপস স্বামি জয়দামস" লিখিত আছে ৪। দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় একদিকে হস্তী ও অপরদিকে উজ্জয়িনীনগরের চিহ্ন আছে ৫। রুদ্রদামের দুই প্রকার রজত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। উভয় প্রকারের মুদ্রাতেই একদিকে রাজার মস্তক ও গ্রীক্-অক্ষরে লিপি, অপরদিকে সর্প ও সুমেরু পর্ব্বত এবং ব্রাহ্মী-অক্ষরে লিপি আছে। প্রথম প্রকারের মুদ্রায় "রাজ্ঞো ক্ষত্রপস জয়দাম পুত্রস রাজ্ঞো মহাক্ষত্রপস রুদ্রদামস"৬ এবং দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় ভিন্ন ভাবে এই কথাই লিখিত

(১) Ibid, pp. 72—73. No. 259.
(২) Ibid, pp. 73—75, Nos. 260—63.
(৩) Ibid, p. 75, No. 264.
(৪) Ibid, pp. 76—77, Nos. 265—68.
(৫) Ibid, p. 77, No. 269.
(৬) Ibid, pp. 78—79, Nos. 270—75.

আছে ১। রুদ্রদামের পুত্র দামঘ্সদের ক্ষত্রপোপাধিযুক্ত তিন প্রকার ২ ও মহাক্ষত্রপোপাধিযুক্ত এক প্রকার রজত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে ৩। ইঁহার মুদ্রায় নাম কোন স্থানে "দামঘ্সদ" এবং কোন স্থানে "দামজদশ্রী" লিখিত আছে। দামজদশ্রীর পুত্র জীবদামের রাজ্যকাল হইতে সৌরাষ্ট্রের মুদ্রায় তারিখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল বর্ষ শকাব্দের বর্ষ। জীবদামের মুদ্রাসমূহে ১০০ হইতে ১২০ শকাব্দের উল্লেখ আছে ৪। অন্ধ্রাজগণের মিশ্রধাতু-নির্ম্মিত মুদ্রার অনুকরণে জীবদাম পোটিন্ (Potin) নামক ধাতুতে একপ্রকার মুদ্রা প্রচলিত করাইয়াছিলেন। ইহাতে একদিকে বৃষ ও গ্রীক্ অক্ষরে লিপির চিহ্ন, অপরদিকে সুমেরু পর্ব্বত, সর্প ইত্যাদি ও ব্রাহ্মী-অক্ষরে রাজার নাম ও উপাধি লিখিত আছে ৫। জীবদামের পরে তাঁহার খুল্লতাত রুদ্রসিংহ সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। শকাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে রুদ্রসিংহ ও জীবদামের দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ চলিয়াছিল। এই জন্য এই সময়ের কোন বর্ষে জীবদামকে এবং কোন বর্ষে রুদ্রসিংহকে "মহাক্ষত্রপ" উপাধি ব্যবহার করিতে দেখা যায় ৬। কাটিয়াবাড়ে হালার জেলায় গুণ্ডা নামক স্থানে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি রুদ্রসিংহের রাজ্যকালে ১০৩ শকাব্দে (১৮১ খৃঃ অঃ) উৎকীর্ণ হইয়াছিল ৭। জুনাগড়ের নিকট একটি গুহায় রুদ্রসিংহের রাজ্যকালে উৎকীর্ণ আর

---

(১) Ibid, p. 79. Nos. 276—80.
(২) Ibid, pp. 80—81, Nos. 281—85.
(৩) Ibid, p. 82, Nos. 286—87.
(৪) Ibid, p. 83.
(৫) Ibid, p. 85. Nos. 293—94
(৬) Ibid, pp. 83—92.
(৭) Indian Antiquary, Vol. X, p. 157.

একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে ১। শকাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে চতুর্থ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্য্যন্ত সৌরাষ্ট্রের রজত মুদ্রায় কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। সমস্ত মুদ্রাতেই একদিকে রাজার মস্তক ও গ্রীক্-অক্ষরে লিপির চিহ্ন এবং দ্বিতীয় দিকে সুমেরু পর্ব্বত, সর্প ইত্যাদি ও ব্রাহ্মী-অক্ষরে রাজার পিতার নাম এবং রাজার নাম ও উপাধি লিখিত আছে। প্রত্যেক রাজার মুদ্রায় দুইটি বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, প্রথম প্রকারে তাঁহার উপাধি "ক্ষত্রপ" এবং দ্বিতীয় প্রকারে "মহাক্ষত্রপ"। রুদ্রসিংহের পোটিন-নির্ম্মিত মুদ্রা জীবদামের মুদ্রার ন্যায় ২। দামজদশ্রীর জীবদাম ব্যতীত সত্যদাম নামক আর এক পুত্র ছিল। ইঁহার ক্ষত্রপ উপাধিযুক্ত রজত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে ৩। মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামের জ্যেষ্ঠ পুত্রের পুত্র জীবদাম, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রুদ্রসিংহ কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইলে রুদ্রসিংহের বংশে বহুকাল যাবৎ সৌরাষ্ট্রের মুকুট অর্পিত হইয়া আসিতেছিল। বহুকাল পরে রুদ্রসিংহের বংশ লোপ হইলে অথবা দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে সম্ভবতঃ জীবদামের বংশধরগণ সৌরাষ্ট্রের অধিকার পাইয়াছিলেন। রুদ্রসিংহের পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রুদ্রসেন সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। রুদ্রসেনের মুদ্রাসমূহে ১২১—১৪৪ শকাব্দের উল্লেখ আছে ৪। গায়কবাড রাজ্যের ওখামণ্ডল প্রদেশে মূলবাসর নামক স্থানে রুদ্রসেনের রাজ্য-কালে ১২২ শকাব্দে (২০০

---

(১) Journal of the Royal Asiatic Society, 1890, p. 651.

(২) Rapson, B. M. C., pp. 93—94, Nos. 324—25.

(৩) Ibid, p. 95.

(৪) Ibid, pp. 96—105, Nos. 328—376.

খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে [১] এবং কাঠিয়াবাড়ের উত্তর-প্রান্তে জসধন নামক স্থানে রুদ্রসেনের রাজ্যকালে ১২৬ বা ১২৭ শকাব্দের (২০৫ বা ২০৬ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ আর একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল [২]। রুদ্রসেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র পৃথিবীসেনের ক্ষত্রপোপাধিযুক্ত রজত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে [৩]। ইহাতে ১৪৪ শকাব্দ লিখিত আছে। পৃথিবীসেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিতীয় দামজদশ্রী ইহার বহু পরে ক্ষত্রপ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ভ্রাতৃদ্বয়ের মহাক্ষত্রপোপাধি যুক্ত মুদ্রা আবিষ্কৃত হয় নাই, এই জন্য অনুমান হয় যে, ইঁহারা সিংহাসনের অধিকার প্রাপ্ত হন নাই। রুদ্রসিংহের দ্বিতীয় পুত্র সঙ্ঘদাম প্রথম রুদ্রসেনের পরে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইহার রজত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এই গুলিতে ১৪৪।৪৫ শকাব্দ তারিখ দেখিতে পাওয়া যায় [৪]। সঙ্ঘদামের পরে রুদ্রসিংহের তৃতীয় পুত্র দামসেন সৌরাষ্ট্রের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। দামসেনের রজত মুদ্রাসমূহে ১৪৫ হইতে ১৫৮ শকাব্দ তারিখ দেখিতে পাওয়া যায় [৫]। দামসেনের রাজ্যকালে মুদ্রাঙ্কিত তারিখযুক্ত পোটিন-নির্ম্মিত মুদ্রায় রাজার নাম বা উপাধি নাই [৬]। দামসেনের রাজ্য-কালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রথম রুদ্রসেনের দ্বিতীয় পুত্র দ্বিতীয় দামজদশ্রী ক্ষত্রপ উপাধি লাভ

---

(১) Journal of the Royal Asiatic Society. 1890, p. 652 ; 1899, pp. 380—81.

(২) Ibid, 1890 ; p. 652, Indian Antiquary, Vol. XII, p. 32.

(৩) Rapson, B. M. C., p. 106, No. 377.

(৪) Ibid, p. 107, No. 378.

(৫) Ibid, pp. 108—112, Nos. 379—401.

(৬) Ibid, pp. 113—14, Nos. 202—20.

করিয়াছিলেন [১]। দ্বিতীয় দামজদশ্রীর ক্ষত্রপ উপাধিযুক্ত মুদ্রায় ১৫৪।৫৫ শকাব্দের উল্লেখ আছে [১]। দামসেনের চারি পুত্রের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে বীরদামের মুদ্রায় কেবল ক্ষত্রপোপাধি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল মুদ্রায় ১৫৬ হইতে ১৬০ শকাব্দের উল্লেখ আছে[২]। ১৫৮ হইতে ১৬১ শকাব্দের মধ্যে ঈশ্বরদত্ত নামক ভিন্ন বংশীয় কোন রাজা রজত মুদ্রা মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন। এই সকল মুদ্রায় তাঁহার মহাক্ষত্রপ উপাধি এবং তারিখের জন্য রাজ্যাঙ্কের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়—যথা, "রাজ্ঞো মহাক্ষত্রপস ঈশ্বরদত্তস বর্ষে প্রথমে" অথবা "বর্ষে দ্বিতীয়ে" [৩]। ঈশ্বরদত্ত সম্ভবতঃ আভীরজাতীয় ছিলেন [৪]। দামসেনের দ্বিতীয় পুত্র প্রথম যশোদাম ঈশ্বরদত্তের সহিত একই সময়ে রাজ্যাধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মুদ্রাসমূহে "ক্ষত্রপ" এবং "মহাক্ষত্রপ" উভয় প্রকারের উপাধিই দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল মুদ্রায় ১৬০ ও ১৬১ শকাব্দ তারিখ প্রদত্ত হইয়াছে [৫]। যশোদামের পরে দামসেনের তৃতীয় পুত্র বিজয়সেন সৌরাষ্ট্রের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। বিজয়সেনের মুদ্রায় "ক্ষত্রপ" এবং "মহাক্ষত্রপ" উভয় উপাধিই দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল মুদ্রায় ১৬০ হইতে ১৭২ শকাব্দ তারিখ প্রদত্ত হইয়াছে [৬]। বিজয়সেনের পরে দামসেনের চতুর্থ পুত্র তৃতীয় দামজদশ্রী সৌরাষ্ট্রের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার মুদ্রায় কেবল "মহাক্ষত্রপ" উপাধির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় এবং

(১) Ibid, pp. 115—16, Nos. 421—25.
(২) Ibid, pp. 117—21, Nos. 426—59.
(৩) Ibid, pp. 124—25, Nos. 472—79.
(৪) Ibid, p. cxxxiii.
(৫) Ibid, pp. 126—28, Nos. 480—87.
(৬) Ibid, pp. 129—36, Nos. 388—555.

১৭২ বা ১৭৩ হইতে ১৭৬ শকাব্দ পর্য্যন্ত তারিখ প্রদত্ত আছে [১]। তৃতীয় দামজদশ্রীর পরে দামসেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র বীরদামের পুত্র দ্বিতীয় রুদ্রসেন সৌরাষ্ট্রের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার মুদ্রাতেও কেবল "মহাক্ষত্রপ" উপাধির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলিতে ১৭৮ (?) হইতে ১৯৬ শকাব্দ তারিখে প্রদত্ত আছে [২]। দ্বিতীয় রুদ্রসেনের পুত্র বিশ্বসিংহ পিতৃ-সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মুদ্রায় "ক্ষত্রপ" ও "মহাক্ষত্রপ" উভয় উপাধিরই ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় এবং এইগুলিতে ১৯৯ হইতে ২০১ (?) শকাব্দ তারিখ প্রদত্ত আছে [৩]। বিশ্বসিংহের পরে তাঁহার ভ্রাতা ভর্ত্তদাম সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মুদ্রায় উভয় উপাধিই ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সকল মুদ্রায় ২০১ হইতে ২১৭ শকাব্দ তারিখ প্রদত্ত আছে [৪]। ভর্ত্তদামের পুত্র বিশ্বসেনের মুদ্রায় কেবল "ক্ষত্রপ" উপাধি ব্যবহৃত হইয়াছে। তাঁহার মুদ্রায় ২১৬ হইতে ২২৬ শকাব্দ তারিখ দেখিতে পাওয়া যায় [৫]। বোধ হয় ২১৬ হইতে ২৭০ শকাব্দ (২৯৪—৩৪৮ খৃঃ অঃ) পর্য্যন্ত "মহাক্ষত্রপ" উপাধিধারী কোন রাজা ছিলেন না [৬]। বিশ্বসেনের পরে বোধ হয় দামসেনের বংশের অধিকার লোপ হইয়াছিল।

বিশ্বসেনের পরে স্বামী জীবদাম নামক জনৈক সামান্য ব্যক্তির বংশধরগণ সৌরাষ্ট্রের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। চষ্টনের পিতা ঘসমোতিকের ন্যায় জীবদামের রাজোপাধি দেখিতে পাওয়া যায় না, এই

(১) Ibid, pp. 137—40, Nos. 556—580.
(২) Ibid, pp. 141—46, Nos. 581—626.
(৩) Ibid, pp. 147—52, Nos. 627—64.
(৪) Ibid, pp. 153—61, Nos. 665—718.
(৫) Ibid, pp. 162—68, Nos. 719—66.
(৬) Ibid, p. cxli.

জন্ত তাঁহাকে সামান্য ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়[১]। কিন্তু তাঁহার নামের আকার দেখিয়া তাঁহাকে চষ্টনের বংশধর বলিয়াই অনুমান হয়। বিশ্বসেনের পরে স্বামী জীবদামের পুত্র দ্বিতীয় রুদ্রসিংহ সৌরাষ্ট্রের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার রজত মুদ্রায় "ক্ষত্রপ" উপাধি এবং ২২৭ হইতে ২৩০ (?) শকাব্দের তারিখ পাওয়া যায়[২]। দ্বিতীয় রুদ্রসিংহের পরে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় যশোদাম সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার রজত মুদ্রায় "ক্ষত্রপ" উপাধি এবং ২৩৯ হইতে ২৫৪ শকাব্দের তারিখ পাওয়া যায়[৩]। ২৫৪ শকাব্দ হইতে ২৭০শকাব্দের মধ্যে "মহাক্ষত্রপ" উপাধিধারী স্বামী দ্বিতীয় রুদ্রদাম সৌরাষ্ট্রের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন মুদ্রা আবিষ্কৃত হয় নাই,[৪] কিন্তু তাঁহার পুত্র তৃতীয় রুদ্রসেনের মুদ্রাসমূহে তাঁহার "রাজা" "স্বামী" ও "মহাক্ষত্রপ" উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়[৫]। তাঁহার বংশপরিচয় অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই, কিন্তু তাঁহার নামের আকার দেখিয়া তাঁহাকে চষ্টনের বংশধর বলিয়াই অনুমান হয়। পণ্ডিতপ্রবর রেপসন অনুমান করেন যে, দ্বিতীয় রুদ্রদাম দ্বিতীয় রুদ্রসিংহের পিতা স্বামী জীবদামের বংশজাত[৬]। দ্বিতীয় রুদ্রদামের পুত্র তৃতীয় রুদ্রসেনের রজত মুদ্রাসমূহে তাঁহার "মহাক্ষত্রপ" উপাধি ২৭০ হইতে ৩০০ শকাব্দের তারিখ পাওয়া যায়[৭]। তৃতীয় রুদ্রসেনের কতকগুলি তারিখযুক্ত সীসক-নির্ম্মিত মুদ্রা আবিষ্কৃত

(১) Ibid, p. cxli.
(২) Ibid, pp. 170—74, Nos. 767—93.
(৩) Ibid, pp. 175—78, Nos. 794—811.
(৪) Ibid, p. 178, cxliii.
(৫) Ibid, p. 179.
(৬) Ibid, p. cliii.
(৭) Ibid, pp. 179—88, Nos. 812—903.

হইয়াছে। ইহাতে তারিখ আছে এবং একদিকে বৃষ ও অপর দিকে সুমেরু পর্ব্বত দেখিতে পাওয়া যায়[১]। তৃতীয় রুদ্রসেনের পরে তাঁহার প্রথম ভাগিনেয় সিংহসেন সৌরাষ্ট্রের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। সিংহসেনের রজত মুদ্রায় তাঁহার "মহাক্ষত্রপ" উপাধি এবং ৩০৪ হইতে ৩০৬ (?) শকাব্দের তারিখ পাওয়া যায়[২]। সিংহসেনের পরে তৎপুত্র চতুর্থ রুদ্রসেন সৌরাষ্ট্রের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। ইনি বোধ হয় ৩০৬ হইতে ৩১০ শকাব্দ পর্য্যন্ত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন[৩]। চতুর্থ রুদ্রসেনের পরে তৃতীয় রুদ্রসেনের অপর ভাগিনেয় (?) সত্যসিংহ সৌরাষ্ট্রের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন মুদ্রা আবিষ্কৃত হয় নাই[৪], কিন্তু তাঁহার পুত্র তৃতীয় রুদ্রসিংহের মুদ্রাসমূহে তাঁহার "রাজা" "মহাক্ষত্রপ" এবং "স্বামী" উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়। সত্য-সিংহের পুত্র তৃতীয় রুদ্রসিংহ সম্ভবতঃ শকজাতীয় ক্ষত্রপ বংশের শেষ রাজা। ইঁহার রজত মুদ্রায় "মহাক্ষত্রপ" উপাধি এবং ৩১০ (?) শকাব্দ তারিখ পাওয়া যায়[৫]।

সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ৮২ গৌপ্তাব্দের পূর্ব্বে মালব অধিকার করিয়াছিলেন[৬] এবং ৪১৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই সৌরাষ্ট্রের শকাধিকার লুপ্ত হইয়াছিল। ক্ষত্রপগণের মুদ্রার অনুকরণে মুদ্রিত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রজত মুদ্রাসমূহে তারিখের দশক স্থানে ৯০ পাওয়া যায়, একক

(১) Ibid, pp. 187—88, Nos. 889—903.
(২) Ibid, pp. 189—90, Nos. 904—06.
(৩) Ibid, p. 191.
(৪) Ibid, p. cxlix.
(৫) Ibid, pp. 192—94, Nos. 907—29.
(৬) Fleet's Gupta Inscriptions, p. 25.

স্থানের অঙ্কপাঠ করা যায় না ১। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, ৯০ হইতে ৯৯ গৌপ্তাব্দের মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক সৌরাষ্ট্র অধিকৃত হইয়াছিল, কারণ ৯৬ গৌপ্তাব্দে প্রথম কুমারগুপ্ত পিতৃসিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন ২। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রজত মুদ্রাসমূহে দুইটি বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। উভয় বিভাগেই একদিকে রাজার মুখ, গ্রীক্ লিপির চিহ্ন ও তারিখ, এবং দ্বিতীয় দিকে গরুড় মূর্ত্তি ও ব্রাহ্মী-লিপি আছে। প্রথম বিভাগের মুদ্রায় দ্বিতীয় দিকে "পরমভাগবত মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্তবিক্রমাদিত্যঃ" ৩ এবং দ্বিতীয় বিভাগের মুদ্রায় "শ্রীগুপ্তকুলস্য মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্তবিক্রমাঙ্কস্য" লিখিত আছে ৪। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সম্রাট্ প্রথম কুমারগুপ্তের রজতমুদ্রা দুই প্রকার। প্রথম প্রকারের মুদ্রা মধ্য-দেশে প্রচলনের জন্য মুদ্রাঙ্কিত, ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রা মালব ও সৌরাষ্ট্রে প্রচলনের জন্য মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহাতে একদিকে রাজার মুখ, গ্রীক্ লিপির চিহ্ন ও ব্রাহ্মী অক্ষরে তারিখ আছে। দ্বিতীয় দিকে গরুড় ও ব্রাহ্মী অক্ষরে কুমারগুপ্তের নাম ও উপাধি আছে। এই জাতীয় মুদ্রায় তিনটি বিভাগ আছে। প্রথম ও তৃতীয় বিভাগের মুদ্রায় দ্বিতীয় দিকে "পরমভাগবত মহারাজাধিরাজ শ্রীকুমারগুপ্তমহেন্দ্রাদিত্যঃ" ৫, এবং দ্বিতীয় বিভাগের মুদ্রায় "পরমভাগবত রাজাধিরাজ শ্রীকুমারগুপ্ত

(১) Allan, British Museum Catalogue of Indian Coins, Gupta Dynasties, p. xxxix.

(২) Fleet's Gupta Inscriptions, p. 43.

(৩) Allan, B. M. C., pp. 49—51, Nos. 133—39.

(৪) Ibid, p. 51, No. 140.

(৫) Ibid, pp. 89—96, Nos. 258—305; pp. 98—107, Nos. 321—84.

মহেন্দ্রাদিত্যঃ" [১] লিখিত আছে। স্কন্দগুপ্তের সৌরাষ্ট্র ও মালবে প্রচলনের জন্য মুদ্রাঙ্কিত রজত মুদ্রায় তিনটি বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম বিভাগের মুদ্রায় একদিকে রাজার মুখ, গ্রীক্ লিপির চিহ্ন ও ব্রাহ্মী অক্ষরে তারিখ, এবং দ্বিতীয় দিকে গরুড় মূর্ত্তি ও ব্রাহ্মী অক্ষরে "পরম ভাগবত মহারাজাধিরাজ শ্রীস্কন্দগুপ্তক্রমাদিত্যঃ" লিখিত আছে [২]। দ্বিতীয় বিভাগের মুদ্রায় গরুড় মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে একটি বৃষের মূর্ত্তি আছে [৩]। তৃতীয় বিভাগের মুদ্রায় বৃষের পরিবর্ত্তে একটি বেদী আছে [৪]। এই বিভাগে তিনটি উপবিভাগ আছে। প্রথম উপবিভাগে দ্বিতীয় দিকে "পরমভাগবত শ্রীবিক্রমাদিত্যস্কন্দগুপ্তঃ" লিখিত আছে [৫]। দ্বিতীয় উপবিভাগে "পরমভাগবত শ্রীবিক্রমাদিত্যস্কন্দগুপ্তঃ" [৬] এবং তৃতীয় উপবিভাগে "পরমভাগবত শ্রীস্কন্দগুপ্তঃ" [৭] লিখিত আছে। স্কন্দগুপ্তের পরে সৌরাষ্ট্র ও মালব গুপ্তবংশীয় সম্রাট্‌গণের অধিকারচ্যুত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে বুধগুপ্ত নামক জনৈক রাজা মালবের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং শকরাজগণের মুদ্রার অনুকরণে রজত মুদ্রা মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন। ইঁহার রজত মুদ্রায় ১৭৫ গৌপ্তাব্দ তারিখ পাওয়া যায় এবং ইহার দ্বিতীয় দিকে "বিজিতাবনিরবনিপতিঃ

---

(১) Ibid, pp. 96–98, Nos. 306—20. তৃতীয় বিভাগের কতকগুলি মুদ্রাতেও "মহারাজাধিরাজের" পরিবর্ত্তে "রাজাধিরাজ" উপাধি আছে :—Ibid, pp. 100—07, Nos. 332—84.

(২) Ibid, pp. 119—21, Nos. 432—44.

(৩) Ibid, pp. 121—22, Nos. 445—50.

(৪) Ibid, p. 122.

(৫) Ibid, pp. 122—24, Nos. 451—71.

(৬) Ibid, pp. 124—29; Nos. 472—520.

(৭) Ibid, p. 129, Nos. 521—22.

শ্রীবুধগুপ্তো দিবিজয়তি" লিখিত আছে [১]। ১৬৫ গৌপ্তাব্দে উৎকীর্ণ ঈরাণে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপিতে বুধগুপ্তের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে [২]। বুধগুপ্তের সহিত গুপ্তরাজবংশের কি সম্পর্ক ছিল তাহা নির্ণয় করিবার কোন উপায়ই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। ১৯১ গৌপ্তাব্দে উৎকীর্ণ ঈরাণে আবিষ্কৃত আর একখানি শিলালিপিতে ভানুগুপ্ত নামক আর একজন মালবরাজের উল্লেখ আছে [৩]। ভানুগুপ্তের পরে মালব হূণগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পরে গুজরাট বলভীর মৈত্রকবংশীয় রাজগণের এবং সৌরাষ্ট্র ত্রৈকূটক রাজগণের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। মৈত্রকবংশীয় রাজগণ গুপ্তরাজগণের মুদ্রার অনুকরণ করিতেন। ইহাতে একদিকে রাজার মূর্ত্তি ও অপর দিকে একটি ত্রিশূল আছে, ইহার লিপি অদ্যাপি পঠিত হয় নাই [৪]। ত্রৈকূটকবংশের দহ্রসেন ও ব্যাঘ্রসেন নামক দুইজন রাজার মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। দহ্রসেনের মুদ্রায় একদিকে রাজার মস্তক ও অপর দিকে চৈত্য, তারকা এবং ব্রাহ্মী অক্ষরে "মহারাজেন্দ্রদত্তপুত্রপরমবৈষ্ণবশ্রীমহারাজদহ্রসেন" লিখিত আছে [৫]। সুরাটের নিকটে পর্দ্দি নামক স্থানে একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, দহ্রসেন অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং ২০৭ ত্রৈকূটকাব্দে (ইহা কলচুরি, চেদী অব্দ, ২০৭=৪৫৬ খৃষ্টাব্দ) জনৈক ব্রাহ্মণকে একখানি গ্রাম দান করিয়া-

---

(১) Ibid, p. 153, Nos. 517—19.

(২) Fleet's Gupta Inscriptions, p. 89.

(৩) Ibid, p. 92.

(৪) V. A. Smith, Catalogue of Coins in the Indian Museum, Vol. I, p. 127, Nos. 111;—Rapson's Indian Coins, p. 27.

(৫) Rapson, British Museum Catalogue of Indian Coins, Andhras and W, Ksatrapas etc, pp. 198—201, Nos. 930—74.

ছিলেন [১]। দহ্রসেনের পুত্রের নাম ব্যাঘ্রসেন। ব্যাঘ্রসেনের রজত মুদ্রা দহ্রসেনের মুদ্রার অনুরূপ। ইহার দ্বিতীয় দিকে "মহারাজদহ্রসেনপুত্র পরমবৈষ্ণবশ্রীমহারাজব্যাঘ্রসেন" লিখিত আছে [২]। শকরাজগণের মুদ্রার অনুকরণে মুদ্রিত ভীমসেন [৩] ও কৃষ্ণরাজ [৪] নামক রাজদ্বয়ের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভীমসেনের একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে [৫], কিন্তু তাঁহার কাল বা বংশপরিচয় অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই। পূর্ব্বে মুদ্রা-তত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করিতেন যে, কৃষ্ণরাজ রাষ্ট্রকূটবংশীয় দ্বিতীয় কৃষ্ণরাজ [৬], কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর রেপসন ইহা স্বীকার করেন না [৭]। কৃষ্ণরাজের নামাঙ্কিত মুদ্রা বোম্বাই প্রদেশে নাসিক জেলায় আবিষ্কৃত হইয়া থাকে [৮]। মালবে মুদ্রিত অন্ধ্‌রাজগণের মুদ্রা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিবৃত হইবে।

---

(১) Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. XVI, p. 346.

(২) Rapson, B. M. C., pp. 202—03, Nos. 975—82.

(৩) Rapson, Indian Coins, p. 27.

(৪) Cunningham's Coins of Mediaeval India, p. 8, pl. I. 18.

(৫) Cunningham, Archaeologiacal Survey Reports, Vol. IX. p. 119. pl. XXX.

(৬) Journal of the Royal Asiatic Society, 1889, p. 138.

(৭) Indian Coins. 27.

(৮) Elliott, Coins of Southern India, p. 149.

সৌরাষ্ট্রের দ্বিতীয় রাজবংশ :—

ঘ্সমোতিক
১। চষ্টন
জয়দাম
২। প্রথম রুদ্রদাম

৩। প্রথম দামঘ্সদ বা দামজদশ্রী
সত্যদাম
৪। জীবদাম

৫। প্রথম রুদ্রসিংহ
৬। প্রথম রুদ্রসেন
৭। সঙ্ঘদান
৮। দামসেন

পৃথিবীসেন
২য় দামজদশ্রী
বীরদাম
৯। প্রথম যশোদাম

১০। বিজয়সেন
১১। তৃতীয় দামজদশ্রী

১২। দ্বিতীয় রুদ্রসেন
১৩। বিশ্বসিংহ
১৪। ভর্তৃদাম
বিশ্বসেন

স্বামি জীবদাম
দ্বিতীয় রুদ্রসিংহ
দ্বিতীয় যশোদাম
১৫। দ্বিতীয় রুদ্রদাম

১৬। তৃতীয় রুদ্রসেন
কন্যা
১৭। সিংহসেন
১৮। চতুর্থ রুদ্রসেন
১৯। সত্যসিংহ
২০। তৃতীয় রুদ্রসিংহ

নবম পরিচ্ছেদ।

দক্ষিণাপথের প্রাচীন মুদ্রা।

দক্ষিণাপথের ওজনের রীতি উত্তরাপথের ওজনের রীতির ন্যায় নহে। দক্ষিণাপথে রক্তিকা বীজের পরিবর্ত্তে মঞ্জাড়ি ও কলঞ্জুবীজ তৌল-রীতির মূলস্বরূপ গৃহীত হইয়াছিল। একটি মঞ্জাড়ি বীজের ওজন ৫ গ্রেণ [১] ১০টি মঞ্জাড়ি বীজ একটি কলঞ্জু বীজের সমানরূপে গৃহীত হইত [২]। অতি প্রাচীনকাল হইতে দাক্ষিণাত্যে গোলাকার সুবর্ণমুদ্রার প্রচলন আরম্ভ হইয়াছিল। এই সকল সুবর্ণমুদ্রা, "ফণম্" নামে অভিহিত। এক ফণমের ওজন একটা কলঞ্জু বীজের সমান [৩]। সম্ভবতঃ ফণম্ সর্ব্বপ্রথমে লিডিয়া অথবা অন্য কোন প্রতীচ্য দেশের প্রাচীন মুদ্রার অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছিল। লিডিয়াদেশের প্রাচীন মুদ্রা যেমন গোলাকার সুবর্ণপিণ্ডের উপরে অঙ্কচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া নির্ম্মিত হইত ফণমও সেইরূপই নির্ম্মিত হইত। অতি প্রাচীন ফণম্ গোলাকার সুবর্ণ পিণ্ড মাত্র এবং দেখিতে গোলাকার তিন্তিড়ি বীজের ন্যায় [৪]। ক্রমে এই গোলাকার সুবর্ণপিণ্ডে অঙ্ক চিহ্ন অঙ্কনের জন্য ইহা চক্রাকার হইয়া পড়িয়াছিল [৫]। তিন্তিড়ি বীজের ন্যায়

---

(১) Elliott's South Indian Coins p. 52 note 1.

(২) Ibid.

(৩) Ibid, p. 53.

(৪) Ibid; V. A. Smith, Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol. I, p. 317, Nos. 1—8.

(৫) Ibid, pp. 323—25.

মুদ্রা বিজয়নগরের রাজগণ কর্ত্তৃক, পর্ত্তুগীজ [১] এবং ইংরাজ বণিক সম্প্রদায় [২] কর্ত্তৃক মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এক প্রকার মুদ্রা প্রচলন আরব্ধ হইলে এই জাতীয় মুদ্রার প্রচলন রহিত হইয়া যায় [৩]।

দক্ষিণাপথের মুদ্রাসমূহের মধ্যে অন্ধ্রজাতীয় রাজগণের মুদ্রা সর্ব্ব-প্রাচীন। এককালে অন্ধ্ররাজগণের সাম্রাজ্য নর্ম্মদার দক্ষিণতীর হইতে সাগরকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, এইজন্য মালব, সৌরাষ্ট্র, অপরান্ত প্রভৃতি নানাদেশেও অন্ধ্ররাজগণের ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। অন্ধ্রদেশে অর্থাৎ কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর মধ্যস্থ ভূভাগে দুই জাতীয় মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই দুই জাতীয় মুদ্রা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রচলিত ছিল না, কারণ পুড়ুমাবি, চন্দ্রশাতি, শ্রীযজ্ঞ ও শ্রীরুদ্র প্রভৃতি রাজগণ উভয় প্রকার মুদ্রাই মুদ্রাঙ্কিত করাইয়াছিলেন। প্রথম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে সুমেরু পর্ব্বত ও অপরদিকে উজ্জয়িনীনগরের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার লিপির অক্ষরগুলি সুস্পষ্ট [৪] নয়। এই জাতীয় পাঁচ জন অন্ধ্ররাজের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে:—

(১) বাশিষ্ঠী পুত্র শ্রীপুড়ুমাবি

(২) বাশিষ্ঠী পুত্র শ্রীশাতকর্ণি

(৩) বাশিষ্ঠী পুত্র শ্রীচন্দ্রশাতি

(৪) গোতমী পুত্র শ্রীযজ্ঞশাতকর্ণি

---

(১) Ibid, p. 318, Nos. 1—2.

(২) Ibid, pp. 319—20.

(৩) Ibid, p. 311.

(৪) Rapson, Catalogue of Indian Coins, Andhras W. Ksatrapas, etc. p. lxxii.

(৫) শ্রীরুদ্রশাতকর্ণি [১]

দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় প্রথম দিকে অশ্ব, হস্তী অথবা উভয় মূর্ত্তিই দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন মুদ্রায় সিংহ মূর্ত্তিও আছে। এই জাতীয় মুদ্রার লিপি অত্যন্ত অস্পষ্ট [২]। এই সমস্ত মুদ্রায় নিম্নলিখিত অন্ধ্র রাজগণের নাম পাওয়া যায় :—

(১) শ্রীচন্দ্রশাতি
(২) গোতমী পুত্র শ্রীযজ্ঞশাতকর্ণি
(৩) শ্রীরুদ্রশাতকর্ণি[৩]

মধ্য-প্রদেশে পোটিন নামক মিশ্র ধাতু-নির্ম্মিত এক প্রকার মুদ্রা পাওয়া যায়। ইহাতে একদিকে হস্তী মূর্ত্তি ও অপর দিকে উজ্জয়িনীনগরের চিহ্ন আছে [৪]। এই জাতীয় নিম্নলিখিত অন্ধ্র রাজগণের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে :—

(১) পুড়ুমাবি
(২) শ্রীযজ্ঞ
(৩) শ্রীরুদ্র
(৪) দ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণ [৫]

দক্ষিণাপথে অনন্তপুর ও কড়্পা জেলায় একপ্রকার সীসক-নির্ম্মিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে প্রথম দিকে অশ্ব, সুমেরু পর্ব্বত ও

---

(১) Ibid.
(২) Ibid, p. lxxiv.
(৩) Ibid.
(৪) Ibid, p. lxxx.
(৫) Ibid.

বোধিবৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় মুদ্রার লিপি সম্পূর্ণরূপে পঠিত হয় নাই ১।

চোড়মণ্ডলের উপকূলে আর এক প্রকার সীসক নির্ম্মিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে একদিকে একখানি অর্ণবপোত ও অপর দিকে উজ্জয়িনীনগরের চিহ্ন আছে ২। এই জাতীয় মুদ্রা সম্ভবতঃ অন্ধ্র—রাজগণের মুদ্রা, কারণ এইরূপ একটি মুদ্রায় "পুড়ুমাবি" নাম পঠিত হইয়াছে ৩। মহীশূরের উত্তরে এক জাতীয় দীর্ঘাকার সীসক-নির্ম্মিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে একদিকে বৃষ ও অপর দিকে বোধিবৃক্ষ এবং সুমেরু পর্ব্বত আছে। এই সকল মুদ্রায় "সদকণকড়লায় মহারঠিস" লিখিত আছে ৪। অধ্যাপক রেপসন অনুমান করেন যে, এই জাতীয় মুদ্রা অন্ধ্র রাজগণের কোন মহারঠি (মহারাষ্ট্রীয় ?) বংশীয় শাসনকর্ত্তা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল ৫। কারওয়ার জেলায় অর্থাৎ কাণাড়া প্রদেশের উত্তরার্দ্ধে আবিষ্কৃত কতকগুলি দীর্ঘাকার সীসক-নির্ম্মিত মুদ্রায় ধুটুকড়ানন্দ ও মুড়ানন্দ নামক রাজদ্বয়ের নাম পাওয়া যায়। এই সকল মুদ্রায় একদিকে সুমেরু পর্ব্বত ও অপর দিকে বোধিবৃক্ষ আছে ৬। মহারাষ্ট্রদেশের দক্ষিণভাগে অর্থাৎ বর্ত্তমান কোহ্লাপুর রাজ্যে একপ্রকার সীসকের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। এই জাতীয় মুদ্রার লিপির অর্থ অদ্যাপি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় নাই। ইহার প্রথম দিকে সুমেরু

---

(১) Ibid, p. lxxxi.
(২) Ibid.
(৩) Ibid, p. lxxxii.
(৪) Ibid, pp. lxxxii—lxxxiii.
(৫) Ibid, p. lxxxii.
(৬) Ibid, p. lxxxiii.

পর্ব্বত ও বোধিবৃক্ষ এবং দ্বিতীয় দিকে ধনু ও শর আছে। এই জাতীয় মুদ্রায় তিন প্রকারের লিপি দেখিতে পাওয়া যায় :—

(১) রঞো বাসিঠীপুতস বিড়িবায়কুরস

(২) রঞো মাঢরিপুতস সিবলকুরস

(৩) রঞো গোতমিপুতস বিড়িবায়কুরস[১]।

বিড়িবায়কুর ও সিবলকুর শব্দ দুইটির অর্থ অদ্যাপি স্থির হয় নাই। অধ্যাপক রেপসন অনুমান করেন যে, এই শব্দগুলি স্থানীয় ভাষায় লিখিত স্থানীয় উপাধি[২]। এই জাতীয় মুদ্রাগুলি অন্ধ্র রাজগণের মুদ্রা কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর অনুমান করেন যে, এইগুলি অন্ধ্ররাজগণের মুদ্রা নহে[৩]। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত সার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের মতানুসারে এইগুলি অন্ধ্র সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃগণের মুদ্রা[৪]। অদ্যাবধি এই তিনজাতীয় মুদ্রার কাল অথবা পরিচয় নির্ণয় হয় নাই। সোপারা ও গুজরাটে গোতমী পুত্র শাতকর্ণি ও শ্রীযজ্ঞ শাতকর্ণি যে মুদ্রা মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন তাহা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে।

মালবে অন্ধ্ররাজবংশের সর্ব্বপ্রাচীন মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল মুদ্রা অবন্তী নগরের মুদ্রার অনুকরণে মুদ্রাঙ্কিত এবং ইহাতে "রঞো সিরিসাতস" লিখিত থাকে[৫]। নানাঘাটের গুহায় শ্রীশাত কর্ণির প্রস্তর-মূর্ত্তির নিম্নে যেরূপ অক্ষরে "রঞো শ্রীসাতস" লিখিত

---

(১) Ibid, pp. lxxxvi– lxxxvii.

(২) Ibid, pp. lxxxvii.

(৩) Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. XXIII. p. 68.

(৪) Early History of Deccan, 2nd Edition, p. 20.

(৫) Rapson, B. M. C., p. xcii.

আছে ১ তাহা অবিকল এই জাতীয় মুদ্রার লিপির অক্ষরের ন্যায় ২। প্রত্ন-লিপিতত্ত্ব অনুসারে এই জাতীয় মুদ্রা এবং শিলালিপি খৃষ্ট পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্ম্মিত ও উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

স্বর্গীয় পণ্ডিত ভগবানলাল ইন্দ্রজী তৎকর্ত্তৃক সংগৃহীত মুদ্রাসমূহ মৃত্যুকালে লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে প্রদান করিয়াছিলেন। এই সকল মুদ্রার মধ্যে দুইপ্রকার মুদ্রা পাওয়া যায়। এই সকল মুদ্রার লিপির যে অংশ পাঠ করিতে পারা গিয়াছে তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এইগুলিও অন্ধ্ররাজগণের মুদ্রা। প্রথম প্রকারের মুদ্রা ঈরাণের প্রাচীন মুদ্রার অনুরূপ ৩। কানিংহাম্ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, এই জাতীয় মুদ্রা প্রাচীন বিদিশানগরীর (বর্ত্তমান নাম বেস্‌নগর) ধ্বংসাবশেষমধ্যে এবং বেস্ ও বেতোয়া নদীর মধ্যস্থ ভূভাগে আবিষ্কৃত হইয়া থাকে ৪। এইজন্য অধ্যাপক রেপসন অনুমান করেন যে এইগুলি পূর্ব্বমালবের মুদ্রা ৫। এই প্রকারের মুদ্রায় চারিটি বিভাগ আছে। প্রথম বিভাগের মুদ্রা পোটিন-নির্ম্মিত। ইহাতে একদিকে বেষ্টনীমধ্যে বোধিবৃক্ষ, উজ্জয়িনীনগরের চিহ্ন, নন্দিপাদ-চিহ্ন এবং সূর্য্যের চিহ্ন আছে। দ্বিতীয় দিকে হস্তিমূর্ত্তি ও স্বস্তিক চিহ্ন আছে ৬। দ্বিতীয় বিভাগের মুদ্রায় প্রথম দিকে হস্তীর মূর্ত্তি ও অপরদিকে বেষ্টনীমধ্যে বোধিবৃক্ষ এবং উজ্জয়িনীনগরের চিহ্ন আছে। এই বিভাগের মুদ্রা তাম্র-নির্ম্মিত ৭।

(১) Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, Vol XIII, p. 311.

(২) Rapson, B. M. C. p. xciii.

(৩) Ibid, p. xcv.

(৪) Cunningham's Coins of Ancient India, p. 99.

(৫) Rapson, B. M. C. p. xcv.

(৬) Ibid, p. 3, Nos. 5—6.

(৭) Ibid, No. 7.

তৃতীয় বিভাগের মুদ্রায় প্রথমদিকে সিংহ মূর্ত্তি ও নন্দিপাদ-চিহ্ন এবং দ্বিতীয় দিকে বেষ্টনীমধ্যে বোধিবৃক্ষ ও উজ্জয়িনীনগরের চিহ্ন আছে। এই জাতীয় মুদ্রাও তাম্র-নির্ম্মিত ১। চতুর্থ বিভাগের মুদ্রা পোটিন-নির্ম্মিত। ইহাতে প্রথমদিকে সিংহমূর্ত্তি ও স্বস্তিক চিহ্ন আছে এবং ব্রাহ্মী অক্ষরে "রঞোসাত-কংণিস" বিপরীত দিকে লিখিত আছে। দ্বিতীয় দিকে নন্দিপাদ চিহ্নের মধ্যে উজ্জয়িনীনগরের চিহ্ন এবং বেষ্টনীমধ্যে বোধিবৃক্ষ আছে২। এই চারি বিভাগের মুদ্রাই চতুষ্কোণ। দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় দুটিই বিভাগ আছে। প্রথম বিভাগের মুদ্রায় একদিকে হস্তিমূর্ত্তি, শঙ্খ ও উজ্জয়িনী-নগরের চিহ্ন আছে। দ্বিতীয় দিকে বেষ্টনীমধ্যে বোধিবৃক্ষ আছে। এই জাতীয় মুদ্রা পোটিন-নির্ম্মিত ও গোলাকার৩। দ্বিতীয় বিভাগের মুদ্রা তাম্র-নির্ম্মিত ও চতুষ্কোণ, এতদ্ব্যতীত ইহা প্রথম বিভাগের মুদ্রার ন্যায়৪।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অন্ধ্ররাজগণের অধিকার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিস্তৃত ছিল, এইজন্য ভিন্ন ভিন্ন অন্ধ্ররাজগণের বহু ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। যখন যে যে প্রদেশ অন্ধ্ররাজগণের অধিকারভুক্ত হইত তখন অন্ধ্ররাজগণ সেই সেই প্রদেশের মুদ্রার অনুকরণে মুদ্রাঙ্কন করাইতেন। খৃঃ পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে মালবদেশ বোধ হয় অন্ধ্ররাজ-গণের অধিকারভুক্ত ছিল। সেই জন্যই মালবে আবিষ্কৃত "শ্রীসাতের" নামাঙ্কিত মুদ্রা মালবের প্রাচীন মুদ্রার অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছিল। শ্রীসাতের নামাঙ্কিত মুদ্রা দ্বিবিধ। প্রথম প্রকারের মুদ্রায় হস্তী এবং

(১) Ibid, p. 4, No. 8.
(২) Ibid, Nos. 9—11.
(৩) Ibid, pp. 17—19, Nos. 59—75.
(৪) Ibid, p. 19, No. 87.

নদীর জলের মধ্যে সন্তরণশীল তিনটি মৎস্যের মূর্ত্তি আছে। এই জাতীয় মুদ্রা সীসক-নির্ম্মিত[১]। দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রা পোটিন-নির্ম্মিত। ইহাতে একদিকে হস্তিমূর্ত্তি, বেষ্টনীমধ্যে বোধিবৃক্ষ, সুমেরু পর্ব্বত ও সমৎস্য নদী আছে। দ্বিতীয় দিকে দণ্ডায়মান মনুষ্যমূর্ত্তি ও উজ্জয়িনীনগরের চিহ্ন আছে[২]। মালবের প্রাচীন মুদ্রার অনুকরণে নির্ম্মিত সীসকের একটি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহাতে জনৈক রাজার নামের আদ্যক্ষরদ্বয় "অজ" পড়িতে পারা যায়[৩]। অন্ধ্রদেশে গোদাবরী জেলায় আর একটি সীসক-মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে আর একজন রাজার নামের শেষাক্ষরদ্বয় "বীর" পড়িতে পারা গিয়াছে[৪]। পূর্ব্ব ও পশ্চিম মালবে আবিষ্কৃত যে ছয় বিভাগের মুদ্রা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে সাধারণতঃ "সাতকণিস" লিখিত আছে[৫]। মহারাষ্ট্রদেশের দক্ষিণ অংশে যে তিন প্রকারের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়া থাকে তাহাতেও প্রকারভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। বাশিষ্ঠী-পুত্র বিড়িবায়কুরের নামযুক্ত মুদ্রা দ্বিবিধ। প্রথম প্রকারের মুদ্রা সীসক-নির্ম্মিত। ইহাতে একদিকে সুমেরু পর্ব্বত, বেষ্টনীমধ্যে বোধিবৃক্ষ এবং স্বস্তিক ও দ্বিতীয় দিকে ধনু ও শর আছে[৬]। দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রা পোটিন-নির্ম্মিত; ইহাতে একদিকে সুমেরু পর্ব্বতের উপরে বৃক্ষ এবং নন্দিপাদ চিহ্ন ও অপরদিকে ধনু ও শর আছে[৭]। মাঠরীপুত্র সিবলা-কুরের নামাঙ্কিত মুদ্রাও দ্বিবিধ। প্রথম প্রকারের মুদ্রাও সীসক-নির্ম্মিত;

---

(১) Ibid, p. 1, No. 1.
(২) Ibid, No. 2.
(৩) Ibid, p. 2, No. 3.
(৪) Ibid, No. 4.
(৫) Ibid, pp. 3—4.
(৬) Ibid, p. 5, Nos. 13—16
(৭) Ibid, p. 6, Nos. 17—21.

ইহাতে একদিকে সুমেরু পর্ব্বতের উপরে বোধিবৃক্ষ ও অপর দিকে ধনু আছে[১]। দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রা পোটিন-নির্ম্মিত, ইহাতে একদিকে সুমেরু পর্ব্বতের উপরে বোধিবৃক্ষ ও নন্দিপাদ চিহ্ন এবং দ্বিতীয় দিকে ধনু ও শর আছে[২]। গৌতমীপুত্র বিড়িবায়কুরের মুদ্রাও দ্বিবিধ, সীসক[৩] ও পোটিন-নির্ম্মিত। পোটিন-নির্ম্মিত মুদ্রায় দুইটি বিভাগ আছে। প্রথম বিভাগে প্রথমদিকে নন্দিপাদ[৪] ও দ্বিতীয় বিভাগে স্বস্তিক[৫] চিহ্ন আছে। পশ্চিম ভারতে আবিষ্কৃত পোটিন-নির্ম্মিত কতকগুলি মুদ্রায় একদিকে হস্তিমূর্ত্তি, শঙ্খ ও উজ্জয়িনীনগরের চিহ্ন, ও দ্বিতীয় দিকে বোধিবৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়[৬]। অধ্যাপক রেপসন অনুমান করেন যে নহপানকে পরাজিত করিবার পূর্ব্বে গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি এই সকল মুদ্রা মুদ্রাঙ্কিত করাইয়াছিলেন[৭]। অন্ধ্রদেশে আবিষ্কৃত একদিকে সুমেরু পর্ব্বত ও অপরদিকে উজ্জয়িনীনগরের চিহ্ন সম্বলিত মুদ্রায় "রঞো বাসিঠিপুতস সিরি পুড়ুমাবিস" লিখিত আছে[৮]। কিন্তু মধ্য-প্রদেশে চান্দা জেলায় আবিষ্কৃত পোটিন-নির্ম্মিত মুদ্রায়[৯] এবং চোলমণ্ডলকূলে আবিষ্কৃত সীসক-নির্ম্মিত মুদ্রায়[১০] "সিরি পুড়ুমাবিস" লিখিত থাকে। অন্ধ্রদেশে কৃষ্ণা ও গোদাবরী জেলায় বাসিষ্ঠীপুত্র শিবশ্রীশাতকর্ণি, বাসিষ্ঠীপুত্র শ্রীচন্দ্র-

(১) Ibid, pp. 7—9, Nos. 22—30.
(২) Ibid, p. 9, Nos. 31—32.
(৩) Ibid, pp. 13—14, Nos. 47—52.
(৪) Ibid, p. 15, Nos. 53—58.
(৫) Ibid, p. 16.
(৬) Ibid, pp. 17—19, Nos. 59—87.
(৭) Ibid, p. xcv.
(৮) Ibid, p. 20, Nos. 88—89.
(৯) Ibid, p. 21, Nos. 90—94.
(১০) Ibid, pp. 22—23, Nos. 95—104.

শাতি এবং গৌতমীপুত্র শ্রীযজ্ঞশাতকর্ণির সীসক-নির্ম্মিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। বাসিষ্ঠীপুত্র শিবশ্রীশাতকর্ণির মুদ্রা এক প্রকার[১]। শ্রীচন্দ্রশাতির একপ্রকার মুদ্রায় বাসিষ্ঠীপুত্র বিশেষণ দেখিতে পাওয়া যায়[২]; কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার মুদ্রায় এই বিশেষণের ব্যবহার নাই[৩]। অন্ধ্রদেশে আবিষ্কৃত গৌতমীপুত্র শ্রীযজ্ঞশাতকর্ণির মুদ্রা সীসক-নির্ম্মিত[৪]; কিন্তু তাঁহার মধ্য-প্রদেশে চান্দাজেলায় আবিষ্কৃত মুদ্রা পোটিন-নির্ম্মিত[৫]। চান্দায় ও অন্ধ্রদেশে শ্রীকৃষ্ণশাতকর্ণি নামক জনৈক রাজার পোটিন-নির্ম্মিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে একদিকে হস্তিমূর্ত্তি আছে ও ব্রাহ্মী-অক্ষরে "সিরি কহ্নসাত কণিস" লিখিত আছে। দ্বিতীয়দিকে অন্যান্য অন্ধ্রমুদ্রার ন্যায় উজ্জয়িনীনগরের চিহ্ন আছে[৬]।

দাক্ষিণাত্যে বীরবোধি অথবা বীরবোধিদত্ত [৭], শিববোধি [৮], চন্দ্রবোধি এবং শ্রীবোধিনামক[৯] রাজচতুষ্টয়ের সীসক মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ইঁহাদের পরিচয় অথবা কাল অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই। কুমারিকা অন্তরীপের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে প্রাচীন অঙ্ক চিহ্নযুক্ত মুদ্রার অনুকরণে একপ্রকার চতুষ্কোণ মুদ্রা মুদ্রিত হইত। মুদ্রাতত্ত্ববিদ্গণ এই জাতীয় মুদ্রাগুলিকে প্রাচীন পাণ্ডারাজগণের মুদ্রা বলিয়া অনুমান

---

(১) Ibid, p. 29, Nos. 115—16.
(২) Ibid, pp. 30—31, Nos. 117—24.
(৩) Ibid, pp. 32...33, Nos. 125—31.
(৪) Ibid, pp. 34—41, Nos. 132—64.
(৫) Ibid, p. 42, Nos. 165—70.
(৬) Ibid, p. 48, No. 180.
(৭) Ibid, pp. 207—08, Nos. 983—87.
(৮) Ibid, p. 209, Nos. 988—92.
(৯) চন্দ্রবোধি—Ibid, p. 210, Nos. 993—97; শ্রীবোধি—No. 998.

করেন[১]। এই সকল মুদ্রা সম্ভবতঃ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ হইতে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। পাণ্ড্যরাজগণের লাঞ্ছন যুগল-মৎস্য মূর্ত্তিযুক্ত একপ্রকার সুবর্ণ মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, এই জাতীয় মুদ্রা খৃষ্টীয় সপ্তম হইতে দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল[২]। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে পাণ্ড্যদেশ চোলরাজগণ কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিল, সেইজন্য এই সময়ের তাম্র মুদ্রায় পাণ্ড্যরাজ-গণের লাঞ্ছন যুগল-মৎস্যমূর্ত্তির সহিত চোলরাজগণের লাঞ্ছন ব্যাঘ্রমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়[৩]।

বর্ত্তমান মহীশূরের পশ্চিমাংশ পূর্ব্বকালে কোঙ্গুদেশ নামে পরিচিত ছিল। মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করিয়া থাকেন যে, ধনুর্যুক্ত দক্ষিণাপথের সুবর্ণ এবং তাম্র মুদ্রা এই প্রদেশের মুদ্রা[৪]। হস্তিমূর্ত্তিযুক্ত গজপতি পাগোডা নামে পরিচিত আর এক প্রকার সুবর্ণমুদ্রা এই দেশের মুদ্রা বলিয়া পরিচিত[৫]। কাশ্মীররাজ হর্ষদেব এই জাতীয় মুদ্রার অনুকরণে মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন[৬]। চন্দ্রগিরি ও কুমারিকা অন্তরীপের মধ্যস্থ ভূভাগ প্রাচীনকালে কেরল নামে পরিচিত ছিল। প্রাচীনকালে কেরল-রাজগণের নামযুক্ত সুবর্ণমুদ্রা প্রচলিত ছিল। এই জাতীয় একটিমাত্র

---

(১) Indian Coins, p. 35

(২) Ibid, p. 36.

(৩) Ibid.

(৪) Ibid.

(৫) V. A. Smith, Catalogue of Coins in the Indian museum, Vol I, p. 318. No. 1.

(৬) দাক্ষিণাত্যাভবদ্‌ভঙ্গিঃ প্রিয়া তস্য বিলাসিনঃ।
কর্ণাটানুগুণষ্টঙ্কস্ততস্তেন প্রবর্তিতঃ॥
রাজতরঙ্গিণী—সপ্তমতরঙ্গ ৯২৬।

মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। ইহাতে দ্বিতীয় দিকে নাগরী অক্ষরে "শ্রীবীরকেরলস্য" লিখিত আছে ১।

চোলরাজগণের দুই প্রকারের সুবর্ণ মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। প্রথম প্রকারের মুদ্রা খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল। ইহাতে চোলরাজগণের লাঞ্ছন ব্যাঘ্রের সহিত চেররাজগণের লাঞ্ছন ধনু এবং পাণ্ড্যরাজগণের লাঞ্ছন মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায় ২। ইহা হইতে মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করিয়া থাকেন যে, সে সময়ে পাণ্ড্য ও চেররাজগণ চোলরাজের অধীনতা স্বীকার করিতেন। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে চোলরাজগণ প্রায় সমস্ত দক্ষিণাপথ অধিকার করিয়াছিলেন এবং আণ্ডামান দ্বীপপুঞ্জ ও সিংহল বিজয় করিয়াছিলেন। ১১২২ খৃষ্টাব্দের পরে চোলবংশীয় প্রথম রাজরাজদেব এক নূতন প্রকারের মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছিলেন। ইহাতে একদিকে দণ্ডায়মান রাজমূর্ত্তি ও অপর দিকে উপবিষ্ট রাজমূর্ত্তি আছে ৩। ১১৭০ খৃষ্টাব্দে চোলবংশীয় প্রথম কুলোত্তুঙ্গ অতি লঘু সুবর্ণে একপ্রকার মুদ্রা মুদ্রাঙ্কিত করাইয়াছিলেন ৪। চোল-বিজয়ের পরে সিংহলের রাজগণ চোলমুদ্রার অনুকরণে এক প্রকার মুদ্রা মুদ্রাঙ্কিত করাইয়াছিলেন। ইহাতে একদিকে দণ্ডায়মান রাজমূর্ত্তি ও অপর দিকে লক্ষ্মীমূর্ত্তি আছে ৫। এই জাতীয় মুদ্রা ১১৫৩ হইতে ১২৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। পরাক্রমবাহু, বিজয়বাহু, লীলাবতী,

---

(১) Indian Coins, p. 36.

(২) Elliott, South Indian Coins, p. 152, G, No. 151, pl. IV.

(৩) Indian Coins, p. 36.

(৪) Indian Antiquary, 1896, p. 321, pl. II, 26—27

(৫) Indian Coins, p. 37.

সাহসমল্ল, নিঃশঙ্কমল্ল, ধর্ম্মাশোক এবং ভুবনৈকবাহুর তাম্র মুদ্রা এই জাতীয় [১]।

পল্লবগণ চোড়মণ্ডলের নিকটবর্ত্তী ভূভাগে বাস করিতেন। তাঁহাদিগের প্রাচীন মুদ্রা অন্ধ্ররাজগণের মুদ্রার অনুরূপ। ইহাতে একদিকে বৃষ ও অপর দিকে বৃক্ষ, অর্ণবপোত, তারকা, কর্ক্কট অথবা মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায় [২]। পল্লবদিগের মুদ্রায় অর্ণবপোত দেখিয়া মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, তৎকালে পল্লবগণ বাণিজ্যার্থ বিদেশে গমন করিতেন। পল্লবগণের পরবর্ত্তীকালের মুদ্রা সুবর্ণ এবং রজত উভয় ধাতুতেই মুদ্রাঙ্কিত হইত। ইহাতে পল্লবরাজগণের লাঞ্ছন সিংহমূর্ত্তি ও সংস্কৃত অথবা কানাড়া ভাষার লিপি দেখিতে পাওয়া যায় [৩]।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পরে চালুক্যবংশীয় রাজগণের অধিকার দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বদিকের চালুক্যরাজগণ কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে রাজত্ব করিতেন এবং পশ্চিমদিকের চালুক্যরাজগণ দক্ষিণাপথের পশ্চিমাংশ অধিকার করিয়াছিলেন। উভয় শাখার রাজগণের মুদ্রায় চালুক্যবংশের লাঞ্ছন বরাহমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় [৪]। পশ্চিম দিকের চালুক্যরাজগণের মুদ্রা গুরুভার, সুবর্ণ নির্ম্মিত এবং সম্ভবতঃ গোয়ার কাদম্ববংশীয় রাজগণের পদ্মটঙ্কা নামক সুবর্ণ মুদ্রার অনুকরণ। কলিকাতার চিত্রশালায় জগদেকমল্ল অর্থাৎ দ্বিতীয় জয়সিংহের সুবর্ণমুদ্রা রক্ষিত আছে [৫]। পূর্ব্বদিকে অর্থাৎ বেঙ্গীর চালুক্যরাজগণের সুবর্ণ রজত এবং তাম্র এই তিন প্রকারের

---

(১) I. M. C. Vol. I, pp. 327—30.

(২) Indian Coins, p. 37.

(৩) Ibid.

(৪) Ibid.

(৫) I. M. C. Vol. I, p. 313, Nos. 1—9

মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে ১। বিষমসিদ্ধি অর্থাৎ কুব্জবিষ্ণুবর্দ্ধনের রজত মুদ্রা কলিকাতার চিত্রশালায় রক্ষিত আছে ২। বিশাখপত্তন জেলায় য়েল্লমঞ্চিলি নামক স্থানে বিষ্ণুবর্দ্ধনের কতকগুলি তাম্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল ৩। এই বংশের চালুক্যচন্দ্র বা শক্তিবর্ম্মার কতকগুলি সুবর্ণ মুদ্রা আরাকানের উপকূলে চেহ্‌বা দ্বীপে আবিষ্কৃত হইয়াছে ৪। এই মুদ্রাগুলি অতি সূক্ষ্ম সুবর্ণ পত্রে মুদ্রিত এবং ইহাতে রাজ্যাঙ্ক লিখিত থাকে।

গোয়ার কাদম্ববংশীয় রাজগণের সুবর্ণমুদ্রায় মধ্যস্থলে একটি পদ্ম দেখিতে পাওয়া যায়, এই জন্য এই জাতীয় সুবর্ণমুদ্রা পদ্মটঙ্কা নামে অভিহিত ৫। ইলিয়ট (Elliott) এই সমস্ত মুদ্রা খৃষ্টীয় পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীর মুদ্রা বলিয়া অনুমান করেন ৬। কিন্তু মুদ্রাতত্ত্ববিদ্ রেপসন বলেন যে, এই সকল মুদ্রার লিপিতে ব্যবহৃত অক্ষর বহু পরবর্ত্তী কালের অক্ষর ৭। কল্যাণপুরের কলচুরি অথবা চেদিবংশের একজন মাত্র রাজার মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে একদিকে বরাহ অবতারের মূর্ত্তি ও অপরদিকে নাগরী অক্ষরে মুরারি লিখিত আছে ৮। মুরারি সম্ভবতঃ এই বংশের দ্বিতীয় রাজা সোমেশ্বরদেবের অপর নাম ৯।

---

(১) Indian Coins, p. 37 ; I. M. C. Vol., I, p. 312.

(২) Ibid, pp. 312—13. Nos. 1—5.

(৩) Indian, Antiquary, 1896 p. 322, pl. II. 34.

(৪) Ibid, 1890. p. 79 ; Proceedings o the Asiatic Society of Bengal, 1872, p. 3.

(৫) Indian Coins, p. 38, I. M. C., Vol. I, pp. 317—18, Nos. 1—6.

(৬) Elliott's South Indian Coins, p. 66.

(৭) Indian Coins, p. 38.

(৮) Elliott's South Indian Coins, p. 152, D ; pl. III, 87.

(৯) Ibid, p. 78.

দেবগিরির যাদববংশীয় রাজগণের সুবর্ণ, রজত এবং তাম্র তিন প্রকারের মুদ্রাই আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুবর্ণমুদ্রায় একদিকে গরুড় মূর্ত্তি ও অপর দিকে কানাড়া অক্ষরে রাজার নাম দেখিতে পাওয়া যায় ১। রজত ও তাম্র মুদ্রা ইহার অনুকরণে মুদ্রাঙ্কিত হইত। মহীশূরে দ্বারসমুদ্র নামক স্থানে যাদববংশীয় রাজগণের সুবর্ণ ও তাম্র নির্ম্মিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুবর্ণমুদ্রায় একদিকে সিংহ মূর্ত্তি ও অপর দিকে কানাড়া ভাষায় লিপি আছে ২। তাম্র মুদ্রায় একদিকে হস্তিমূর্ত্তি ও অপর দিকে কানাড়া ভাষায় লিপি আছে ৩। দ্বারসমুদ্রের যাদবংশীয় রাজগণের মুদ্রার লিপিতে রাজার নামের পরিবর্ত্তে উপাধি দেখিতে পাওয়া যায় যথা,—"শ্রীতল কাড়ুগোণ্ড" ৪ অর্থাৎ তলকাড়ু বিজয়ী, ইহা বিষ্ণুবর্দ্ধনের উপাধি। "শ্রীনোণংববাডিগোণ্ডন্" ৫ অর্থাৎ নোণংববাডিবিজয়ী। বরংগলের কাকতীয় বংশীয় রাজগণের সুবর্ণ ও তাম্রমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে একদিকে বৃষের মূর্ত্তি ও অপর দিকে কানাড়া অথবা তেলুগু ভাষায় লিপি আছে ৬। এই সকল লিপি অদ্যাবধি পঠিত হয় নাই।

উত্তরাপথ মুসলমানগণ কর্ত্তৃক বিজিত হইলে দক্ষিণাপথে বিজয়নগরে একটি নূতন সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। বিজয়নগরের রাজগণ ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন এবং ১৬শ শতাব্দী পর্য্যন্ত দক্ষিণাপথে প্রাচীন আকারের সুবর্ণমুদ্রার প্রচলন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। দক্ষিণাপথের উত্তরাংশ মুসলমানগণ কর্ত্তৃক বিজিত হইবার পরে ঐ অংশে

---

(১) Ibid, p. 152 D, Nos. 87—89½.
(২) Ibid, No. 90—91.
(৩) Ibid, No. 92.
(৪) Ibid, No. 90.
(৫) Ibid, No. 91
(৬) Ibid, Nos. 93—95

বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রার প্রচলন আরম্ভ হইলেও দক্ষিণাংশে প্রাচীন আকারের মুদ্রাই প্রচলিত ছিল[১]। বিজয়নগরের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম রাজবংশের মুদ্রায় একদিকে রাজার নাম ও অপর দিকে বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর মূর্ত্তি আছে[২]। দ্বিতীয়[৩] ও[৪] তৃতীয় রাজবংশের মুদ্রায় দ্বিতীয় দিকে কেবল বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

---

(১) Indian Coins, p. 38.

(২) I. M. C., Vol. I, p. 323,

(৩) Ibid, pp. 313—25,

(৪) Ibid, p. 325.

দশম পরিচ্ছেদ।

সাসানীয় মুদ্রার অনুকরণ।

যে বর্ব্বর জাতি প্রাচীন গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংস-সাধন করিয়াছিল, তাহারা "হূণ" ও প্রাতীচ্যে "হণ" নামে পরিচিত। সংস্কৃত সাহিত্যে ইহারা "শ্বেত", "সিত" বা "হারহূণ" নামে উল্লিখিত হইয়াছে। বরাহ-মিহিরের বৃহৎ-সংহিতায় পহ্লবগণের সহিত শ্বেত হূণগণের উল্লেখ আছে [১]। যাহারা স্কন্দগুপ্তের রাজ্যকালে গুপ্তসাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিল, তাহারা মধ্য-এসিয়ার মরুবাসী এই শ্বেত হূণগণের শাখা মাত্র। শ্বেত হূণগণ অনুমাণ ৪২০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৫৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বারংবার পারস্যের সাসানীয় রাজগণের অধিকার আক্রমণ করিয়াছিল [২]। ৫৫৬ খৃষ্টাব্দে তুরুষ্কগণ হূণগণের ক্ষমতা খর্ব্ব করিলে পারস্য রাজগণ হূণ আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন [৩]। সাসানীয় বংশের পারস্য-রাজ দ্বিতীয় য়েজদেগের্দ ৪৩৮ হইতে ৪৫৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এবং ফিরুজ ৪৫৭ হইতে ৪৮৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বারবার হূণগণ কর্ত্তৃক পরাজিত

---

(১) গিরিদুর্গপহ্লব-
শ্বেতহূণচোলাবগাণমরুচীনাঃ।
প্রত্যন্তধনিমহেচ্ছ-
ব্যবসায়পরাক্রমোপেতাঃ ॥
বৃহৎ-সংহিতা, ১৬।৩৮, Kern's Edition, p. 106.

(২) Indian Coins, p. 28,

(৩) Ibid,

হইয়াছিলেন। এই সময়ে ভারতের সীমান্তবর্ত্তী সাসানীয় সাম্রাজ্যের প্রদেশসমূহ হূণগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল ১। যে হূণরাজ ভারতে হূণরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, চীনদেশীয় ইতিহাসকারগণের মতানুসারে তাঁহার নাম লে-লিহ্ ২। মুদ্রাতত্ত্ববিদ্গণের মতানুসারে এই লে-লিহ্ ও কাশ্মীররাজ লখন উদয়াদিত্য একই ব্যক্তি ৩। লখন উদয়াদিত্যের কয়েকটি রজত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে ৪। হূণগণ প্রথমে গান্ধারে কিদারকুষণবংশীয় রাজগণকে পরাজিত করিয়া পরে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। গুপ্ত, কুষণ এবং সাসানীয় এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বংশের সংস্পর্শে আসিয়া তাহারা তিন প্রকার রাজবংশের মুদ্রারই অনুকরণ করিয়াছিল। হূণগণ সর্ব্বপ্রথমে পারস্যের সাসানীয় বংশের সংস্পর্শে আসিয়াছিল, তাহারা ভারতের সীমান্তস্থিত সাসানীয় সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলি অধিকার-কালে লুণ্ঠনে যে সাসানীয় মুদ্রা পাইয়াছিল তাহাই কিছুকাল বিনা পরিবর্ত্তনে মুদ্রারূপে ব্যবহার করিয়াছিল ৫। হূণজাতির অধিকারসমূহে সাসানীয় মুদ্রা এত অধিক প্রচলিত হইয়াছিল যে, পরবর্ত্তীকালে মুদ্রাঙ্কন আবশ্যক হইলে সর্ব্বত্র সাসানীয় মুদ্রার অনুকরণে নূতন মুদ্রাঙ্কন আরব্ধ হইয়াছিল ৬। এইরূপে ভারতবর্ষে সাসানীয় মুদ্রার অনুকরণ আরম্ভ হইয়াছিল। এই সকল মুদ্রায় এক দিকে

(১) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, 1904, pt. I, p. 368.

(২) Indian Coins, p. 28,

(৩) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, 1904, pt. I, p. 369.

(৪) Numismatic Chronicle, 1894, p, 279,

(৫) Indian Coins, p. 5,

(৬) Ibid, p. 29.

সাসানীয় শিরোভূষণ অথবা শিরস্ত্রাণ-পরিহিত রাজার মস্তক এবং অপর দিকে পারস্যদেশীয় অগ্নিদেবতার বেদী বা কুণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতে হূণরাজগণের মুদ্রাই সাসানীয় মুদ্রার অনুকরণে নির্ম্মিত সর্ব্ব-প্রাচীন মুদ্রা। পরবর্ত্তীকালে, খৃষ্টীয় সপ্তম অথবা অষ্টম শতাব্দীতে, পঞ্জাবের পশ্চিমাংশ একটি নূতন সাসানীয় রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল; এই রাজ্যের রাজগণের মুদ্রা সাসানীয় মুদ্রা, কিন্তু ইহা হূণরাজগণের মুদ্রা-সমূহ অপেক্ষা নবীন।

হূণরাজগণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মুদ্রা সাসানীয় রজত মুদ্রার ন্যায় সূক্ষ্ম, ইহাতে সিজিস্তানের কুষণরাজগণের সুবর্ণ মুদ্রার ন্যায় গ্রীক্-লিপি আছে ১। পরবর্ত্তীকালে গ্রীক্-লিপির পরিবর্ত্তে নাগরী-লিপি ব্যবহৃত হইত ২। এই সকল মুদ্রায় দ্বিতীয় দিকে অগ্নিদেবতার বেদীর উপরে হূণরাজের মস্তক মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল। মাড়োয়াড়ে এক-শ্রেণীর রজত মুদ্রা অবিষ্কৃত হইয়া থাকে। ইহা সাসানীয় বংশীয় পারস্যরাজ ফিরুজের মুদ্রার অনুকরণ ৩। ফিরুজ ৪৮৮ খৃষ্টাব্দে হূণ যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। হর্ণলি ৪, রেপসন ৫, স্মিথ্ ৬ প্রভৃতি বিখ্যাত প্রত্ন-তত্ত্ববিদ্‌গণের মতানুসারে এই সকল মুদ্রা হূণরাজ তোরমান কর্ত্তৃক মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল। ফিরুজের মুদ্রার অনুকরণে রজতমুদ্রা পরবর্ত্তী শতাব্দী চতুষ্টয়ে গুজরাট, রাজপুতানা এবং অন্তর্ব্বেদীর রাজগণ

---

(১) Numismatic Chronicle, 1894, pp. 276—77.

(২) Indian Coins, p. 29.

(৩) V. A. Smith, Catalogue of Coins in the British Museum, p. 233.

(৪) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1889, p. 228.

(৫) Indian Coins, p. 29.

(৬) I. M. C., Vol. I, p. 237.

কর্ত্তৃক অনুকৃত হইয়াছিল ১। মালবে হূণরাজ তোরমাণের বহু রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা মালবরাজ বুধগুপ্তের রজত মুদ্রার অনুকরণে নির্ম্মিত এবং এই সকল মুদ্রায় ৫২ অব্দ তারিখ পাওয়া যায় ২। এই অব্দ তোরমাণের রাজ্যাঙ্ক অথবা কোন অব্দের বর্ষ কি না তাহা অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই। তোরমাণের এক প্রকার তাম্রমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে একদিকে সাসানীয় রাজগণের মস্তকের অনুকরণ আছে ও তাহার সম্মুখে ব্রাহ্মী-অক্ষরে "ত্র" লিখিত আছে। দ্বিতীয় দিকে উর্দ্ধাংশে সূর্য্যের চিহ্ন আছে এবং তন্নিম্নে ব্রাহ্মী-অক্ষরে "তোর" লিখিত আছে ৩। তোরমানের পুত্র মিহির-কুলের রজত মুদ্রা সম্পূর্ণভাবে সাসানীয় মুদ্রার অনুকরণ ৪। মিহিরকুলের দুই প্রকার তাম্রমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে রাজার মস্তক এবং তাঁহার মুখের পার্শ্বে "শ্রীমিহিরকুল" বা "শ্রীমিহিরগুল" লিখিত আছে। দ্বিতীয় দিকে উর্দ্ধাংশে দণ্ডায়মান বৃষের মূর্ত্তি আছে এবং তন্নিম্নে "জয়তু বৃষ" লিখিত আছে ৫। দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় একদিকে দণ্ডায়মান রাজমূর্ত্তি ও তাহার পার্শ্বে একদিকে "ষাহি মিহিরগুল" ও অপরদিকে সিংহাসনে দেবীমূর্ত্তি আছে ৬। মিহিরকুলের এক প্রকার মুদ্রা তোরমাণের মুদ্রার উপরে মুদ্রিত ৭। পঞ্জাবে লবণ পর্ব্বতের নিকটে একখানি শিলালিপি

(১) Indian Coins, p. 29.

(২) Journal of the Royal Asiatic Society, 1889, p. 136; Cunningham's Coins, of Medieval India, p. 20.

(৩) I. M. C., Vol. I, pp. 235—236, Nos. 1—6.

(৪) Indian Coins, p. 29.

(৫) I. M. C., Vol. I, p. 236, Nos. 1—9.

(৬) Ibid, p. 237, No. 10.

(৭) Indian Coins, p. 30.

আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, রাজাধিরাজ মহারাজ তোরমাণের রাজ্যকালে রোট্টজয়বৃদ্ধির পুত্র রোটসিদ্ধবৃদ্ধি একটি বিহার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন ১। মধ্য-প্রদেশে সাগর জেলায় ঈরাণ নামক গ্রামে একটি বরাহমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বরাহের বক্ষঃস্থলে তোরমাণের রাজ্য-কালের আর একখানি লিপি উৎকীর্ণ আছে। এই লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তোরমাণের রাজ্যের প্রথম বর্ষে মহারাজ মাতৃবিষ্ণুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধন্যবিষ্ণু বরাহের জন্য একটি মন্দির করাইয়াছিলেন ২। এই শিলালিপি হইতে তোরমাণের কাল নির্ণয় হইয়াছে। ১৬৫ গৌপ্তাব্দে বুধগুপ্তের রাজ্যকালে উৎকীর্ণ শিলা-লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তৎকালে মাতৃবিষ্ণু জীবিত ছিলেন ৩। কিন্তু বরাহমূর্ত্তির লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তোরমাণের রাজ্যের প্রথম বৎসরের পূর্ব্বেই মাতৃবিষ্ণুর মৃত্যু হইয়াছিল। অতএব তোরমাণের প্রথম রাজ্যাঙ্ক ১৬৫ গৌপ্তাব্দের (৪৮৪ খৃষ্টাব্দের) পরবর্ত্তী। গোয়ালিয়র দুর্গ মধ্যে মিহিরকুলের একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহা মিহিরকুলের রাজ্যের পঞ্চদশবর্ষে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এই শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, উক্ত বর্ষে মাতৃচেট নামক জনৈক ব্যক্তি একটি সূর্য্য-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহা হইতে আরও অবগত হওয়া যায় যে, মিহিরকুল তোরমাণের পুত্র ৪। সাসানীয় রাজগণের মুদ্রার অনুকরণে মুদ্রিত কতকগুলি তাম্র ও রজত মুদ্রায়

---

(১) Epigraphia Indica, Vol. I, pp. 239—40.

(২) Fleet's Gupta Inscriptions, pp. 159—60.

(৩) Ibid, p. 89.

(৪) Ibid, pp. 92—93.

হিরণ্যকুল[১] জর[২] বা জরি[৩] ভারণ বা জারণ[৪], ত্রিলোক[৫], পূর্ব্বাদিত্য[৬], নরেন্দ্র[৭] প্রভৃতি রাজগণের নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু এই সকল রাজগণের পরিচয় বা কাল অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই। ইঁহাদিগের মধ্যে দুই একজনকে কাশ্মীরের রাজা বলিয়া বোধ হয়। কাশ্মীরে মুদ্রিত তোরমাণ ও মিহিরকুলের মুদ্রা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিবৃত হইবে।

সাসানীয়বংশীয় পারস্যরাজ ফিরুজের মুদ্রার অনুকরণে ভারতে যে সমস্ত মুদ্রা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল, মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহা দুইভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। প্রথম বিভাগ উত্তর-পশ্চিমের মুদ্রা[৮]; ইহা ফিরুজের মুদ্রার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অনুকরণ। এই বিভাগে দুইটি উপবিভাগ আছে। প্রথম উপবিভাগের মুদ্রা উৎকৃষ্ট[৯] এবং দ্বিতীয় উপবিভাগের মুদ্রা নিকৃষ্ট[১০]; কিন্তু কোন উপবিভাগের মুদ্রাতেই লিপি নাই। দ্বিতীয় বিভাগের মুদ্রা পূর্ব্বদেশের অথবা মগধের মুদ্রা। ইহাতে একদিকে রাজার নাম ও অপরদিকে পারস্যদেশীয় অগ্নিদেবতার বেদীর অনুকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। পালবংশীয় প্রথম বিগ্রহপালদেবের মুদ্রা এই

(১) Numismatic Chronicle, 1894, p. 282, Nos. 9—10.
(২) Ibid, No. 11.
(৩) Ibid, No. 12.
(৪) Ibid, p. 284.
(৫) Ibid, No. 6.
(৬) Ibid, p. 285.
(৭) Ibid, p. 286.
(৮) I. M. C., Vol. I, p. 237.
(৯) Ibid, pp. 237—38, Nos. 1—14.
(১০) Ibib, pp. 238—39, Nos. 15—30.

জাতীয় ১, ইহাতে প্রথমদিকে “শ্রীবিগ্রহ” লিখিত আছে। কিছুকাল পূর্ব্বে মালবে শ্রীদাম নামক জনৈক রাজার নামাঙ্কিত এই জাতীয় মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে ২। গুর্জ্জর প্রতীহারবংশীয় প্রথম ভোজদেবের রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা এই জাতীয় ৩। ইহাতে প্রথম দিকে ভোজদেবের উপাধি “শ্রীমদাদিবরাহ” লিখিত আছে এবং তাহার নিম্নে অগ্নিদেবতার বেদীর অস্পষ্ট অনুকরণ আছে। দ্বিতীয় দিকে বরাহ-অবতারের মূর্ত্তি আছে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মুদ্রার অনুকরণে গঢ়ইয়া বা গঢিয়া নামক রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত মুদ্রাঙ্কিত হইয়া আসিতেছে। এই জাতীয় মুদ্রায় চারিটি বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক বিভাগের মুদ্রায় একদিকে সাসানীয় রাজমূর্ত্তির অনুকরণ ও অপর দিকে অগ্নিদেবতার বেদীর অনুকরণ আছে। প্রথম বিভাগের মুদ্রা সাসানীয় রজত মুদ্রার ন্যায় ক্ষীণবেধ ও দীর্ঘাকার ৪। দ্বিতীয় বিভাগের মুদ্রা অপেক্ষাকৃত স্থূলতর ৫। তৃতীয় বিভাগের মুদ্রা স্থূলাকার এবং অতি ক্ষুদ্র ৬। চতুর্থ বিভাগের মুদ্রা অতি কদাকার এবং অত্যন্ত আধুনিক ৭। ইহাতে নাগরী-অক্ষরে লিপি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অপর কোন বিভাগের মুদ্রায় লিপির চিহ্ন মাত্রও নাই।

রাওলপিণ্ডির নিকটে মাণিক্যালার বিখ্যাত স্তূপ খননকালে

---

(১) Ibid, pp. 239—40, Nos. 1—13.

(২) শ্রীদামের মুদ্রার বিবরণ ১৯১২—১৩ সালের প্রত্ন-তত্ত্ব-বিভাগের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে প্রকাশিত হইবে।

(৩) I. M. C., Vol. I, pp. 241—42, Nos. 1—10.

(৪) Ibid, p. 240, Nos. 1—8.

(৫) Ibid, Nos. 9—12.

(৬) Ibid, pp. 240—41, Nos. 13—23.

(৭) Ibid, p. 241, No. 24.

সাসানীয় মুদ্রার অনুকরণে নির্ম্মিত দুইটি রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল [১]। এই রজত মুদ্রাদ্বয়ের বিশেষত্ব এই যে, ইহার প্রথমদিকে ব্রাহ্মী-অক্ষরে ও দ্বিতীয় দিকে পহ্লবী-অক্ষরে লিপি আছে। প্রথম দিকে ব্রাহ্মী-অক্ষরে "শ্রীহিতিবি ঐরণচ পরমেশ্বর শ্রীবাহিতিগীন্ দেবনারিত" লিখিত আছে [২]। এই লিপির প্রথমাংশের অর্থ অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই এবং ইহার পাঠ সম্বন্ধেও মতদ্বৈধ আছে। সম্ভবতঃ ইহা পঞ্জাবের কোন বিদেশীয় রাজা কর্ত্তৃক মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল। তিগীন উপাধি দেখিয়া বোধ হয় যে, এই রাজা তুরুষ্কজাতীয় ছিলেন, কারণ তিগীন তুরুষ্ক ভাষার শব্দ। দ্বিতীয়দিকে বামপার্শ্বে পহ্লবী-অক্ষরে "সফ্‌তনসফ্‌-তফ্‌" লিখিত আছে। দক্ষিণ পার্শ্বে "তর্খান্‌খোরাসান্‌মালকা" লিখিত আছে [৩]। কানিংহাম্ কর্ত্তৃক সংগৃহীত এই জাতীয় আরও কতকগুলি মুদ্রায় একদিকে গ্রীক্ লিপির চিহ্ন আছে এবং অপরদিকে ব্রাহ্মী অক্ষরে "শ্রীবাদেবি-মানশ্রী" লিখিত আছে [৪]। বাসুদেব নামক জনৈক রাজার মুদ্রায় ব্রাহ্মী ও পহ্লবী উভয় প্রকার অক্ষরের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে প্রথম দিকে "সফ্‌বর্বু‌তফ্‌ লিখিত আছে। কানিংহাম অনুমান করেন যে এই পহ্লবী লিপির অর্থ শ্রীবাসুদেব। এই জাতীয় মুদ্রার দ্বিতীয়দিকে ব্রাহ্মী-অক্ষরে "শ্রীবাসুদেব," এবং পহ্লবী-অক্ষরে "তুকান্ জাউলস্তান সপর্দলখ্‌সান" লিখিত আছে [৫]। এই জাতীয় আর এক প্রকার মুদ্রায় নাপকিমালিক নামক আর একজন রাজার নাম

---

(১) Journal of the Royal Asiatic Society, 1850, p. 344.

(২) I. M. C., Vol. I, p. 234, No. 1; Numismatic Chronicle, 1894, p. 291, No. 9.

(৩) I. M. C., Vol. I, p. 234, No. 1.

(৪) Numismatic Chronicle, 1894, p. 289, No. 5.

(৫) Ibid, p. 292, No. 10.

দেখিতে পাওয়া যায় ১। নাপকির নামাঙ্কিত মুদ্রা ভারতীয় কি পারসিক মুদ্রা তাহা অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই ২। এই জাতীয় মুদ্রায় প্রথমদিকে পহ্লবী-অক্ষরে "নাপকিমালিক" ও দ্বিতীয়দিকে দুই একটি ব্রাহ্মী-অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়।

---

(১) I M. C., Vol. I, p. 235, Nos. 1—5.

(২) Indian Coins, p. 30.

একাদশ পরিচ্ছেদ।

উত্তরাপথের মধ্যযুগের মুদ্রা।

(ক) পশ্চিম সীমান্ত।

গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংসের পরে উত্তরাপথের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশসমূহ কিছুকাল হর্ষবর্দ্ধনের অধীনে একত্র হইয়াছিল। কিন্তু হর্ষের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাহা পুনরায় বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড-রাজ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে গৌড়রাজ ধর্ম্মপাল ও দেবপাল উত্তরাপথে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে মরুবাসী গুর্জ্জরজাতির অধিপতি প্রথম ভোজদেব কান্যকুব্জ অধিকার করিয়া একটি নূতন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদ পর্য্যন্ত এই সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ গুর্জ্জর প্রতীহারবংশীয়রাজগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইত। এই বংশের প্রথম সম্রাট্ প্রথম ভোজদেবের মুদ্রা পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে [১]। ভোজদেবের পুত্র মহেন্দ্রপালদেবের কোন মুদ্রা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। মহেন্দ্রপালের দ্বিতীয় পুত্র মহীপালের কতকগুলি সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে এইগুলি তোমর

(১) দশম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ১৯৩।

বংশীয় মহীপালের মুদ্রা বলিয়া বিবেচিত হইত। তোমর বংশের কোন বিশ্বাসযোগ্য বংশলতিকা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই এবং উক্ত বংশে মহীপাল নামক কোন রাজার অস্তিত্বের কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। এই জন্য রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর অনুমান করেন যে, মহীপাল নামযুক্ত সুবর্ণ মুদ্রাগুলি মহেন্দ্রপালের দ্বিতীয় পুত্র মহীপালদেবের মুদ্রা [১]। গুর্জ্জর প্রতীহার-বংশের অপর কোন রাজার মুদ্রা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

কুজুলকদফিস, বিমকদফিস, ও কণিষ্ক প্রভৃতি কুষণবংশীয় সম্রাট্-গণ প্রাচ্যজগতে যে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা ধ্বংস হইলে কণিষ্কের বংশধরগণ আফ্গানিস্তানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশধরগণ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত আফ্গানিস্তানের পার্ব্বত্যপ্রদেশসমূহে আধিপত্য করিতেন [২]। সপ্তম শতাব্দীতে পরিব্রাজক ইউয়ান্-চোয়াং এবং দশম শতাব্দীতে মুসলমান পণ্ডিত আবু-রইহান্-অলবিরুনী আফ্গানিস্তানের রাজগণকে কণিষ্কের বংশধর বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন [৩]। অলবিরুনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, এই রাজবংশের একজন মন্ত্রী রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন [৪]। কাবুল প্রথমে এই রাজবংশের রাজধানী ছিল। মুসলমানগণ য়াকুব-লাইসের নেতৃত্বে ২৫৭ হিজিরিতে (৮৭০।৭১ খৃষ্টাব্দে) কাবুল অধিকার করিয়াছিল [৫]। ইহার পরে উদভাণ্ডপুর (বর্ত্তমান নাম হুণ্ড বা উণ্ড) এই রাজবংশের রাজধানী হইয়াছিল।

---

(১) ঢাকা রিভিউ, ১৯১৩, পৃঃ ১৩৬।
(২) Indian Coins, p. 32.
(৩) Saghau's Albiruni, Vol. II, p. 13.
(৪) Ibid,
(৫) I. M. C., Vol. I, p. 245.

কহ্লনমিশ্রের রাজতরঙ্গিণীতে উদভাণ্ডপুরের শাহি রাজগণের উল্লেখ আছে। কণিষ্কের বংশধরগণ তুরুষ্ক শাহিবংশ নামে প্রসিদ্ধ এবং মন্ত্রীর বংশ হিন্দু-শাহিবংশ নামে পরিচিত। যে মন্ত্রী রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, অলবিরুণীর মতানুসারে তাঁহার নাম কল্লর [১]। রাজতরঙ্গিণীর ইংরাজি অনুবাদক সার অরেল ষ্টাইন অনুমান করেন যে, রাজতরঙ্গিণীতে উল্লিখিত লল্লিয়শাহি এবং কল্লর একই ব্যক্তি [২]। কহ্লন আর একস্থানে লল্লিয়ের পুত্র কমলুকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন [৩]। ইনি অলবিরুণীর গ্রন্থে কমলু নামে পরিচিত [৪]। লল্লিয় এবং কমলুক ব্যতীত কহ্লনমিশ্র ভীমশাহি [৫] এবং ত্রিলোচন পালশাহি [৬] নামক উদভাণ্ডের শাহিবংশের আর দুইজন রাজার নামোল্লেখ করিয়াছেন। ভীমশাহি কাশ্মীররাজ ক্ষেমগুপ্তের পত্নী দিদ্দা দেবীর পিতামহ। ত্রিলোচনপাল শাহি বংশের শেষ রাজা। ইঁহার রাজত্ব-কালে গান্ধারের হিন্দুরাজ্য লোপ হইয়াছিল। ১০১৩ খৃষ্টাব্দে ত্রিলোচনপাল গজনিরাজ মহ্মুদ কর্ত্তৃক তোষি নদীতীরে পরাজিত হইলে [৭] তাঁহার পুত্র ভীমপাল পাঁচ বৎসরকাল স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। ইহার পরে গান্ধারের হিন্দুরাজ বংশের আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। অলবিরুণী গান্ধারের শাহিরাজ্য ধ্বংসের পরে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, "এই হিন্দুশাহীয় রাজবংশ লুপ্ত হইয়াছে

(১) Saghau's Albiruni, Vol. II p. 13.
(২) Stein's Chronicles of the Kings of Kashmir, Vol. II, p. 336.
(৩) রাজতরঙ্গিণী, পঞ্চম তরঙ্গ, ২৩৩ শ্লোক।
(৪) Saghau's Albiruni, Vol. II p. 13.
(৫) রাজতরঙ্গিণী, ষষ্ঠ তরঙ্গ, ১৭৮ শ্লোক, সপ্তম তরঙ্গ, ১০৮১ শ্লোক।
(৬) ঐ সপ্তম তরঙ্গ, ৪৭—৬৯ শ্লোক।
(৭) I. M. C., Vol. I, p. 245.

এবং এই বংশের কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই। ইঁহারা সমৃদ্ধির সময়েও কখন সৎকার্য্য সম্পাদন ও সত্যানুষ্ঠানে বিরত হন নাই। ইঁহারা মহানুভব ও সুদর্শন ছিলেন [১]। কহ্লনমিশ্র রাজতরঙ্গিণীর সপ্তম তরঙ্গে শাহিরাজ বংশের অধঃপতনের জন্য পাঁচটি শ্লোকে বিলাপ করিয়াছেন—

গতে ত্রিলোচনে দূরমশেষং রিপুমণ্ডলম্।
প্রচণ্ডচণ্ডালচমূশলভচ্ছায়মানশে॥
সংপ্রাপ্তবিজয়োপ্যাসীন্ন হম্মীরঃ সমুচ্ছ্বসন্।
শ্রীত্রিলোচনপালস্য স্মরঞ্ শৌর্য্যমমানুষম্॥
ত্রিলোচনোপি সংশ্রিত্য হাস্তিকং স্বপদাচ্চ্যুতঃ।
সযত্নোভূন্মহোৎসাহঃ প্রত্যাহর্ত্তুং জয়শ্রিয়ম্॥
যথা নামাপি নির্নষ্টং শীঘ্রং শাহিশ্রিয়স্তথা।
ইহ প্রাসঙ্গিকত্বেন বর্ণিতং ন সবিস্তরম্॥
স্বপ্নেপি যদসংভাব্যং যত্র ভগ্না মনোরথাঃ।
হেলয়া তদ্বিদধতো নাসাধ্যং বিদ্যতে বিধেঃ॥ [২]

স্বর্গীয় প্রত্ন-তত্ত্ববিদ্ সার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম্ উদভাণ্ডপুরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিয়া উহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন[৩]। কানিংহামের পূর্ব্বে পঞ্জাব-কেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের সেনাপতি জেনারেল কোর্ট[৪] এবং পরে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে সার অরেল ষ্টাইন[৫] উদভাণ্ডপুরের ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিয়াছিলেন। উদভাণ্ড-পুরে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি কলিকাতার চিত্রশালায় রক্ষিত আছে।

(১) Saghau's Albiruni, Vol. II, p. 13.
(২) রাজতরঙ্গিণী, সপ্তম তরঙ্গ, ৬৩—৬৭ শ্লোক।
(৩) Cunningham's Ancient Geography, p. 52.
(৪) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V, p. 395.
(৫) Chronicles of the Kings of Kashmir, Vol. II, p. 337.

কাবুল অথবা উদভাণ্ডপুরে শাহিয় রাজবংশের পাঁচজনের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল মুদ্রা তিন প্রকারের। প্রথম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে বৃষ ও অপর দিকে অশ্বারোহীর মূর্ত্তি আছে। দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় একদিকে হস্তী ও অপর দিকে সিংহের মূর্ত্তি আছে। তৃতীয় প্রকারের মুদ্রায় একদিকে সিংহ ও অপর দিকে ময়ূরের মূর্ত্তি আছে [১]। শেষোক্ত প্রকারের একটি মাত্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে এবং ইহাতে রাজার নাম "শ্রীকমর" লিখিত আছে [২]। ইহা সম্ভবতঃ কমলু বা কমলুকের মুদ্রা। হস্তী ও সিংহ মূর্ত্তিযুক্ত মুদ্রায় "শ্রীপদম," "শ্রীবক্কদেব" ও "শ্রীসামন্তদেব" নামক তিন জন রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে। এই সকল মুদ্রা তাম্র-নির্ম্মিত। এই বংশের স্পলপতিদেব, [৩] সামন্তদেব, [৪] বক্কদেব, [৫] ভীমদেব [৬] ও খুড়বয়কের [৭] রজত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল মুদ্রায় এক-দিকে বৃষ ও অপর দিকে অশ্বারোহীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। স্পলপতিদেবের মুদ্রায় অঙ্কে তারিখ প্রদত্ত আছে [৮]। শ্রীযুক্ত স্মিথ্ অনুমান করেন যে, এইগুলি শকাব্দের তারিখ [৯]। পূর্ব্বে অশটপাল বা অশতপাল নামক জনৈক রাজা উদভাণ্ডপুরের শাহিরাজবংশজাত

---

(১) I. M. C., Vol. I, p. 243.

(২) Cunningham's Coins of Mediaeval India, p. 62, No. 1.

(৩) I. M. C., Vol. I, pp. 246—47, Nos. 1—11.

(৪) Ibid, pp. 247—48, Nos. 1—14.

(৫) Ibid, pp. 248—49, Nos. 1—5.

(৬) Cunningham's Coins of Mediaeval India, pp. 64—65, Nos. 17—18.

(৭) I. M. C., Vol. I, p. 249, Nos. 1—3.

(৮) Numismatic Chronicle, 1882, p. 128, 291.

(৯) I. M. C., Vol. I, p. 245.

বলিয়া গৃহীত হইতেন [১]। কিন্তু এই নাম প্রথমে প্রকৃতরূপে পঠিত হয় নাই; ইহা সম্ভবতঃ অজয়পাল [২]। উদভাণ্ডপুরের শাহীয় রাজগণের মুদ্রার অনুকরণে পরবর্ত্তীকালে আর্য্যাবর্ত্তের অনেক রাজবংশ মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে দিল্লীর তোমরবংশ প্রধান। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, কোন বিশ্বাসযোগ্য সূত্র হইতে দিল্লীর তোমর বংশের বংশলতা অদ্যাপি সঙ্কলিত হয় নাই। যে সকল রাজা তোমর বংশজাত বলিয়া পরিচিত তাঁহাদিগের কোন শিলালিপি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। জয়পাল, অনঙ্গপাল প্রভৃতি যে সমস্ত রাজগণ মুসলমান ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থে মহ্‌মুদের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে পরিচিত, তাঁহাদিগের মধ্যে কেবল অনঙ্গপালদেবের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল মুদ্রায় একদিকে বৃষ ও অপর দিকে অশ্বারোহী মূর্ত্তি আছে। প্রথম দিকে "শ্রীঅণঙ্গপালদেব" ও দ্বিতীয় দিকে "শ্রীসামন্তদেব" লিখিত আছে [৩]। এই মুদ্রা উদভাণ্ডপুরের শাহিমুদ্রার অনুকরণ। কানিংহাম্, [৪] স্মিথ্ [৫] ও রেপসন্ [৬] প্রমাণ বিচার না করিয়াই যে সমস্ত রাজগণকে তোমরবংশজাত বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সম্ভবতঃ তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই তোমরবংশজ নহেন। তোমর রাজগণের কোন শিলালিপি বা তাম্রশাসন আবিষ্কৃত না হওয়াতেই মুদ্রাতত্ত্বে এরূপ

---

(১) Cunningham's Coins of Mediaeval India, p. 65, Nos. 20—21; I. M. C., Vol. I, p. 249, Nos. 1—2.

(২) Journal of the Royal Asiatic Society, 1908.

(৩) I. M. C., Vol. I, p. 259, Nos. 1—7.

(৪) Indian Coins, p. 31.

(৫) I. M. C., Vol. I, p. 256.

(৬) Indian Coins, p. 31.

প্রমাদ ঘটিয়াছে। কানিংহাম্, স্মিথ্, রেপসন্[১] প্রভৃতি মুদ্রাতত্ত্ববিদ্-গণের মতানুসারে তোমর বংশের সুবর্ণমুদ্রা গাঙ্গেয়দেবের সুবর্ণমুদ্রার অনুরূপ কিন্তু তাঁহাদিগের রজত বা তাম্রমুদ্রা উদভাণ্ডপুরের শাহিরাজ-বংশের মুদ্রার অনুকরণ[২]। ইঁহাদিগের মতানুসারে কুমারপাল ও মহীপালের সুবর্ণমুদ্রা এবং অজয়পালের রজতমুদ্রা তোমর বংশের মুদ্রা। কুমারপাল, মহীপাল ও অজয়পালকে তোমরবংশজ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। প্রথম কারণ, তোমর রাজবংশের বিশ্বাসযোগ্য বংশলতার অভাব; দ্বিতীয় কারণ অপেক্ষাকৃত গুরুতর। মহীপালের সুবর্ণমুদ্রা উত্তরাপথের সর্ব্বত্র এমন কি সৌরাষ্ট্র ও মালবে পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। কুমারপাল ও অজয়পালের মুদ্রা মধ্য-ভারতে ও সৌরাষ্ট্রে অধিক পরিমাণে আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। মহীপালের নামাঙ্কিত এক প্রকার মিশ্রধাতুর মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়া থাকে, ইহা উদভাণ্ডপুরের শাহিরাজ বংশের মুদ্রার অনুকরণ। কিন্তু মহীপালের নামাঙ্কিত সুবর্ণমুদ্রার অক্ষরের আকার মিশ্রধাতু-নির্ম্মিত মুদ্রার অক্ষরের আকার অপেক্ষা প্রাচীন; সুতরাং মহীপাল, কুমারপাল ও অজয়পাল দিল্লীর তোমর বংশের রাজা হওয়া সম্ভব নহে। এই কারণে শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী মহাশয়ের মতানুসারে মহীপালের সুবর্ণমুদ্রা প্রতীহার বংশীয় সম্রাট মহেন্দ্রপালের পুত্র মহীপালদেবের মুদ্রা বলিয়া গ্রহণ করাই সমীচীন[৩]। মিশ্রধাতু-নির্ম্মিত মহীপালের নামযুক্ত মুদ্রা অপর কোন মহীপালের মুদ্রা বলিয়া বোধ হয় না। কুমারপাল ও অজয়পাল গুজরাটের চালুক্য

---

(১) Ibid.

(২) Ibid.

(৩) ঢাকা রিভিউ, ১৯১৫, পৃঃ ১৩৬।

বংশীয় রাজা এবং অজয়পাল কুমারপালের পুত্র [১]। মালবে গোয়ালিয়র রাজ্যে মহারাজাধিরাজ অজয়পালের রাজ্য-কালে ১২২৯ বিক্রমাব্দে (১১৭৩ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে [২]। এই স্থানে কুমারপালের রাজ্যকালে ১২২০ বিক্রমাব্দে (১১৬৪ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ একখানি [৩] এবং মেওয়ার রাজ্যে চিতোরে ১২০৭ বিক্রমাব্দে (১১৫০ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ কুমারপালের রাজ্যকালে আর একখানি শিলা-লিপি [৪] আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মধ্যভারতে ও মালবে যখন কুমারপাল ও অজয়পালের মুদ্রা অধিক পরিমাণে আবিষ্কৃত হইয়া থাকে এবং এই সকল প্রদেশ যখন এককালে চালুক্যবংশীয় কুমারপাল ও অজয়পালের অধিকার-ভুক্ত ছিল, তখন কুমারপালের সুবর্ণমুদ্রা এবং অজয়পালের রজতমুদ্রা চালুক্যবংশীয় যথানামা মুদ্রা হওয়াই সম্ভব। উদভাণ্ডপুরের শাহিরাজ-বংশের মুদ্রার অনুকরণে মিশ্রধাতু-নির্ম্মিত অনঙ্গপালদেবের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। কানিংহাম্, [৫] রেপসন্ [৬] এবং স্মিথ্ [৭] শাহিরাজগণের মুদ্রার অনুকরণে নির্ম্মিত মদনপালের নামাঙ্কিত মিশ্রধাতুর মুদ্রা গাহডবাল বংশীয় চন্দ্রদেবের পুত্র মদনপালের মুদ্রা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। গোবিন্দচন্দ্রের সুবর্ণ বা তাম্রমুদ্রা শাহিরাজগণের মুদ্রার অনুকরণে নির্ম্মিত নহে [৮]; সুতরাং মদনপালের নামাঙ্কিত মিশ্রধাতুর মুদ্রা গাহডবাল

---

(১) Epigraphia Indica, Vol. VIII, App. I, p. 14
(২) Indian Antiquary, Vol. XVII, p. 347.
(৩) Ibid, p. 343.
(৪) Epigraphia Indica, Vol. II, p. 422.
(৫) Cunningham's Coins of Mediaeval India, p. 87, No. 15.
(৬) Indian Coins, p. 31.
(৭) I. M. C., Vol. I, p. 260.
(৮) Ibid, pp. 260—61, Nos. 1—9

বংশীয় মদনপালের মুদ্রা না হইলেও না হইতে পারে। উদভাণ্ডপুরের শাহিরাজগণের মুদ্রার অনুকরণে নির্ম্মিত সল্লক্ষণপাল, [১] মহীপাল [২] ও মদনপালের [৩] মুদ্রা সম্ভবতঃ তোমর রাজবংশের মুদ্রা। তোমর বংশের পরে চাহমান বা চৌহান বংশীয় সোমেশ্বর [৪] এবং তৎপুত্র পৃথ্বীরাজদেব [৫] দিল্লীর অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহারাও শাহি-রাজগণের মুদ্রার অনুকরণে মিশ্রধাতুর মুদ্রা মুদ্রাঙ্কিত করাইয়াছিলেন। সল্লক্ষণপাল, অনঙ্গপাল, মহীপাল, মদনপাল, সোমেশ্বর ও পৃথ্বীরাজের মুদ্রার দ্বিতীয় দিকে "অসাবরী শ্রীসামন্তদেব" অথবা "মাধব শ্রীসামন্তদেব" লিখিত আছে। পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর পরে সুলতান মহম্মদ-বিন-সাম উদ্‌ভাণ্ডপুরের শাহিরাজগণের মুদ্রার অনুকরণে মিশ্রধাতুর মুদ্রা মুদ্রাঙ্কিত করাইয়াছিলেন। ইহাতে একদিকে "শ্রীপৃথ্বীরাজ" ও অপর দিকে "শ্রীমহমদ সমে" লিখিত আছে [৬]।

মুসলমান বিজয়ের পরে দিল্লীর সম্রাট্‌গণ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্য্যন্ত উদভাণ্ডপুরের শাহিরাজগণের মুদ্রার অনুকরণ করাইয়াছিলেন [৭]। আলতামসের পুত্র নাসিরউদ্দিনের [৮] পরে এই জাতীয় মুদ্রা আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

---

(১) I. M. C., Vol. I, p. 259, Nos. 1—2

(২) Ibid, p. 260, Nos. 1—2.

(৩) Cunningham's Coins of Mediaeval India, p. 87, No. 15.

(৪) I. M. C., Vol. I, p. 261, Nos. 1—4.

(৫) Ibid, pp. 261—62, Nos. 1—9.

(৬) Cunningham's Coins of Mediaeval India, p. 86, No. 12.

(৭) H. N. Wright, Catalogue of Coins in the Indian Museum, Vol. II, pt. 1, pp. 17—33.

(৮) Ibid, p. 33.

কাশ্মীরের সর্ব্বপ্রাচীন মুদ্রা হূণরাজগণের মুদ্রা। কাশ্মীরে খিঙ্গিল, তোরমান, মিহিরকুল ও লখন উদয়াদিত্যের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাজতরঙ্গিণী অনুসারে খিঙ্খিল মিহিরকুলের পরবর্ত্তী রাজা [১]। মুদ্রার খিঙ্গিল এবং কহ্লনের খিঙ্খিল অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই অনুমান হয়। মুদ্রাতত্ত্ববিদ্গণের মতানুসারে খিঙ্গিল তোরমান ও মিহিরকুলের পূর্ব্ববর্ত্তী [২]। ইঁহার অপর নাম নরেন্দ্রাদিত্য [৩]। খিঙ্গিলের রজত ও তাম্রমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। রজতমুদ্রায় একদিকে রাজার মস্তক ও "দেব ষাহিখিঙ্গিল" লিখিত আছে [৪]। তাম্রমুদ্রায় একদিকে মুকুট-পরিহিত রাজার মস্তক ও অপর দিকে ঘট আছে, [৫] ঘটের পার্শ্বে "খিঙ্গিল" লিখিত আছে। তোরমানের মুদ্রা তাম্র-নির্ম্মিত এবং ইহা কুষণবংশের মুদ্রার অনুকরণ। ইহাতে প্রথম দিকে রাজার সম্পূর্ণ নাম "শ্রীতুর্য্যমান" বা "শ্রীতোরমান" দেখিতে পাওয়া যায় [৬]। রাজতরঙ্গিণীর মতানুসারে প্রবরসেন মিহিরকুলের পুত্র। প্রবরসেনের সময় হইতে কাশ্মীর রাজগণের মুদ্রায় কুষণ ও গুপ্তবংশীয় রাজগণের সুবর্ণ মুদ্রার ন্যায় একদিকে দণ্ডায়মান রাজ মূর্ত্তি ও অপর দিকে লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় [৭]। প্রবরসেন, [৮] গোকর্ণ, [৯] প্রথম

---

(১) Chronicles of the Kings of Kashmir, Vol. I, p. 80.

(২) Numismatic Chronicle, 1894, p. 279.

(৩) রাজতরঙ্গিণী, প্রথম তরঙ্গ, ৩৪৭ শ্লোক।

(৪) Numismatic Chronicle, 1894, pp. 279-80, No. 11.

(৫) V. A. Smith's Catalogue of Coins in the Indian Museum, Vol. I, p. 267.

(৬) Ibid, pp. 267—68, Nos. 1—8.

(৭) Ibid, pp. 268—73.

(৮) Coins of Mediaeval India, p. 43, Nos. 3—4.

(৯) Ibid, p. 43, No. 6.

প্রতাপাদিত্য,[১] দুর্লভ বা দ্বিতীয় প্রতাপাদিত্য,[২] বিগ্রহরাজ,[৩] যশোবর্ম্মা,[৪] বিনয়াদিত্য বা জয়াপীড়[৫] প্রভৃতি রাজগণের মুদ্রা এই জাতীয়। এই সমস্ত মুদ্রায় লক্ষ্মীমূর্ত্তির পার্শ্বে রাজার নাম লিখিত আছে। উৎপল বংশের মুদ্রায় রাজা বা রাজ্ঞীর নামের অর্দ্ধাংশ প্রথম দিকে ও শেষার্দ্ধ দ্বিতীয় দিকে লিখিত হইত[৬]। প্রথম[৭] ও দ্বিতীয় লোহর[৮] বংশের মুদ্রায় এই নীতি সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় লোহর বংশের জাগদেবের মুদ্রাই বর্ত্তমানকালে আবিষ্কৃত কাশ্মীর রাজ-গণের মুদ্রাসমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নবীন। ১৩৩৯ খৃষ্টাব্দে শাহমীর নামক জনৈক মুসলমান রাজ্ঞী কোটাকে পরাজিত করিয়া কাশ্মীরে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন[৯]। উৎপল বংশের নিম্নলিখিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে :—

(১) শঙ্করবর্ম্মা (৮৮৩—৯০২ খৃষ্টাব্দ)[১০]

(২) গোপালবর্ম্মা (৯০২—৪ ”)[১১]

---

(১) Ibid, p. 44, No. 9.

(২) Ibid, p. 44, No. 10; I. M. C., Vol. I, p. 268, Nos. 1—8.

(৩) Ibid, p. 267, Nos. 1—3; Coins of Mediaeval India, p. 44, No. 8.

(৪) Ibid, No. 11; I. M. C., Vol. I, pp. 268—69, Nos. 1—5.

(৫) Ibid, p. 269. Nos. 1—6; Coins of Mediaeval India, pp. 44—45, Nos. 13—14.

(৬) I. M. C., Vol. I, pp. 269—71.

(৭) Ibid, pp. 171—72.

(৮) Ibid, pp. 272—73.

(৯) Chronicles of the Kings of Kashmir, Vol. I, p. 130.

(১০) I. M. C., Vol. I, pp. 269—70, Nos. 1—4.

(১১) Ibid, p. 270, Nos. 1—3.

(৩) সুগন্ধারাণী (৯০৪—৬ ") ১
(৪) পার্থ (৯০৬—২১ ") ২
(৫) ক্ষেমগুপ্ত ও দিদ্দা (৯৫০—৫৮ ") ৩
(৬) অভিমন্যুগুপ্ত (৯৫৮—৭২ ") ৪
(৭) নন্দিগুপ্ত (৯৭২—৭৩ ") ৫
(৮) ত্রিভুবনগুপ্ত (৯৭৩—৭৫ ") ৬
(৯) ভীমগুপ্ত (৯৭৫—৮০ ") ৭
(১০) রাজ্ঞী দিদ্দা (৯৮০—১০০৩ ") ৮

প্রথম লোহর বংশের চারিজন রাজার মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে :—

(১) সংগ্রাম (১০০৩—২৮ খৃষ্টাব্দ) ৯
(২) অনন্ত (১০২৮—৬৩ ") ১০
(৩) কলশ (১০৬৩—৮৯ ") ১১
(৪) হর্ষ (১০৮৯—১১০১") ১২

দ্বিতীয় লোহর বংশের তিন জন রাজার মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে :—

(১) Ibid, Nos. 1—4.
(২) Ibid, Nos. 1—3.
(৩) Ibid, Nos. 1—3.
(৪) Ibid, No. 1.
(৫) Ibid, Nos. 1—2.
(৬) Ibid, p. 271, No. 1.
(৭) Ibid, Nos. 1—2.
(৮) Ibid, Nos. 1—8.
(৯) Ibid, Nos. 1—7.
(১০) Ibid, p. 272.
(১১) Ibid, Nos. 1—6.
(১২) Ibid, Nos. 1—6.

(১) সুস্সল (১১১২—২৮ খৃষ্টাব্দ)[১]

(২) জয়সিংহদেব (১১২৮—৫৫ „)[২]

(৩) জাগদেব (১১৯৮—১২১৪ „)[৩]

জলামুখী বা কাঙ্গড়া উপত্যকার রাজগণ মুসলমান বিজয়ের বহু-পরেও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন এবং খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত উদভাণ্ডপুরের শাহিরাজগণের মুদ্রার অনুকরণে তাম্রমুদ্রা মুদ্রাঙ্কিত করাইয়াছিলেন। কাঙ্গড়ার সর্ব্বপ্রাচীন মুদ্রার একদিকে বৃষের মূর্ত্তি ও সামন্তদেবের নাম এবং অপর দিকে অশ্বারোহী মূর্ত্তি আছে। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে পীথমচন্দ্র বা পৃথ্বীচন্দ্র নূতন প্রকারের মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রথমদিকে দুই বা তিন ছত্রে রাজার নাম লিখিত আছে এবং দ্বিতীয় দিকে অশ্বারোহী মূর্ত্তি আছে। কাঙ্গড়ার নিম্নলিখিত রাজগণ পৃথ্বীচন্দ্রের মুদ্রার অনুকরণে তাম্রমুদ্রা মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন:—

(১) অপূর্ব্বচন্দ্র (১৩৪৫—৬০ খৃষ্টাব্দ)[৫]

(২) রূপচন্দ্র (১৩৬০—৭৫ „)[৬]

(৩) সিঙ্গারচন্দ্র (১৩৭৫—৯০ „)[৭]

(৪) মেঘচন্দ্র (১৩৯০—১৪০৫ „)[৮]

---

(১) Ibid, No. 1.

(২) Ibid, p. 273, Nos. 1—2.

(৩) Ibid, Nos. 1—5.

(৪) Ibid, p. 275, Nos. 1—5.

(৫) Ibid, p. 276, Nos. 1—5.

(৬) Ibid, pp. 276—77, Nos. 1—8.

(৭) Ibid, p. 277, Nos. 1—7.

(৮) Ibid, Nos. 1—5.

(৫)	হরিচন্দ্র	(১৪০৫—২০ ")[১]
(৬)	কর্ম্মচন্দ্র	(১৪২০—৩৫ ")[২]
(৭)	অবতারচন্দ্র	(১৪৫০—৬৫ ")[৩]
(৮)	নরেন্দ্রচন্দ্র	(১৪৬৫—৮০ ")[৪]
(৯)	রামচন্দ্র	(১৫১০—২৮ ")[৫]
(১০)	ধর্ম্মচন্দ্র	(১৫২৮—৬৩ ")[৬]
(১১)	ত্রিলোকচন্দ্র	(১৬১০—২৫ ")[৭]

এতদ্ব্যতীত কানিংহাম্ কপচন্দ্র,[৮] গম্ভীরচন্দ্র,[৯] গুণচন্দ্র,[১০] সংসারচন্দ্র,[১১] সুবীরচন্দ্র[১২] এবং মাণিক্যচন্দ্রের[১৩] মুদ্রার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন নলপুরের (বর্ত্তমান নরওয়ার) রাজগণ মুসলমান বিজয়ের অব্যবহিত পরে উদভাণ্ডপুরের শাহিরাজগণের মুদ্রার অনুকরণে তাম্রমুদ্রা মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন। মলয়বর্ম্মা ও চাহডদেবের এই জাতীয় মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। মলয়বর্ম্মার মুদ্রার একদিকে অশ্বারোহী মূর্ত্তি আছে ও অপর দিকে দুই বা তিন ছত্রে

(১) Ibid, p. 277—78, Nos. 1—8.
(২) Ibid, p. 278, Nos. 1—2.
(৩) Ibid, Nos. 1—6.
(৪) Ibid, Nos. 1—2
(৫) Ibid, No. 1.
(৬) Ibid, p. 279, No. 1.
(৭) Ibid, Nos. 1—9.
(৮) Coins of Mediaeval India, p. 105, Nos. 1—4.
(৯) Ibid, No. 5.
(১০) Ibid, p. 106, No. 19.
(১১) Ibid, No. 20—22.
(১২) Ibid, p. 107, No. 25.
(১৩) Ibid, p. 108.

"শ্রীমদ্ মলয়বর্ম্মদেব" লিখিত আছে [১]। চাহডদেবের মুদ্রা দুই প্রকার। প্রথম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে অশ্বারোহী মূর্ত্তি ও "শ্রীচাহডদেব" লিখিত আছে। দ্বিতীয় দিকে বৃষের মূর্ত্তি ও "অসাবরী শ্রীসামন্তদেব" লিখিত আছে [২]। চাহডদেবের দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রা দুই তিন মাস পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে একদিকে অশ্বারোহী মূর্ত্তি ও দ্বিতীয়দিকে দুই বা তিন ছত্রে "শ্রীমং চাহডদেব" লিখিত আছে [৩]।

ত্রিলোচনপালকে পরাজিত করিয়া মহ্‌মুদ নাগরী অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় লিপিযুক্ত রজতমুদ্রা মুদ্রাঙ্কিত করাইয়াছিলেন। এই সকল মুদ্রায় একদিকে আরবী ভাষায় লিপি আছে ও দ্বিতীয় দিকে মধ্যস্থলে নাগরী অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় "অব্যক্তমেক মহম্মদ অবতার নৃপতি মহম্মদ" ও চতুর্দ্দিকে "অয়ং টঙ্কঃ মহমুদপুর ঘটিতে হিজরিয়েন সম্বতি ৪১৮" লিখিত আছে [৪]।

---

(১) I. M. C., Vol. I, p. 262, Nos. 1—3.

(২) Ibid, pp. 260—63, Nos. 1—7.

(৩) ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে মালবে আবিষ্কৃত ৭৯৪টি তাম্র মুদ্রা পরীক্ষার জন্য কলিকাতা মিউজিয়মে প্রেরিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে আরও ২৩ জন রাজার মুদ্রার সহিত চাহডদেবের দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মুদ্রায় বিক্রমাব্দের তারিখ দেখিতে পাওয়া যায়। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে যুক্ত-প্রদেশে ঝান্সি জেলায় আবিষ্কৃত মলয়বর্ম্মার মুদ্রাতেও এইরূপ বিক্রমাব্দের তারিখ আছে।

(৪) Cunningham, Coins of mediaeval India. pp. 65—66, no. 21.

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

উত্তরাপথের মধ্যযুগের মুদ্রা।

(খ) মধ্যদেশ।

মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করিয়া থাকেন যে, দাহলের অধিপতি চেদিবংশীয় গাঙ্গেয়দেব উত্তরাপথে এক প্রকার নূতন মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছিলেন (১)। ইহাতে একদিকে তুইছত্রে রাজার নাম লিখিত আছে ও অপরদিকে পদ্মাসনা লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি আছে। কিন্তু এই জাতীয় মহীপালদেবের নামাঙ্কিত সুবর্ণমুদ্রা যদি প্রতীহারবংশীয় মহেন্দ্রপালের পুত্র সম্রাট্ মহীপালের মুদ্রা হয়, তাহা হইলে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, এই জাতীয় মুদ্রার প্রচলন গাঙ্গেয়দেবের পূর্ব্বে আরব্ধ হইয়াছিল। সম্ভবতঃ গুর্জ্জর প্রতীহারগণের অধিকারকালে এই জাতীয় মুদ্রা সর্ব্বপ্রথমে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল। উদভাণ্ডপুরের শাহিরাজগণের মুদ্রা যেমন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যযুগের মুদ্রার আদর্শ হইয়াছিল, মহীপাল অথবা গাঙ্গেয়দেবের সুবর্ণমুদ্রাও সেইরূপ মধ্যদেশে মধ্যযুগের মুদ্রার অনুকরণের আদর্শ হইয়াছিল। মধ্যপ্রদেশে চেদিরাজবংশ দীর্ঘকাল যাবৎ রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু এই বংশের রাজগণের মধ্যে

(১) Indian Coins, p. 33.

কেবল গাঙ্গেয়দেবেরই মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অথবা পরবর্ত্তী চেদিবংশীয় রাজগণের অন্য কাহারও মুদ্রা আবিষ্কৃত হয় নাই। গাঙ্গেয়দেবের সুবর্ণ,[১] রজত[২] ও তাম্র[৩] নির্ম্মিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তিন ধাতুর মুদ্রাই এক প্রকারের, ইহাতে একদিকে তুইছত্রে রাজার নাম ও অপরদিকে চতুর্ভুজা দেবীর মূর্ত্তি আছে। মহাকোশলে চেদিবংশের অপর শাখার অধিকার ছিল। এই রাজবংশের তিনজন রাজার মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল মুদ্রায় জাজল্লদেব, রত্নদেব ও পৃথ্বীদেব নামক রাজত্রয়ের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এই রাজবংশের খোদিত-লিপিসমূহ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, এই বংশের তুইজন জাজল্লদেব, তিনজন রত্নদেব ও তিনজন পৃথ্বীদেব নামধারী[৪] রাজা ছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে কাহার মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। শ্রীযুক্ত স্মিথ্ অনুমান করেন যে, পৃথ্বীদেব ও জাজল্লদেবের নামাঙ্কিত মুদ্রা দ্বিতীয় পৃথ্বীদেব[৫] ও দ্বিতীয় জাজল্লদেবের[৬] মুদ্রা এবং রত্নদেবের নামাঙ্কিত মুদ্রা তৃতীয় রত্নদেবের[৭] মুদ্রা। তাঁহার মতানুসারে দ্বিতীয় পৃথ্বীদেব ১১৪০—১১৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, দ্বিতীয় জাজল্লদেব ১১৬০—১১৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এবং তৃতীয় রত্নদেব ১১৭৫—১১৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। জেজাকভুক্তি বা জেজাভুক্তির চন্দ্রাত্রেয়

(১) I.
(২) Ib A. Smith, Catalogue of Coins in the Indian Museum,
(৩) ১৯১52, Nos, 1—9.
মিউজিয়মে ...nningham's Coins of Mediaeval India, p. 72. Nos. 4 5.
চাহড়দেবের দ্বিত... C., Vol. I, p. 253, Nos. 10—12.
দেখিতে পাওয়া ...graphia Indica, Vol. VIII, App. I. pp. 16—17
মুদ্রাতেও এইরূপ ...C., Vol. I, p. 254.
(৮) Cunni...
... 255.

বা চন্দেল্লবংশীয় রাজগণের সুবর্ণ ও রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই বংশের কীর্ত্তিবর্ম্মা, সল্লক্ষণবর্ম্মা, জয়বর্ম্মা, পৃথ্বীবর্ম্মা, মদনবর্ম্মা, পরমর্দ্দিদেব, ত্রৈলোক্যবর্ম্মা ও বীরবর্ম্মার মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। কীর্ত্তিবর্ম্মা বোধ হয় ১০৫৫—১১০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন [১]। তাঁহার পুত্র সল্লক্ষণবর্ম্মা বোধ হয় ১১০০—১১১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন [২]। সল্লক্ষণবর্ম্মার জ্যেষ্ঠপুত্র জয়বর্ম্মা ও তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র পৃথ্বীবর্ম্মা ১১১৫—১১২৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সিংহাসনলাভ করিয়াছিলেন [৩]। পৃথ্বীবর্ম্মার পুত্র মদনবর্ম্মা ১১২৯—১১৬২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন [৪]। মদনবর্ম্মার পৌত্র পরমর্দ্দিদেব ১১৬৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে সিংহাসনলাভ করিয়াছিলেন [৫]। ইনি চাহমানবংশীয় দ্বিতীয় পৃথ্বীরাজদেবের সমসাময়িক ব্যক্তি এবং ইনি তৎকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন [৬]। এই পরমর্দ্দিদেবের রাজ্যকালে কালঞ্জরদুর্গ মহম্মদ-বিন-সাম্ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল এবং চন্দেল্লগণ পরাজিত হইয়া পার্ব্বত্যপ্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরমর্দ্দিদেব ১২০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন [৭]। পরমর্দ্দিদেবের পরে বোধ হয় ত্রৈলোক্যবর্ম্মা চন্দেল্লরাজা

---

(১) Ibid, p. 253. কীর্ত্তিবর্ম্মার রাজ্যকালে ১১৫৪ বিক্রমাব্দে (১০৯৮ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি মধ্য-প্রদেশে দেওগড়ে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

(২) ইহা অনুমান মাত্র।

(৩) জয়বর্ম্মার রাজ্যকালে ১১৭৩ বিক্রমাব্দে (১১১৭ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি মধ্যভারতে খজুরাহোগ্রামে একটি মন্দিরে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

(৪) Epigraphia Indica, Vol. VIII, app. I. p. 16

(৫) Ibid, Vol. IV, p. 157.

(৬) Ibid, Vol. VIII, App. I, p. 16

(৭) Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol. XVII, pt. I. p. 313.

পাইয়াছিলেন। তিনি ১২১২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২৪১ [২] খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। ত্রৈলোক্যবর্ম্মার পরে তাঁহার পুত্র বীরবর্ম্মা সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ১২৬১ [৩]—১২৮৩ [৪] খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। কীর্ত্তিবর্ম্মা [৫] পরমর্দ্দিদেব [৬] ত্রৈলোক্যবর্ম্মা [৭] ও বীরবর্ম্মার [৮] কেবল সুবর্ণমুদ্রাই আবিষ্কৃত হইয়াছে। সল্লক্ষণবর্ম্মার সুবর্ণ [৯] ও তাম্র [১০] উভয়বিধ মুদ্রাই দেখিতে পাওয়া যায়। জয়বর্ম্মা [১১] ও পৃথ্বীবর্ম্মার [১২] কেবল তাম্রমুদ্রাই আবিষ্কৃত হইয়াছে। মদনবর্ম্মার সুবর্ণ, [১৩] রজত ও তাম্র [১৪] তিন ধাতুর মুদ্রাই আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইঁহার রজত মুদ্রা অতি অল্পদিন পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে [১৫]। চন্দেল্ল বংশীয় রাজগণের ভিন্ন ভিন্ন আকারের সুবর্ণ ও রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে [১৬]।

---

(১) Cunningham, Archaeological Survey Report, Vol. XXI, p. 50.

(২) Indian Antiquary, Vol. XVII, p. 235.

(৩) Epigraphia Indica, Vol. I, p. 327.

(৪) Ibid, Vol. V, App., p. 35. No. 242.

(৫) I. M. C., Vol. I, p. 253, No. 1.

(৬) Ibid, No. 1.

(৭) Ibid, No. 1.

(৮) Ibid, p. 254, No. 1.

(৯) Cunningham's Coins of Mediaeval India, p. 79, Nos. 14—15.

(১০) Ibid, No. 16.

(১১) Ibid, No. 17.

(১২) Ibid, No. 18.

(১৩) I. M. C, Vol. I, p. 253, Nos. 1—3.

(১৪) Cunningham's Coins of Mediaeval India, p. 79, No. 21.

(১৫) Journal of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. X, pp. 199—200.

(১৬) Coins of Mediaeval India, p. 78.

গজনির সুলতান মহমুদ যখন উত্তরাপথ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন কান্যকুব্জের গুর্জ্জর প্রতীহাররাজগণের বিশাল সাম্রাজ্যের অন্তিমদশা উপস্থিত। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে কান্যকুব্জ চেদিবংশীয় কর্ণদেবের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। কর্ণদেবের পরে গাহড়বালবংশীয় চন্দ্রদেব কান্যকুব্জ অধিকার করিয়া একটি নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। চন্দ্রদেবের কোন মুদ্রা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। তাঁহার পুত্রের নাম মদনপাল বা মদনদেব। মদনপাল ১১০৪—১১০৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত [১] কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। উদভাণ্ডপুরের শাহিরাজবংশের অনুকরণে নির্ম্মিত একপ্রকার মিশ্রধাতুর মুদ্রায় মদনপালের নাম পাওয়া যায়। মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণ এই জাতীয় মুদ্রাকে গাহড়বালবংশীয় মদনপালের মুদ্রা বলিয়া মনে করেন [২]। এই জাতীয় মুদ্রা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে [৩]। মদনপালের পুত্র গোবিন্দচন্দ্র ১১১৪—১১৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন [৪]। গোবিন্দচন্দ্রের বহু সুবর্ণ [৫] ও তাম্র [৬] মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল মুদ্রা মহীপালদেব অথবা গাঙ্গেয়দেবের মুদ্রার অনুকরণে মুদ্রিত। ইহাতে একদিকে দুই ছত্রে রাজার নাম ও অপরদিকে চতুর্ভুজা দেবীমূর্ত্তি আছে। গোবিন্দচন্দ্রের সুবর্ণমুদ্রা দুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে। প্রথম বিভাগের মুদ্রা বিশুদ্ধ সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত, কিন্তু দ্বিতীয়

(১) Epigraphia Indica, Vol. VIII, App. 1. p. 13
(২) Coins of Mediaeval India, p. 87, No. 15.
(৩) একাদশ পরিচ্ছেদ পৃঃ ২০৩
(৪) Epigraphia Indica, Vol. VIII, App. 1. p. 13
(৫) I. M. C., Vol. I, pp. 260—61, Nos. 1—6 A.
(৬) Ibid, p. 261, Nos. 7—10.

বিভাগের মুদ্রায় সুবর্ণের সহিত রজতের মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। গোবিন্দচন্দ্রের পুত্রের নাম বিজয়চন্দ্র, ইনি বোধ হয় ১১৫৫—১১৬৯ খৃষ্টাব্দ [১] পর্য্যন্ত কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিজয়চন্দ্রের কোন মুদ্রা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। বিজয়চন্দ্রের পুত্র জয়চ্চন্দ্র ১১৭০ খৃষ্টাব্দে [২] অভিষিক্ত হইয়াছিলেন এবং ১১৯৪ বা ১১৯৫ খৃষ্টাব্দে সুলতান মহম্মদ-বিন-সামের সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। অজয়-চন্দ্রদেবের নামযুক্ত একপ্রকার রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। কানিংহাম্ অনুমান করিয়াছিলেন যে ইহাই জয়চ্চন্দ্রের মুদ্রা [৩]। গোবিন্দচন্দ্রের মুদ্রার ন্যায় ইহাও মহীপালদেব অথবা গাঙ্গেয়দেবের মুদ্রার অনুকরণে নির্ম্মিত। এতদ্ব্যতীত গাহড়বালবংশের কোনমুদ্রা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। জয়চ্চন্দ্রের পুত্র হরিশ্চদেব ১১৯৫—১২০৭ [৪] খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কন্যকুব্জের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার কোন মুদ্রা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। জয়চ্চন্দ্রকে পরাজিত করিয়া সুলতান মহম্মদ-বিন-সাম্ মধ্যদেশে প্রচলনার্থ গাহড়বাল রাজগণের মুদ্রার অনুকরণে সুবর্ণমুদ্রা মুদ্রাঙ্কিত করাইয়াছিলেন। ইহাতে একদিকে নাগরী অক্ষরে তিন ছত্রে তাঁহার নাম লিখিত আছে এবং অপরদিকে লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি আছে [৫]। এই জাতীয় মুদ্রায় দুইটি বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম বিভাগের মুদ্রায় ঃ—

---

(১) Epigraphia Indica, Vol VIII, App. I. p. 13

(২) Ibid, Vol, IV. p. 121.

(৩) Coins of Mediaeval India, p. 87, No, 17.

(৪) Journal of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. VII, pp. 757—770.

(৫) Coins of Mediaeval India, p. 86, No. 12.

(১) শ্রীমহ

(২) মদ বিনি

(৩) সাম [১]

এবং দ্বিতীয় বিভাগের মুদ্রায়ঃ—

(১) শ্রীমদ [হ]

(২) মীর মহ [ম]

(৩) দ সাম [২]।

লিখিত আছে।

নেপালের প্রাচীন মুদ্রা দেখিলে যৌধেয় জাতির মুদ্রা বলিয়া ভ্রম হয়। সম্ভবতঃ এই দুই প্রকারের মুদ্রাই কুষণবংশীয় রাজগণের মুদ্রার অনুকরণে নির্ম্মিত বলিয়া এইরূপ ভ্রম হইয়া থাকে [৩]। মানাঙ্ক, গুণাঙ্ক, বৈশ্রবণ, অংশুবর্ম্মা, জিষ্ণুগুপ্ত ও পশুপতি এই ছয়জন রাজার মুদ্রা আবিস্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে পশুপতি ব্যতীত অপর পাঁচ জন রাজার নাম নেপালের রাজবংশাবলীসমূহে পাওয়া গিয়াছে। এই ছয়জন রাজার মধ্যে মানাঙ্কের মুদ্রা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহাতে একদিকে পদ্মাসনা লক্ষ্মীমূর্ত্তি ও "শ্রীভোগিনী" লিখিত আছে। দ্বিতীয় দিকে দণ্ডায়মান সিংহমূর্ত্তি ও "শ্রীমানাঙ্ক" লিখিত আছে [৪]। মানাঙ্ক নেপালের শিলালিপি সমূহে মানদেব নামে উল্লিখিত [৫]। গুণাঙ্কের মুদ্রায় একদিকে পদ্মাসনা লক্ষ্মীমূর্ত্তি ও অপরদিকে হস্তিমূর্ত্তি আছে। লক্ষ্মীমূর্ত্তির পার্শ্বে "শ্রীগুণাঙ্ক"

---

(১) H. M. Wright, Catalogue of Coins in the Indian Museum, Vol. II. pt. I. p. 17, No. 1.

(২) Ibid, Nos. 2—3

(৩) Indian Coins, p. 32.

(৪) Coins of Ancient India, p. 116, I. M. C. Vol, I, 253.

(৫) Indian Antiquary, Vol. IX, pp. 163—67.

লিখিত ১ আছে। গুণাঙ্ক বংশাবলীতে গুণকামদেব নামে পরিচিত ২। বৈশ্রবণের মুদ্রায় একদিকে উপবিষ্ট রাজমূর্ত্তি ও "বৈশ্রবণঃ" লিখিত আছে, এবং দ্বিতীয় দিকে সবৎসা গাভীর মূর্ত্তি আছে ও "কামদেহি" লিখিত আছে ৩। অংশুবর্ম্মার তিন প্রকার মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম প্রকারের মুদ্রার একদিকে পক্ষযুক্ত সিংহমূর্ত্তি আছে ও "শ্র্যাংশুবর্ম্মা" লিখিত আছে এবং দ্বিতীয় দিকে সবৎসা গাভীমূর্ত্তি আছে ও "কামদেহি" লিখিত আছে ৪। দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় একদিকে সূর্য্যের চিহ্ন আছে এবং "মহারাজাধিরাজস্য" লিখিত আছে। দ্বিতীয় দিকে একটি সিংহমূর্ত্তি আছে এবং "শ্র্যাংশোঃ" লিখিত আছে ৫। তৃতীয় প্রকারের মুদ্রায় একদিকে পক্ষযুক্ত সিংহমূর্ত্তি আছে ও "শ্র্যাংশুবর্ম্মা" লিখিত আছে এবং দ্বিতীয় দিকে বাস্তব সিংহের মূর্ত্তি ও চন্দ্রের চিহ্ন আছে ৬। অংশুবর্ম্মার অনেকগুলি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে ৭। জিষ্ণুগুপ্তের মুদ্রায় একদিকে পক্ষযুক্ত সিংহমূর্ত্তি আছে ও "শ্রীজিষ্ণুগুপ্তস্য" লিখিত

---

(১) Coins of Ancient India, p. 116, pl. XIII. 2.

(২) Hara Prasad Sastri, Catalogue of plam-leaf and Selected paper Mss. Durbar Library, Nepal. Introduction by prof. C. Bendall, p. 21.

(৩) Coins of Ancient India, p. 116, pl. XIII. 4.

কানিংহাম্ অনুমান করেন যে বৈশ্রবণ বংশাবলীতে কুবের বর্ম্মা নামে পরিচিত—Ibid, 115.

(৪) Ibid, p. 116, pl. XIII. 4; I. M. C. Vol. I, p. 283, No. 2.

(৫) Ibid, No. 3; Coins of Ancient India p. 117, pl. XIII. 55.

(৬) Ibid, pl. XIII. 6; I. M. C., Vol. I., p. 283, No. 1,

(৭) Indian Antiquary, Vol. IX, pp. 170—71; Bendall's Journey to Nepal, p. 74.

আছে। দ্বিতীয় দিকে একটি চিহ্ন আছে[১]। জিষ্ণুগুপ্তের একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে[২]। পশুপতির তিনপ্রকার মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম প্রকারের মুদ্রায় একদিকে দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট বৃষের মূর্ত্তি ও অপরদিকে সূর্য্যের বা অন্য কোন চিহ্ন আছে[৩]। দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় একদিকে ত্রিশূল ও অপরদিকে সূর্য্যের চিহ্ন আছে[৪]। তৃতীয় প্রকারের মুদ্রায় একদিকে উপবিষ্ট রাজমূর্ত্তি ও অপরদিকে সপুষ্প ঘট আছে[৫]। এই সকল মুদ্রায় দুইদিকের কোন একদিকে রাজার নাম আছে। বুদ্ধগয়ায় পশুপতির দুই একটি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে[৬]।

অতি প্রাচীনকালে আরাকানে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম অথবা অষ্টম শতাব্দীতে আরাকানে ভারতীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। ইঁহাদিগের অন্য কোন পরিচয় অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই, তবে রম্যাকর, ললিতাকর, শ্রীশিব প্রভৃতি নাম দেখিয়া বোধ হয় যে, এই সকল আরাকান রাজগণ ভারতীয় ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহারা চন্দ্রবংশজাত, এবং ৭৮৮ হইতে ৯৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন[৭]। ইঁহাদিগের মুদ্রায় একদিকে উপবিষ্ট বৃষের মূর্ত্তি এবং অপরদিকে এক নূতন প্রকারের ত্রিশূল দেখিতে পাওয়া যায়[৮]। এইরূপ

---

(১) Coins of Ancient India, p. 117. pl. XIII. 7.

(২) Indian Antiquary. Vol. IX, p. 171.

(৩) Coins of Ancient India, p. 117, pl. XIII. 8—11.

(৪) Ibid, p. 118, pl. XIII. 12—13.

(৫) Ibid, pl. XIII. 14—15.

(৬) Cunningham's Mahabodhi, pl, XXVII. H.

(৭) I. M. C., Vol. I, p. 331.

(৮) Ibid, p. 332.

শ্রীশিব, স্মারিক্রিয়,[১] প্রীতি,[২] রম্যাকর, ললিতাকর, প্রত্যুম্নাকর ও অস্তাকরের[৩] মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

---

(১) Ibid, No. 1.

(২) Ibid, Nos. 2—6.

(৩) Ibid, No. 7.

(৪) রম্যাকর, ললিতাকর ও অস্তাকরের নামযুক্ত রজত মুদ্রা বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল-নাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট আছে। এই জাতীয় মুদ্রা পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

সর্ব্বপ্রাচীন মুদ্রা—পুরাণ ও কার্ষাপণ।

Emerald Ptg. Works, Calcutta.

প্রাচীন ভারতে বিদেশীয় মুদ্রা

Emerald Ptg. Works, Calcutta.

গ্রীক্‌রাজগণের মুদ্রা।

Emerald Ptg. Works, Calcutta

গ্রীক্‌রাজগণের মুদ্রা।

১ ২

৩ ৪

৫ ৬

৭ ৮ ৯

গ্রীক্‌রাজগণের মুদ্রা।

F... H Ptg. Works Calcutta

গ্রীক্ ও শকরাজগণের মুদ্রা।

Emerald Ptg. Works. Calcutta.

শকজাতীয় ও কুষণবংশীয় রাজগণের মুদ্রা।

Emerald Ptg. Works, Calcutta.

কুষণবংশীয় রাজগণের মুদ্রা

Emerald Ptg. Works, Calcutta.

জানপদ ও গণসমূহের মুদ্রা।

Emerald Ptg. Works, Calcutta.

জানপদ ও গণসমূহের মুদ্রা।

Emerald Ptg. Works, Calcutta.

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

গুপ্তবংশীয় সম্রাট্‌গণের মুদ্রা।

Emerald Ptg Works. Calcutta.

গুপ্তবংশীয় সম্রাট্‌গণের মুদ্রা।

Emerald Ptg. Works, Calcutta.

গুপ্তসম্রাট্‌গণের মুদ্রার অনুকরণ।

Emerald Ptg. Works, Calcutta.

সৌরাষ্ট্রের ও দক্ষিণাপথের মুদ্রা।

Emerald Ptg Works, Calcutta.

দক্ষিণাপথের ও হূণরাজগণের মুদ্রা।

Emerald Ptg. Works, Calcutta.

সাসানীয় মুদ্রার অনুকরণ।

Emerald Ptg. Works, Calcutta.

সিংহল ও উত্তরপশ্চিম সীমান্ত, মধ্যযুগের মুদ্রা।

Emerald Ptg. Works. Calcutta.

কাশ্মীর, কাঙ্গড়া, প্রতীহার, চেদী, চালুক্য, গাহডবাল, চন্দেল্ল ও জেজাভুক্তি রাজগণের মুদ্রা।

Emerald Ptg. Works, Calcutta.

নেপাল ও আরাকানের মুদ্রা।

Emerald Ptg. Works, Calcutta.

বর্ণানুক্রমিক নাম-সূচী।

অ

আ

ই

ঈ

উ

ঋ

এ

ঐ

ও

ঔ

ক

ক্ষ

খ

গ

ঘ

চ

ছ

জ

ঝ

ট

ড

ত

থ

দ

ধ

ন

প

ফ

ভ

ম

য

শ

ষ

স

হ